সাংখ্যদর্শন

মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

পরম পরাংপর পূজ্যপাদ শ্রী শ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ প্রসাদাং তদনুগত শিষ্য

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।
সাং ১১ নং বাবুরাম ঘোষের লেন।

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে
শ্রীরামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সাংখ্যদর্শনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। ইহার প্রকৃত ভাবার্থ এ পর্য্যন্ত গুরু মুখেই অবগত হওয়া যাইত। এক্ষণে কোন মহাত্মার কৃপায় এবং তাঁহার অনুমতিতে, সাধক-দিগের সুবিধার জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সাধারণ সমীপে প্রকাশ করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের সদ্গুরু লাভ হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত অপরে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কূটতর্কের দ্বারা ভক্তিমান্ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের মনে সংশয় উপস্থিত করাইতে পারেন এবং নিজেও ভ্রমে পড়িয়া ভবিষ্যত উন্নতির পথ হইতে দূরে যাইয়া পড়িতে পারেন। কারণ যোগিদিগের কথা প্রায়ই দ্ব্যর্থ, যোগি-দিগের কথা বুঝিতে হইলে যোগপথ অবলম্বন করা চাই। নচেৎ প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া সুকঠিন। যথা—"সাংখ্যদর্শন," "সাংখ্য" শব্দের অর্থ—জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। দর্শন অর্থাৎ "বিজ্ঞান" বা মীমাংসা, যাহার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা মীমাংসা হয় তাহারই নাম "সাংখ্যদর্শন।" ইহা সাধারণের কি প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে। যাঁহারা ক্রিয়া কি তাহাই যখন জানেন, না তখন তাঁহারা তাহার পর অবস্থা কি প্রকারে জানিবেন। একারণ সাধারণের নিকট প্রকাশের অযোগ্য বিবেচ-

নায় কেবল ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্যই প্রকাশিত হইল। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যেরূপ ব্যাখ্যা পাইয়াছি, তাহাই অবিকল মুদ্রিত হইল। জ্ঞানবশতঃ তাঁহার ব্যাখ্যার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যদি ভ্রম বশতঃ কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমারই দোষ। সুবুদ্ধিমান্ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণেরা নিজগুণে আমাকে ক্ষমাকরিয়া যথাস্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ দাস মহাশয় ছাপাইবার জন্য ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। এরূপ সৎকর্ম্মে নিঃস্বার্থ ভাবে দান অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ভগবৎ কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সৎকর্ম্মে নিয়তঃ রত থাকিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা,
২২শে ভাদ্র সন ১২৯৫ সাল

প্রকাশক,
শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মাঃ।

সাঙ্খ্যদর্শন

প্রথমাধ্যায়।

অথ সাঙ্খ্যশাসনম্।

ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিরর্থ পুরুষানাম্ ॥

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥১।

অর্থ=রূপ।

পুরুষ=উত্তম পুরুষ।

অর্থানন্তর, তিন প্রকার দুঃখের (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা আছে) অন্তকে অতিক্রম করিয়াছে এমন যে নিবৃত্তি তাহাই পুরুষার্থ এবং প্রয়োজন, আমি কে ইহা অবগত হওয়াই সাংখ্যের তাৎপর্য্য অর্থাৎ সোঽহং ব্রহ্মাস্মি।

---|—— আধ্যাত্মিক
——|—— আধিভৌতিক
——|—— আধিদৈবিক

এই তিন দাগ তিন প্রকার দুঃখ তাহার মধ্যে দিয়া তিন প্রকার দুঃখ কাটিয়া গিয়াছে যে দাগ তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া অল্পক্ষণ ক্রিয়ার পর অবস্থা ভোগ করার নাম অল্প নিবৃত্তি আর অধিকক্ষণ থাকার নাম অধিক নিবৃত্তি আর সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে থাকার নাম অত্যন্ত নিবৃত্তি।

নায় কেবল ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্যই প্রকাশিত হইল। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যেরূপ ব্যাখ্যা পাইয়াছি, তাহাই অবিকল মুদ্রিত হইল। জ্ঞানবশতঃ তাঁহার ব্যাখ্যার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যদি ভ্রম বশতঃ কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমারই দোষ। সুবুদ্ধিমান্ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণেরা নিজগুণে আমাকে ক্ষমাকরিয়া যথাস্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ দাস মহাশয় ছাপাইবার জন্য ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। এরূপ সৎকর্ম্মে নিঃস্বার্থ ভাবে দান অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ভগবৎ কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সৎকর্ম্মে নিয়তঃ রত থাকিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা, ২২শে ভাদ্র সন ১২৯৫ সাল

প্রকাশক, শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মণঃ।

সাঙ্খ্যদর্শন।

প্রথমাধ্যায়।

অথ সাঙ্খ্যশাসনম্ ।

ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিরর্থ পুরুষানাম্ ॥

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥১

অর্থ = রূপ ।

পুরুষ = উত্তম পুরুষ ।

অর্থানন্তর, তিন প্রকার দুঃখের (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা আছে) অন্তকে অতিক্রম করিয়াছে এমন যে নিবৃত্তি তাহাই পুরুষার্থ এবং প্রয়োজন, আমি কে ইহা অবগত হওয়াই সাঙ্খ্যের তাৎপর্য্য অর্থাৎ সোহহং ব্রহ্মাস্মি।

আধ্যাত্মিক
আধিভৌতিক
আধিদৈবিক } এই তিন দাগ তিন প্রকার দুঃখ তাহার মধ্যে দিয়া তিন প্রকার দুঃখ কাটিয়া গিয়াছে যে দাগ তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা ক্রিয়া করিয়া অল্পক্ষণ ক্রিয়ার পর অবস্থা ভোগ করার নাম অল্প নিবৃত্তি আর অধিকক্ষণ থাকার নাম অধিক নিবৃত্তি আর সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে থাকার নাম অত্যন্ত নিবৃত্তি।

ন দৃষ্টা দৃষ্টাত্তৎ সিদ্ধি নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ ॥২॥

এই চক্ষে দেখা যায় না যে ব্রহ্ম (উত্তম পুরুষ) ও তাঁহাকে না দেখিলে কিছুরি অর্থাৎ কোন বিষয়েরি সিদ্ধি হয় না, আর তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় কোন ইচ্ছা থাকে না ইচ্ছা রহিত হওয়ার নাম সিদ্ধি, ইচ্ছা না থাকিলে দেখে কে। কোন বিষয়ের নিবৃত্তি আপাততঃ হইলেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—যেমন একটী সন্দেশ খাইতে ইচ্ছা হইল, যিনি সন্ন্যাসী তিনি বর্ত্তমান ইচ্ছা নিবৃত্তি করিলেন; কিন্তু কখন না কখন সন্দেশ খাইব এই ইচ্ছাটী ভিতর ভিতর রহিল (গীতা ৮ অধ্যায় ১৬ শ্লোক) কিন্তু যিনি উত্তম পুরুষকে পাইয়া নিবৃত্তি হইয়াছেন তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এ উভয়ের কোনটীরও পুনরাবৃত্তি থাকে না। আত্মার ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা স্থির হয়েন, এই স্থিরত্ব পদের নাম অজর ও অমর পদ, ইহাই ব্রহ্ম ও উত্তম পুরুষ ছন্দোগ্যোপনিষদে ইহা লেখা আছে। (গীতা ৮ অধ্যায় ২১ শ্লোক।)

প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতিকারবত্তৎ-
প্রতিকার চেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্ ॥৩॥

ক্ষুধার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রত্যহই যে চেষ্টা করা যায় তাহারি নাম কি পুরুষার্থ, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম? গীতা ৪ অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বা-
সম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥৪॥

সকল বস্তুর ভবিষ্যৎ ইচ্ছার ত্যাগ সন্ন্যাসীরা করিতে পারেন না ও করাও অসম্ভব, যদ্যপি উপরে উপরে ত্যাগ করেন তথাপি ভিতরে ভিতরে পারেন না আর ভিতরে ভিতরে ত্যাগ হওয়া সন্ন্যাসীদের অসম্ভব ইহা যোগীরা জানেন, কুশলৈ :—

ক শব্দে যোনি, উ শব্দে যোনি, শ শব্দে মস্তক, ল শব্দে স্তনদ্বয়, ঐ শব্দে মুখ, বিসর্গ শব্দে নাসাক্ষি, অর্থাৎ প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীরা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারায় দেখিতেছেন যে সন্ন্যাসীরা বর্ত্তমান ইচ্ছা আর ত্যাগীরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয় ইচ্ছার ত্যাগ করিতে পারেন, প্রমাণ গীতা ১৮ অধ্যায়ের ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ শ্লোকে।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥৫॥

ব্রহ্মেতে থাকার নাম মোক্ষ যাহা ঊর্দ্ধেতে আকর্ষণ করিয়া হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামে সকলের উৎকর্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরাবুদ্ধি, পরাপ্রকৃতি ইহা সকল ক্রিয়া দ্বারা যোগীদিগের অনুভব হয়; ইহা বেদে এবং শ্রুতিতে কথিত আছে :—

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি ॥
ইতি কঠোপনিষদ্ শ্রুতি। গীতা ৮ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥৬॥

প্রাণায়াম করিয়া কূটস্থেতে থাকা আর ক্রিয়ার পর অবস্থা উভয়ই সমান। গীতা ৫ অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক।

ন স্বভাবতোবদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ ॥৭॥

স্বভাব=নিশ্চয় আমি আমার বলিয়া যে মিথ্যা আসক্তি স্বভাব দ্বারা বদ্ধ ও আত্মাতে না থাকে অর্থাৎ প্রাণায়াম যে না করে তাহাকে মোক্ষ ব্রহ্মে থাকিবার সাধনার যে উপদেশ তাহা দেওয়া বিধি নহে। ১৮ অধ্যায় ৬৭ শ্লোক।

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদনুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্ ॥৮॥

স্বভাবেতে মন রহিয়াছে অথচ ক্রিয়া করিতেছে এমন যে ক্রিয়ার লক্ষণ সে অপ্রামাণ্য অর্থাৎ যোগীরা এমন রকম ক্রিয়া করাকে ক্রিয়া করা বলিয়া গণনা করেন না। গীতা ৫ অধ্যায় ১১ শ্লোক।

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ ॥৯॥

যে ক্রিয়া করিতে পারিবে না তাহাকে উপদেশ না দেওয়া বিধি আর তাহাকে উপদেশ দিলেও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। ৪ অধ্যায় ৩৪।

শুক্ল পটবদ্বীজবচ্চেৎ ॥১০॥

শুক্লবর্ণ বস্ত্রকে রং দিয়া কাল করিলেও ভিতরে শাদা রহিল আর বীজ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহার বৃক্ষ ও ফল অশাদা হয় (কারণ বীজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে শাদা গাছ ও ফল না থাকিলে কখনই গাছ ফল শাদা হইত না) সেই প্রকার আত্মা অন্য দিকে থাকিয়াও আত্মাতে থাকিতে পারে। গীতা ১৮ অধ্যায়

৬১ শ্লোক ৮ অধ্যায় ৪ শ্লোকের নিম্ন অর্দ্ধভাগ ৭ অ ২৫ শ্লোক ৬ অ ৩১ শ্লোক।

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ ॥১১॥

শক্তি দ্বারায় যাহা উদ্ভব হইয়াছে (ক্রিয়ার পর অবস্থা) তাহা পুনর্ব্বার আত্মাতে উদ্ভব করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আপনাপনি না হইলে বল পূর্ব্বক করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই, তন্নিমিত্ত আত্মায় থাকিয়া ব্রহ্মেতে অর্থাৎ (ক্রিয়ারপর অবস্থায়) থাকিতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে আত্মা আপনাপনি যখন পরমাত্মাতে লীন হইল তখনি ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ৬ অধ্যায় ৫।৭ শ্লোক।

ন কালযোগতোব্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥১২॥

কালস্বরূপ যে আত্মা যাহা নিত্যই সংসারে সকল বস্তুতে সম্বন্ধ রাখে (সকল বস্তুই মুহুর্মুহু ক্ষণে ক্ষণে জন্মাইতেছে ও নাশ হইতেছে) ও সর্ব্বত্রেতে ব্যাপিয়া রহিয়াছে সেও আত্মায় না থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারে না অর্থাৎ ক্রিয়ার সময় অন্য দিক হইতে আত্মাকে আত্মাতে না রাখিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না। গীতা ৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

নদেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥১৩॥

কোন দেশেতে যোগ থাকিলে অর্থাৎ কোন স্থানে লক্ষ্য থাকিলে উপদেশ পাইবার যোগ্য নহে, অন্যে লক্ষ্য থাকিলে দুই হইল লক্ষ্য ও লক্ষিত বস্তু। যখন আপনি থাকে না ও ব্রহ্মেতে লক্ষ্য থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন উপদেশ হইতে পারে। গীতা ২ অধ্যায় ৫৯ শ্লোক।

নাবস্থাতোদেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ ॥১৪॥

অবস্থা=কোন দিকে মন আট্‌কাইয়া থাকা ইহা দেহের ধর্ম্ম হইতেছে এই প্রকার অবস্থা বিশিষ্ট লোক উপদেশ পাইতে পারে না অর্থাৎ অন্য দিকে মন থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইতে পারে না, যখন আপনাতে আপনি থাকিয়া বিদেহ তখন উপদেশ পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ১৪ অ ২৬ শ্লোক ও ১৯ শ্লোক ও ২০। ২৬ শ্লোক।

অসঙ্গোহয়ং পুরুষইতি ॥১৫॥

এই পুরুষের ইচ্ছা নাই। সঙ্গ=ইচ্ছা, ইচ্ছা না হইলে কেহ কাহারো সঙ্গ করে না। পুরুষ=ক্রিয়ার পর অবস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইচ্ছা থাকে না এইই পুরুষ ইহা ক্রিয়া না করিলে হইবার উপায় নাই। গীতা ১৭ অ ৩ শ্লোক।

ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ ॥১৬॥

ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মেতে সেই নিঃসঙ্গ পুরুষের অতি-প্রসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম হইতেছে, স্বধর্ম্ম নহে সদা আত্মাতে থাকার নাম স্বধর্ম্ম, সদা আত্মাতে থাকিলেই সেই পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা ১৮ অ ৪৫। ৪৬।৪৭।৪৮। শ্লোক ৪৯।

তত্রহেবাদী

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥১৭॥

অন্য দিকে মন দিলে বিচিত্রভোগ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা

তাহা থাকে না, এ অবস্থা সকলেরি আছে কেবল মায়াতে রোক করিয়াছে প্রমাণ—গীতা ১৮ অ ৬১ শ্লোক, ১৬ অ ২৩ শ্লোক।

প্রকৃতিনিবন্ধনাচেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্ ॥১৮॥

প্রকৃতিকে নিঃশেষ প্রকারে বন্ধন করিলে অর্থাৎ বল পূর্ব্বক সকল বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনিলেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবে তাহা হয় না কারণ সে পরতন্ত্র আপনাপনি হয় অর্থাৎ আত্মার সহিত যোগ রহিয়াছে। ৬অ ৩৫ শ্লোক ৩৬।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য
তদ্যোগস্তদ্ যোগাদৃতে ॥১৯॥

নিত্য=সর্ব্বদাই যাঁহার স্থিতি। শুদ্ধ=নির্ম্মল।

বুদ্ধ=নিজ বোধরূপ। মুক্ত=ইচ্ছা রহিত।

স্বভাব=তিন গুণের অতীত হইয়া আপনাতে আট্‌কাইয়া থাকা, আত্মাতে ক্রিয়া না করিলে যোগ হয় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আর সেই অবস্থায় অন্য তত্ত্বেতে মনের যোগ আপনাপনি ছাড়িয়া যায়। গীতা ৮ অধ্যায় ৮।৯।১৪।১৫।২১ শ্লোক।

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ ॥২০॥

অবিদ্যা=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে না জানা।

অবস্তু=পঞ্চতত্ত্ব, মায়া।

বস্তু=ব্রহ্ম।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে না জানা, তাহাতে থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না, পঞ্চতত্ত্ব ও মায়াতেও হয় না, কারণ ব্রহ্ম অবন্ধ অযোগ অর্থাৎ তাহাতে যোগ করিবার কাহারো

ক্ষমতা নাই, যখন হয় আপনাপনি বলের দ্বারা নহে। গীতা ৭ অ ১৫ শ্লোক।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥২১॥

বস্তু=ব্রহ্ম।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন সকলি বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইল, তখন কোন ইচ্ছা থাকিল না। যখন নিজে থাকে না তখন ইচ্ছাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অন্ত নাই, তন্নিমিত্ত ইচ্ছা ও সিদ্ধিরও অন্ত নাই, সেই একই অদ্বিতীয় স্থির উত্তম পুরুষ সম্মুখেতেই আছেন ইহা ছন্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি। গীতা ৮ অ ২১। ৬ অ। ২১।২২ শ্লোক ১৮।

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥২২॥

বিজাতীয়=পঞ্চতত্ত্বে থাকা অনাত্মা, স্বজাতীয়=আত্মা এই দ্বৈতের উৎপত্তি তিনেই এক হইল না। গীতা ৯ অ ৫ শ্লোক ৮।

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেন্ন তাবদপদার্থাপ্রতীতেঃ ॥২৩॥

যাবৎ উভয় রূপ স্বজাতীয় বিজাতীয়ের বিরুদ্ধ ভাব অর্থাৎ বিরোধ থাকে, তাবৎ অপদার্থে অপ্রতীতি। অপদার্থ ষড়গুণ রহিত ব্রহ্ম ষড়গুণবিশিষ্ট পদার্থে সকলেরি মন রহিয়াছে আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অপদার্থ তাহা যখন হয় তখন প্রতীতি করিবার কোন উপায় নাই এই নিমিত্ত অপ্রতীতি। পদার্থ ষড়গুণবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য: বিশেষ ও সমবায়। গীতা ১৬ অ ১৪। ২০।

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ ॥২৪॥

বৈশেষিক কানাতাদির ন্যায় ষট পদার্থবাদী নহি অর্থাৎ ষট্ পদার্থের অতীত, অলৌকিক ক্রিয়ার পর অবস্থা যে স্বধর্ম্ম তাহার উপদেশ যাহাতে প্রাপ্ত হয় তাহাই বলিতেছি। ৫ অ ৫।৬।

অনিয়মেপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোহ-
ন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥২৫॥

ষট্ পদার্থেতে কেবল সাংসারিক নিয়ম এ নিয়ম অলৌকি-কেতে (অর্থাৎ অনিয়মে) নাই অনিয়মের কথা যাহা আমি বলিতেছি তাহা অনিয়ম হইয়াও অযৌক্তিক নহে, যেমন সাংসা-রিক পদার্থেতে মন আটকাইয়া থাকিয়া সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে সেই প্রকার অলৌকিকেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন আটকাইয়া থাকিয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া সমুদয় অলৌকিক কর্ম্ম করেন। যেমন বালক ও পাগল কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিয়া হাঁসা, কাঁদা, দেখা, উন্মত্তবৎ কথা বলা ইত্যাদি সাংসারিক পদার্থে জ্ঞান রহিত হইয়া অর্থাৎ ইহারা যেমন সাপকে সাপ বলিয়া জ্ঞান করে না একটী কাল কাঠী ও সাপ দুইই উহাদের সমান অর্থাৎ ঐ দুইকে [illegible]তে যেমন ভয় করে না সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় [illegible] মনের কিছুই জ্ঞান থাকে না, কারণ সমুদয় ব্রহ্ম অতএব স[illegible]ই যোগ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা বাল উন্মত্তের ন্যায় বলিলেও বলা যায় কিন্তু সে কিছু আশ্চর্য্য ও বিচিত্রাবস্থা। গীতা ২ অ ৪। ৪ অ ২২। ৫ অ ১৮। ১৯। ৬ অ ২৯।৩০,৩১।৩২ শ্লোক।

নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য ॥২৬॥

বিষয়=ইচ্ছা।

উপরাগ=ইচ্ছাগ্রস্ত, গ্রস্ত অর্থে গিলিয়া ফেলা, ইচ্ছার সূক্ষ্মাবস্থা বিষয় এবং উপরাগের আরম্ভ লক্ষ্য হয় না আর এই ইচ্ছাই কারণ এই কারণ না থাকে যে অবস্থাতে সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ৫ অ ২৩। ৮ অ ১৬ শ্লোক।

নহি বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরজ্ঞ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি॥২৭॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বাহ্য এবং অভ্যন্তরের দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকে না যেমত রঞ্জ্য এবং উপরঞ্জক অর্থাৎ প্রদীপ এবং প্রদীপের আলো দ্বারায় আট্‌কাইয়া থাকিয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাহি যেমন রং এবং রঙ্গের আভা, স্বপ্রকাশ। ৬ অ ৮।১০।১১।১২।১৪।১৫।১৮।২০।২৫।২৮।

দেশ ব্যবধানাৎ স্রুঘ্নপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥২৮॥

অলৌকিক (ক্রিয়ার পর অবস্থা) এবং লৌকিক অবস্থাতে অনেক দেশের ব্যবধান লৌকিক (পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার) যেমত পাটনা এবং সাতনা ইহার মধ্যে নানা দেশ ব্যবধান। গীতা ৩ অ ৪। ২ অ। ৫৯।৫১।৪৫।৪৪ শ্লোক ৯ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫ অ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০ শ্লোক।

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥২৯॥

দ্বয়ো= ক্রিয়ার পর অবস্থা ও পঞ্চতত্ত্বে মন থাকা এই দুই, এই দুয়ের একদেশ প্রাপ্ত হইলে উপরাগ হেতু অবস্থিতি হয় না

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মন যদি কোন একদেশ লক্ষ্য করে, তাহা হইলে উপরাগ হেতু মনের বিশেষরূপে অবস্থিতি হয় না, আর পঞ্চতত্ত্বের কোন এক তত্ত্বের একদেশ লাভেতে মন থাকিলে বিশেষরূপ অবস্থিতি হয় না কারণ মন চঞ্চল এক বস্তুতে অনন্ত স্থিতি হয় না। ৮ অ ২১। ১৬ অ ৫

অদৃষ্টবশাচ্চেন্ন দ্বয়োরেককালা-
যোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ ॥৩০॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা লক্ষ্য হয় না আর পঞ্চতত্ত্বেতে যে উপরাগ তাহাও লক্ষ্য হয় না, যদি বল,লক্ষ্য যাহা না হয় তাহাই তাহা তাহাও নহে, কেন কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এককালে অযোগ অর্থাৎ সেখানে (উপকার্য্য ও উপকারক ভাব) এবং আমি ও আমার নাই। ১৩ অ ৩১।২০।

পুত্র কর্ম্মাদিবচ্চেন্নাস্তিহি তত্র
একাত্মাযোগর্ব্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে ॥৩১॥

ঋতুকালে গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার ভবিষ্যতের উপকার হইবে বলিয়া, যদি বল ক্রিয়ার পর অবস্থাও তদ্রূপ, তাহা নহে কারণ ঋতুকালের গর্ব্ভাধানাদি ক্রিয়াতে আত্মার স্থিরত্ব নাই অর্থাৎ আত্মার সন্তান হইবে কিনা সন্দেহ, ক্রিয়ার পর অবস্থা এরূপ নহে, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাপনি আট্কাইয়া থাকে। ৯ অ ২। ১২ অ ৩৪। ১৪ অ ২৭। ১৩ অ ৫ শ্লোক।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্ ॥৩২॥

স্থিরকার্য্য=ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে ক্ষণিকত্ব হেতু অসিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নেশা তাহাতে অহরহ থাকিলে সিদ্ধি আর ক্ষণিক অসিদ্ধি। গীতা ৮ অ ২১ শ্লোক।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৩ ॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা একবার হইতেছে আবার অন্য-দিকে মন যাইতেছে এপ্রকার অবস্থার নাম প্রত্যভিজ্ঞা এরূপ বাধা যখন আছে তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা সিদ্ধি হয় নাই। ৬ অ ৩১। ৯ অ ২২ শ্লোক। ১৫—৬ শ্লোক ৯ অ ১৪ শ্লোক।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতি=গল্প। ন্যায়=তর্ক।

গল্প ও তর্ক ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশেষরূপে রোধ করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় ভোর হইয়া থাকে তখন গল্প ও তর্কে ইচ্ছা থাকে না। গীতা ৯ অ ৯ শ্লোক ৩৪। ১০ অ ৫ শ্লোক। ৮ অ ১৪। ৮ অ ২৮।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্টান্ত=অর্থাৎ এক বস্তুর মত আর এক বস্তু। ক্রিয়ার পর অবস্থার দৃষ্টান্ত নাই দৃষ্টান্ত থাকিলেই অসিদ্ধি, যখন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা আছে তখন দুই, সিদ্ধিতে দুয়েরি অভাব অর্থাৎ আমি

কিছু নহি ও আমার কিছুই নহে জলে জল মিশাইল ভেদ রহিল না অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন সিদ্ধি। ৭ অ ২৫। ৮ অ ১৩। ১২অ ৭ শ্লোক। ১৪ অ ১৪।২৬।

যুগপজ্জায়মানযোর্ন কার্য্যকারণভাবঃ ॥৩৬॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়, যাহাকে যুগপৎ জায়মান বলে তখন কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়া, কারণ অর্থাৎ কোন নিমিত্তের ভাব এ দুইই থাকে না। ১৪ অ ১৯।

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ ॥৩৭॥

পূর্ব্ব=ক্রিয়া, অপায়=নাশ। এখানে ক্রিয়ার শেষ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার শেষ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে উত্তরে যোগ থাকে না অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া থাকে না। ১৪ অ ২০ শ্লোক।

পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ কারণত্বাদিতি ॥৩৮॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইবার কারণ ক্রিয়া করা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ১৮ অ ৬৬। ৬২।

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ ॥৩৯॥

ভাব=তিন গুণের অতীত। নিয়ম=ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ক্রিয়া করিতে করিতে যখন একেবারে আট্কাইয়া যায় তখন আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির আবশ্যক নাই। ১৪৪ বার প্রাণায়ামে ধারণা, ১৭২৮ বার প্রাণায়ামে ধ্যান, ২০৭৩৬ বার প্রাণায়ামেতে সমাধি। ১৮ অ ৪০।

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ ॥৪০॥

বাহ্য বস্তুতে বিশ্বাসে বিজ্ঞান মাত্রেই (ক্রিয়ার পর অবস্থা) মাত্রেই হয় না, ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবামাত্রই বাহ্য বস্তুর বিশ্বাস থাকে না। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যম্ ॥৪১॥

তদভাবে=ক্রিয়ার পর অবস্থা ভাবে পঞ্চভূতে আইসায় এবং পঞ্চভূতে স্থির না থাকায় ভূতের অভাবে। এই দুয়ে না থাকায় কিছুতেই থাকা হইল না, এই দুয়ে না থাকিলেই শূন্য, এই শূন্য সর্ব্বত্রে তাহার প্রমাণ ছন্দোগ্যোপনিষদে আছে— অসদেব সৌম্যেদমাসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্ তস্মাদসত সজ্জায়েতেতি। প্রথমে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না ব্রহ্ম হইতে সং অর্থাৎ এই শরীর ওঁকার রূপ আর কূটস্থ স্বরূপ। ৫অ ২০ শ্লোক। ৪ অ ২১। ২ অ ২০। ৮ অ ৯। ৮ অ ২১।

তৈত্তিরিয়োপনিষদে লেখা আছে –

অসদ্বা ইদমগ্রাসীত্ততো বৈসদ জায়তেতি।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য॥৪২॥

শূন্য তত্ত্বেতে চিন্তা করিলে বিনাশ শূন্যের বস্তুত্ব ধর্ম্ম হেতু। ৮ অ ১২। ৯ অ ৪৫।

অপবাদ মাত্রমবুদ্ধানাম্ ॥৪৩॥

মূর্খদিগের এইটী অপবাদমাত্র এখানে এই শূন্যকে লক্ষ্য

করিয়া বলেন নাই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ইহা ছন্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—

তস্মাদসতঃ সঞ্জায়তে ত্যক্তোহনন্তরম্। ৯ অ ১১। ১০ অ ৪২।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥৪৪॥

উভয় পক্ষই সমান কল্যাণকরউভয়েতে অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ, সৎ এই শরীর এই শরীর হইতে যে বাহিরের শূন্য দেখা যায় ইহা আর ক্রিয়ার পর অবস্থা এই উভয়ের সমান কারণ এ উভয়েতেই পরব্রহ্ম আছেন। ১৩ অ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥৪৫॥

এই উভয়েতেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ এ দুয়েতেই উত্তম পুরুষ নাই (ক্রিয়া না করিলে উত্তম পুরুষ দেখা যায় না, আর যখন ব্রহ্মেতে তখন এক হইয়া গিয়াছে তখন দেখে কে ও কাহাকে। ৬ অ ২১ শ্লোক, ১৪ অ ১৭ শ্লোক, ১৬ অ ২৩ শ্লোক।

ন গতিবিশেষাৎ ॥৪৬॥

কোন কামনা প্রযুক্ত গতি অগতির গতি না থাকায় অপুরুষার্থ। গতি পঞ্চ প্রকার—

১। যজ্ঞেন দেবত্বগতিঃ=ক্রিয়ার দ্বারা কূটস্থেতে যাওয়া।

২। তপসা বিরাট লোক গতিঃ=কূটস্থেতে সর্ব্বদা থাকিয়া বিরাটমূর্ত্তি দর্শন।

৩। কাম্য কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ সত্ত্বলোক গতি=ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে গতি।

৪। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতেঃ পর বিষ্ণুলোক গতি=ইচ্ছারহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্বাতীত স্থিতিতে গতি।

৫। জ্ঞানাৎ কৈবল্য গতির্মোক্ষনির্ব্বাণমিতি প্রয়োজনত্ব=জ্ঞানেতে অর্থাৎ নিজ বোধরূপ আমি কিছুই নহি আমার কিছুই নহে মোক্ষপদ নির্ব্বাণ এই প্রয়োজনত্ব গতি। ১৬ অ ৪।৫।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥৪৭॥

যে ক্রিয়া করে না তাহার আপন রূপের নিবৃত্তি যে ক্রিয়ার অবস্থা তাহা সম্ভবে না। স্বরূপান্নিবৃত্তির্গতিঃ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ নিবৃত্তি জ্ঞান লাভ। শূন্য ব্রহ্ম। ১৫ অ ১০।১১।৫।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদি সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥৪৮॥

ঘটাদি মূর্ত্তির সমান ধর্ম্মত্ব সাধু সিদ্ধান্ত নহে কারণ ঘটাদি এ সকল পঞ্চতত্ত্বের, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনের মধ্যে যে সকল মূর্ত্তি সে পরব্যোমের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ। ১৪ অ ৩।৪।১৩ অ৩১।৩২।৩৩।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥৪৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যেখানে অভয় পদ, অজর ও অমর পদ ইনিই ব্রহ্ম ইনিই উত্তম পুরুষ। তদভয়মজরমমরং তদব্রহ্মেতি হো বাচ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি মোক্ষগতি শ্রুতিঃ। উপাধি যোগাৎ অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি, যদৃচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি ইহা সকল সেই পরব্যোম ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ শিবের যে শিব কূটস্থেতে গমন করিয়া আত্মার দ্বারায় পরব্যোমেতে

থাকেন, এই থাকার নাম মুক্তি কিন্তু সে ব্যোম ঘটাদির ন্যায় স্থূল মূর্ত্তির আকাশবৎ নহে। ১৩ অ, ১৩ হইতে ১৮ শ্লোক।

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥৫০॥

উত্তম পুরুষের মূর্ত্তি এই সকল মূর্ত্তির ন্যায় নহে, তন্নিমিত্ত নির্গুণ গুণবিশিষ্ট স্থূল মূর্ত্তির ন্যায় হইলে শ্রুতির বিরোধ হইত সেই রূপতত্বতে নির্ব্বাণ অর্থাৎ স্থির হইলেই নির্গুণ হয়, তাহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে তাহা এই উত্তমঃ পুরুষো নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নির্লিঙ্গশ্চোক্তঃ। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবয়ং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন মিবাননমিতি। নিরঞ্জনম্ নির্লিঙ্গমিতি। অষ্টম অ ২২। ৮ হইতে ১১ শ্লোক।

তদ্‌যোগোঽপি বিবেকান্ন সমানত্বম্ ॥৫১॥

উত্তম পুরুষে যোগ হইলেও বিবেক (অর্থাৎ দ্বন্দ্বরহিত এক হওয়া) হেতু সমানত্ব থাকে না অর্থাৎ যেখানে দুই বস্তু নাই সেখানে কে কাহার সমান হইবে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ শিব স্থির হইয়া উত্তম পুরুষ হয়েন ইহার প্রমাণ স্মৃতি ও গীতাতে লেখা আছে। গীতা ১৫ অ ১৬ শ্লোক ও ১৮। তন্নিমিত্ত উত্তম পুরুষ পরব্রহ্মরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্লিঙ্গ এই নিমিত্ত আত্মা ও পরমাত্মার সমানত্ব ও অসমানত্ব নাই দুই হইলেতো সমান ও অসমান।

বিপর্য্যয়াদ্বন্ধ ॥৫২॥

বিবেকের বিপর্য্যয় অর্থাৎ এক না হওয়া, এক না হইলেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও উত্তম পুরুষ দুইই বন্ধ। ৭ অ ১৫।

নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥৫৩॥

নিঃশ্বেসরূপে সংযম রূপ যে কারণ যাহা সূর্য্যবৎ হইতেছে অর্থাৎ সদা আত্মাতে থাকা ইহার দ্বারায় অবিবেক স্বরূপ অন্ধকারকে নাশ করে। ৫ অ ১৬।

প্রধানাদ্বিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানেঽহানম্ ॥৫৪॥

বিবেক প্রধান হইলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইলে অন্যদিকে যোগের হানিতে কোন হানি হয় না। গীতা ৯ অ ১৩ শ্লোক।

বাঙ্মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥৫৫॥

তত্ত্বের দ্বারায় চিত্ত স্থির না হইলে সকলি কথার কথা বাক্য-মাত্র। ৪ অ ৯। ১৬ অ ৭।

যুক্তিতোঽপি ন বোধ্যতে দিঙ্-
মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥৫৬॥

অপরোক্ষ=ন পরোক্ষ, পরঃ শব্দে শ্রেষ্ঠ পরোক্ষ নাই অপ-রোক্ষ। পরোক্ষ=দিব্যচক্ষু কূটস্থ।

দিব্যচক্ষু না থাকায় ক্রিয়ার পর অবস্থা যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলে দিঙ্মূঢ়ের ন্যায় বুঝিতে পারে না। দিঙ্মূঢ় ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখাইয়া দিলে যেমন তাহার দিক্ ভ্রম

দূর হয় সেই প্রকার দিব্যচক্ষু দ্বারায় না দেখিলে যুক্তি দ্বারায় বুঝাইলে কখনই বুঝিতে পারে না। ১২অ ২। ৪। ১৫ অ ১০।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো-
ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ ॥৫৭॥

চক্ষে না দেখিলে অনুমান দ্বারায়ও বোধ করা যায়, যেমন ধূম দেখিলেই জানা যায় যে সেখানে নিশ্চয় অগ্নি আছে। ১৫ অ ২ হইতে ৫।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥৫৮॥

স্থূল দেহ পঞ্চতত্ত্বের স্থূলের স্থূল বিষয়ে অনুমান হয় সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুমান সম্ভবে না পঞ্চতন্মাত্র এই—

বাহিরের—	ক্ষিতি	অপ	তেজ	মরুত	ব্যোম
গুণ	গন্ধ	রস	রূপ	স্পর্শ	শব্দ
ভিতরের—	মূলাধার	স্বাধিষ্ঠান	মণিপুর	অনাহত	বিশুদ্ধাক্ষ

গীতা ১৩অ ১৩ হইতে ১৮।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাৎস্তৈশ্চাহঙ্কারস্য ॥৫৯॥

অহঙ্কার থাকায় বাহ্যশ্রোত্রাদি দ্বারায় মনেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত অনুমান হয়। ১৮ অ ৪৬।

তেনান্তঃকরণস্য ॥৬০॥

অন্তঃকরণে যে মহত্তত্ত্ব আছে সেইখানে অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। ১৮ অ ১৬। ১৩ অ ৬।

ততঃ প্রকৃতেঃ ॥৬১॥

তাহার পর প্রকৃতেতে অব্যক্ত অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। গীতা ৯ অ ১০।৬।৪।

সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥৬২॥

ত্রিগুণের পর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মার দ্বারায় সেই পুরুষের অনুমান হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুমান করা যায় কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম কারণ যে ব্রহ্ম তাহা অনুমান করা যায় না। ৮ অ ২২। ২১।

মূলং মূলাভাবাদমূলং মূলানাম্ ॥৬৩॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার যখন মূলাভাব তখন সকল ভাবেরি মূলাভাব যখন একটী কোন বিষয়েতেও আট্‌কাইয়া নহ তখন কিছুতেই আট্‌কাইয়া নহ কিন্তু অনুমান দ্বারায় বোধ হয় যে কোন বিষয়ে আট্‌কাইয়া থাকে কিন্তু সে কোন বিষয় নহে ও সকল বিষয়ের বিষয় অর্থাৎ মহৎ ব্রহ্মযোনি ইহাই মূল হই- তেছে, ঐ ব্রহ্মেতে যখন থাকিতে না পারিলে এবং অন্য দিকে মন করিলে সে অমূল, ব্রহ্ম ব্যতীত সকলি অমূল। ১৪অ ৪।

পারম্পর্য্যেহপ্যেকত্র পরি-
নিষ্ঠেতি সংজ্ঞাভেদমাত্রম্ ॥৬৪॥

ক্রিয়াতে যে সকল ক্রমে ক্রমে দেখা যায় অর্থাৎ নক্ষত্র,কূটস্থ রূপাদি, জ্যোতি ইত্যাদি ইহা পরম্পর দেখিতে দেখিতে শেষে ক্রিয়ার পর অবস্থা এই অবস্থা হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থা ক্রমে পুনর্ব্বার এই ত্রিগুণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই

অবস্থা সকলি এক কেবল সংজ্ঞাভেদ মাত্র। যিনি সকল মূলের মূল, মূলাভাবে সকলি অমূল, সকল সুখের পূর্ব্ব একই তিনিই সং কূটস্থ অন্ন, অপ তেজরূপে, কূটস্থের মধ্যে অণুস্বরূপ যে সূক্ষ্ম নক্ষত্র তিনিই অন্ন, এই অণুর একাংশে তিন লোক, কূটস্থের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার মেঘবর্ণ গগন সদৃশ তিনিই অপ, কূটস্থের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতি তিনিই তেজ, ও অব্যক্ত ব্রহ্ম এই তিনের মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম আছেন যাহাতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যোগীরা থাকেন ইহা ত্রিগুণাতীত হইলে হয় সেই ত্রিগুণাতীতের যে শক্তি যাহাকে পরাপ্রকৃতি কহে তিনিই পরব্রহ্ম সেই শক্তির উপাসনা করা উচিত তাহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে তাহা এই, "তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণে নির্গূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্ম যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ এই কূটস্থই গায়ত্রী আর কূটস্থের পর যিনি তিনি পুরুষ স্বয়ম্ভূ। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরাজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ যেখানে চন্দ্র সূর্য্য তারা ও বিদ্যুতের দীপ্তি নাই যাঁহার তেজেতে সকলের তেজ আবৃত যেখানে চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধে অধতে ব্রহ্মই ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বজ্ঞ যাঁহার মহিমা অপার, এই পরব্রহ্মেতে একমাত্র আত্মাই যখন স্থির তখন বিজ্ঞান পদ যাঁহাকে ধীর সকলেরা আনন্দরূপ অমৃত বোধ করেন, সেই পুরুষের শক্তি দ্বারায় গায়ত্রীস্থ হইয়া নাদের উৎপত্তি, নাদ হইতে বিন্দু, আর বিন্দু হইতে ওঁকার এই শরীর ইহা হইতে স্বরবর্ণ ও হলবর্ণ, এই গায়ত্রী হইতে

সরস্বতী (নেশা) হইলেন, তাহার পর পরব্যোমের ৮৪ ভাগের ১০ ভাগের অধঃস্থ ৭৪ ভাগ পরমব্যোম তাহা আবৃত সেখানে ব্রহ্ম পুরুষ সদাশিব সেখান হইতে ঋচঃ পূর্ব্বদিক, যজু দক্ষিণ দিক ইহা হইতে সামান্য বাক্যরূপ আর পশ্চিম পৃষ্ঠে সাম এই তিন মিলিয়া অথর্ব্ব বেদ উত্তর দিকে এই কলাবিদ্যা মায়া ওঁকার ক্রিয়া কিন্তু সেই পরব্যোমের আশ্রয়েতে চারিভাগ হইয়া চারি বেদ হইয়াছে, পঞ্চ ব্রহ্ম ব্রহ্ম পুরুষাবৃত দশ ভাগে, পরমব্যোমের পরমপুরুষ চুয়াত্তর ভাগের অধতে আছেন তাঁহার চব্বিশ ভাগের অধতে যে পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ সদাশিব তিনি ঋক্,যজু ও সামেতে প্রবেশ করেন। আর এই তিন মিলিয়া এক হইলেন এই এক হওয়াকে মহাবিষ্ণু বলে তদুপরে পরব্যোমের যে ভাগ পরমাত্মার তাহার নাম রুদ্র বিষ্ণুর নাম কাল হরতীতি হরি, কলয়তীতি কাল এইরূপ পরমাত্মার অধোতে পঞ্চাশ ভাগ কালেতে আবৃত, কাল তাঁহার (পরমাত্মার) অধোভাগে জন্মিয়াছেন বলিয়া কালের নাম অধোক্ষজ, সেই কূটস্থ আত্মানন্দ, সচ্চিদানন্দ, ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা পুরুষ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ ইত্যাদি। পরমাত্মারি রূপ মধ্যমাংশে অর্থাৎ হৃদয়ে রজোগুণ এইরূপ পরম্পরা সংজ্ঞা ভেদমাত্র কিন্তু মূল প্রকৃতি সে অব্যক্ত যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে (ক্রিয়ার পর অবস্থা) গীতা ১৩ অ ৩৩।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ।।৬৫।।

ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা শক্তি ও মূলপ্রকৃতি এ দুই সমান প্রকৃতরূপে অর্থাৎ জিতাত্মা হইলে কেবল নামভেদ মাত্র। গীতা ৬ অ ৭।৮।৯।২৯. ১৮অ ৬১।৬২।৫৫.৫৩।৪৯।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৬৬ ॥

তিন প্রকার অধিকারী এবং ইহার কোন নিয়ম নাই। স্থূল, মধ্য ও সূক্ষ্ম, এই তিন প্রকার প্রকৃতি হইতে তিন প্রকার বুদ্ধি হয় এবং ইহার কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ অল্প ক্রিয়া করিয়াও অধিক রূপাদি দেখিতে পায় ইত্যাদি। স্থূলবুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে হত হইলেই মূলশক্তি হয় এই মূলশক্তিতে যাইবার নিমিত্ত উপদেশ। আর মধ্যবুদ্ধি গায়ত্রী ওঁকার ক্রিয়া হইতেও মূলশক্তিতে যায়। আর সূক্ষ্মবুদ্ধি অব্যক্ত প্রকৃতি তাহা কেবল ফলের অনুমান দ্বারায় বোধ হয়। ১২অ ২। ১১ অ ৫৪। ৯ অ ২৪।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥ ৬৭ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি সকলের ও সকল কষ্টের আদি তিনি মন অর্থাৎ ব্রহ্ম। ইহা শুশ্রুতে লেখা আছে, সকল ভূতের কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহা হইতে এই ভূত সকল নির্গত কিন্তু তিনি কোন স্থান হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ নির্গত হয়েন নাই, সত্ত্ব রজো ও তমোগুণের দ্বারায় তাঁহার অনুভব হইতেছে অষ্টরূপ প্রকৃতিতে (পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার) তিনি এই অখিল জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহারি নাম অব্যক্ত তিনি এক হইয়াও জীবরূপে সকল জীবের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ নামে নাম ভেদে আছেন যেমন সমুদ্র ও ঢেউ, সেই অব্যক্ত মহত্তত্ত্বই মন যাহা লিঙ্গপুরাণের ৭১ অধ্যায়ে লেখা আছে। সেই মনই বুদ্ধি অর্থাৎ পরাবুদ্ধি ঈশ্বর, সূক্ষ্মহেতু তাঁহাকে

কেহ বলিতে পারে না তাঁহাতে স্থির থাকার নাম প্রজ্ঞা, যেখানে থাকিলে সমস্তই জানা যায় তন্নিমিত্ত এই ব্রহ্মকে সম্বিত বলে এই সম্বিদ্‌ তন্ত্রের উদ্দেশ্য ইহা হইলেই ভগবানের সন্নিধিস্থিত ও দ্বন্দ্ব রহিত হয়। ১০অ ২২। ৪ অ ২৪।

চরমোঽহঙ্কারঃ ॥৬৮॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি ভিন্ন কিছুই নহি অর্থাৎ সোঽহং ব্রহ্ম এ প্রকার অনুভব হয়, অব্যক্ত আত্মাই আমি এইটী মনে হয় ও আমিই সেই অব্যক্ত আত্মা আর এই অব্যক্তেরি সমস্ত কার্য্য। ৯অ ২৪।

তৎকার্য্যত্বমন্যেষাম্‌ ॥৬৯॥

সেই সোঽহং ব্রহ্মের কার্য্যেতে ভাব অন্যের, যেমত শব্দ মন দশেন্দ্রিয় যাহা মণ্ডুকোপনিষদে লেখা আছে।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।

অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরঃ পরতঃ পরঃ।

এতস্মাজ্জায়েতে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানিচ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরূপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীতি।

ক্রিয়ার পর অবস্থা যে পরব্রহ্ম তিনি পুরুষ স্বরূপ বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে আছেন কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই কারণ প্রাণবায়ু সেখানে স্থির হইয়াছে, প্রাণেরি জন্ম, জন্ম হইলেই মন, তিনি অপ্রাণ অমন শুভ্র অর্থাৎ নির্ম্মল তাহার নাশ নাই সকলের পর তাঁহা হইতেই এই প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সকল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী এই বিশ্বসংসারকে প্রথমতঃ যে প্রাণ জন্মা-

ইয়াছেন তিনি এই বিশ্বসংসারকে ধারণ করিয়া আছেন সেই প্রাণের ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় সমুদয় ব্রহ্মময়। ৪ অ ২৭।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ ॥৭০॥

আদ্যহেতুতা হইতে অর্থাৎ যখন সোঽহং ব্রহ্ম হইল তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না, তাহা হইলেই এই আদি হইল, এই আদি হইতে পরম্পরা অণু দ্বারা এই সমস্ত যাহা কিছু বোধ হইতেছে অর্থাৎ একটী ব্রহ্ম অণু হইতে শূন্যের অণু আর একটী শূন্যের অণুতে মিলিয়া দ্ব্যণু এবং ত্রিশরেণু ইত্যাদি হইতে হইতে এই স্থূল জগৎ। ৮অ ৯।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য
হানে অন্যতরযোগঃ ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আর উত্তর ভাব ইএ বিশ্বমায়া এই দুয়ের মধ্যে একের হানি হইলে অন্যেতে যোগ হইবে, ক্রিয়ার পর অবস্থার হানি হইলে এই সকল হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ব্রহ্ম তিন গুণে থাকিয়া ক্রমশঃ স্থূল, গুরু, কঠিন, স্থির, দ্রব, স্নিগ্ধ, মন্দ, মৃদু, পিচ্ছল, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শীত, খর, বিষাদ, অমৃদু, লঘু, সূক্ষ্ম, অশুক্র, অসূক্ষ্ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ সকল বিকারেতে জন্মিতেছে, শব্দ অব্যক্ত হইতে নির্গত হইতেছে, আকাশ হইতে প্রাণ আর এই প্রাণ হইতেই ভূত সকল। লিঙ্গপুরাণে ইহা কথিত আছে এই ভূত সমস্ত তামস সকল ভূতকে বিসর্গ করিলে শব্দমাত্র সৃজন হয় (ওঁকার ধ্বনি) অর্থাৎ যখন বায়ু স্থির হয় তখন ওঁকার ধ্বনি শুনা যায় আকাশে

(শূন্যে) শব্দ হইতে স্পর্শ অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্থির হইয়া বায়ু সেই আকাশে স্পর্শ করিয়া মিলিয়া যায়, বায়ু বলবান্ হইলে বায়ুর স্পর্শ গুণ হয় অর্থাৎ বলের সহিত ক্রিয়া করিলে শীঘ্র শীঘ্র নেশা হয় আর এই বায়ুর দ্বারায় সমস্ত রূপ হয় অর্থাৎ ক্রিয়াতে যে সমুদায় দর্শন হয়, এবং জীব সকল উহা হইতে জন্মাইতেছে, বায়ু দ্বারায় জ্যোতি হয় তাহার রূপই গুণ, ঐ বায়ু স্পর্শ করিবামাত্র রূপ অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে যখন স্থির হইয়া যায় তখন রূপ সকল দর্শন হয়, জ্যোতি দেখিলেই জল অর্থাৎ মহৎ জ্যোতি দর্শনে রস (অমৃত) তখন সমস্তই রসাত্মক হয় তখন জ্যোতি দেখিয়া জল হইতে গন্ধমাত্র অর্থাৎ পৃথিবী, তখন অনেক দূরের গন্ধ অনুভব হয়, এই পঞ্চ-তন্মাত্র বিকার প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার দ্বারায় সাত্ত্বিকেরা সত্ত্ব গুণের উদ্ভব করিয়া বিকারকেও ব্রহ্মেতে রাখিয়া যুগপৎপ্রবর্ত্ত হয়েন. তাহার পর ৫ বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মন একাদশ ইন্দ্রিয় ইনি গুণের দ্বারায় লোভী হইয়াছেন, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই সকল শব্দাদিতে যুক্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারায় কথা বার্ত্তা কহে, পদ, গুহ্য, উপস্থ, হস্ত, বাক্, এ সকলের গতি বাক্য এবং কর্ম্ম শূন্য, শূন্যেতে বায়ু মিলিয়া থাকে এই নিমিত্ত যোগীরা সর্ব্বদা বায়ুতে মিলিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া করা আবশ্যক, পরম তেজকে দেখিয়া স্নেহের দ্বারায় ঐ পরব্রহ্ম মূর্ত্তি দর্শন করেন আর মনের দ্বারায় চন্দ্র কালের দ্বারায় দিক সকল, স্থিতি দ্বারার বল (শক্তি) আর ক্রিয়ার দ্বারায় সূর্য্য এই সমস্ত দেবতা দেখিয়া দেখিতে পান যে দশ গুণ জলের

অণুতে একটী মৃত্তিকার অণু মিলিয়া এইরূপ তেজ, বায়ু ও আকাশ আর ব্রহ্মের দশগুণ ঐ শূন্যেতে আবৃত থাকে—

পৃথিবীর দশটী অণু একটী জলের অণুতে	.	১০
জলের দশটী অণু একটী তেজের অণুতে	...	১০০
তেজের দশটী অণু একটী বায়ুর অণুতে	...	১০০০
বায়ুর দশটী অণু একটী আকাশেতে	...	১০০০০
আকাশের দশটী অণু একটী ব্রহ্মের অণুতে	...	১০০০০০

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এক লক্ষ ব্রহ্মের অণু একটী মৃত্তিকার অণুতে সেই ব্রহ্মের অণুতে প্রবেশ করিতে পারিলে মৃত্তিকার গুণ বুঝিতে পারা যায়,এইরূপ তুমি যখন মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মেতে থাকিবে তখন সকলের মধ্যে থাকিবে ও সমস্ত জানিতে পারিবে তন্নিমিত্ত গুহ্যদ্বারে মৃত্তিকা এই মৃত্তিকাতে দশগুণ জল আছে। লিঙ্গমূলে ভগবান কৃষ্ণ, নাভিতে রুদ্র, যিনি উগ্র বায়ুর সহিত স্থিত আছেন, হৃদয়ে ভয়ানক আকাশ, এই হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মহেশ্বর আছেন ইনিই ক্ষেত্রজ্ঞ; কণ্ঠে আকাশ, শব্দমাত্র স্পর্শ হওয়াতে উচ্চারণ হইতেছে তখন বায়ু স্পর্শ শব্দাত্মক সদাশিব, তাহার পর শব্দ ও স্পর্শের গুণেতে রূপ সকল দেখা যাইতেছে অর্থাৎ তিন গুণেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আর চতুর্গুণেতে জল অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসেতে, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচেতে পৃথিবী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ স্থূল ভূতের গুণ—

মূলাধারে } গুহ্যদ্বারে	পৃথিবী } বিষ্ঠা	গন্ধ ... নাকে বায়ু দ্বারা অনুভব হয়
স্বাধিষ্ঠানে } লিঙ্গমূলে	জল } মূত্র	রস ... জিহ্বায় ঐ
মণিপুরে } নাভিতে	তেজ } গরম	রূপ ... চক্ষুতে ঐ
অনাহতে } হৃদয়ে	মরুত } বায়ু	স্পর্শ ... ত্বচায় ঐ
বিশুদ্ধাখ্যে } কণ্ঠে	আকাশ } শূন্য	শব্দ ... কর্ণে ঐ

মূলাধারে আধার বায়ু (ব্রহ্মস্বরূপ) আছেন তন্নিমিত্ত লোক এবং অলোক সকলি জানা যায়, তোমার শরীর রূপ সামিয়ানার খাম্বা মূলাধারে যতক্ষণ পোঁতা আছে ততক্ষণ তোমার নিমিত্ত সকলি এই নিমিত্ত সর্ব্বদা খাম্বা ধরিয়া থাক অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া কর। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন তিন গুণের সহিত ও তিন গুণের রহিত হয়েন সেই অব্যক্ত প্রকৃতি সরস্বতী আদ্যা গায়ত্রী যিনি সকলের মহতী হেতু ব্রহ্ম পারম্পর্য্য হেতু নিমিত্ত যিনি অণু, দ্ব্যণু, ত্রিশরেণু দ্বারায় সৃষ্টি ও নাশ করিতেছেন কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। ১৫ অ ৬। ৮ অ ৭। ১৬। ৭ অ ১৫।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্ ॥৭২॥

যখন ছেদ দেখা যায় তখন কি প্রকারে সকলের উপাদান হইতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আছি তখন এক প্রকার অবস্থা আর ঐ অবস্থা ছাড়িয়া গেলে আর এক অবস্থা এই ছেদ, ছেদ হইলে শূন্য, শূন্য কোন বস্তু নহে অবস্তু হইতে কি প্রকারে বস্তু সমস্ত হইবে। ১৮অ ৪৯। ৫৬।

নাবস্তুতোবস্তুসিদ্ধিঃ ॥ ৭৩ ॥

যে কি অবস্তু তাহা দ্বারা কি প্রকারে বস্তু সিদ্ধি হইতে পারে, অসৎ হইতে সৎ কি প্রকারে হয়, অসৎ কোন বস্তু নয় বলাতেই কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে তাহাই অদ্বিতীয় ও অব্যক্ত। ১০অ ৩৯। ১১অ ৮।

অবাধাদদুষ্টকরণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্ ॥ ৭৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইতে কোন বাধা না থাকা হেতু ও অদুষ্টকরণ জন্য সে অবস্তু নহে। ১০ অ ১২।

ভাবে তদ্যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে
তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনগুণ রহিত হইয়া অচলরূপে স্থির থাকিলে তৎ কিনা ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম সিদ্ধি হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন হইল ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না, সেখানে ভাব না থাকিলে ব্রহ্মের অভাবে অন্য বস্তুতে থাকিলে তাহা হইলে সেই ব্রহ্মেতে কি প্রকারে হইতে পারে অর্থাৎ হয় না। ১০ অ ৮ হইতে ১১। ৪অ ৪১।

ন কর্ম্মোপাদানাযোগাৎ ॥ ৭৬ ॥

ফলাকাঙ্খার সহিত যে কর্ম্ম আর কর্ম্মের ফলেতে আবদ্ধ যে ব্যক্তি সে অযোগ বশতঃ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে না। কর্ম্ম পঞ্চ প্রকার—ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন ও গমন ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল থাকে না। ১৩অ ১০। ১১। ১২। ৭অ ১৫।

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনা-
বৃত্তিযোগাদপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৭৭ ॥

পরম্পরা শুনিয়াও যদ্যপি কর্ম্ম করে তাহাতেও ফল প্রযুক্ত ভোগ করিতে হয় তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে সিদ্ধি (অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) তাহা হয় না, সাধনা হেতু পুনরাবৃত্তির যোগ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভোগ ইহা অপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষের সাধন হইতে পারে না, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ ইহাই পুরুষার্থ। ১৭ অ ৫ ।৬।১৬ অ ২৩। ১০।২২।

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রুতি=অর্থাৎ বিনা কথায় শুনিয়া যাহা জানা যায়।

প্রাপ্ত=অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা ইচ্ছা রহিত হইয়া থাকা। তাহা হইলেই বিবেকের পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ মোক্ষ হয় এই শ্রুতি। ৮ অ ২১।

দুঃখাদ্দুঃখং জলসেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥ ৭৯ ॥

যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া বিষয় উপসেবন কর অর্থাৎ একটী সিধা দিয়া অক্ষয় স্বর্গ ইচ্ছা কর তাহা হইলে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, ব্রহ্মেতে না থাকিয়া ঐকান্তিক সুখ না হওয়ায় ক্ষণেক ক্ষণেক ক্ষণিক সুখ ভোগান্তে (যাহা কল্পিতমাত্র) দুঃখের অনুভব মরণান্ত পর্য্যন্ত, জল ছেঁচার ন্যায় ছেঁক ছেঁক করিয়া দুঃখেতে আবৃত হইয়া পরম পদ হইতে মূর্খ হইয়া জড়বৎ থাকে। ৯ অ ২০। ২১। ২২। ২৮।

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ।। ৮০ ।।

ফলাকাঙ্খার সহিত ও ফলাকাঙ্খা রহিত কর্ম্মে সাধন বিষয়ে কোন বিশেষ নাই কারণ উভয়েতেই ফল হইতেছে, ফলাকাঙ্খার সহিত কর্ম্মেতে বিষয় সিদ্ধি আর ফলাকাঙ্খা রহিত কর্ম্মেতে বিবেক সিদ্ধি এই উভয় কার্য্যেতেই সিদ্ধি বিষয়ে সমান তবে লৌকিক ও অলৌকিক এই ভেদ। ৯ অ ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্ ।।৮১।।

নিজ মুক্তির, বন্ধ ধ্বংস হওয়ার নাম মুক্তি, বন্ধন তাহার ধ্বংসমাত্রেই সেই পরম পদ (ব্রহ্ম) পাওয়া যায় ও তাহাতে লীন হয় তখন নিজেই নাই ভোগ করে কে? ফলাকাঙ্খা সহিত যে কর্ম্ম তাহা ভোগ করিতে হইলে ভোগ করার কর্ত্তা আমি পৃথক্ রহিলাম তখনি বন্ধ এই নিমিত্ত দুই সমান নহে। ৯ অ২৪।

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ ।। ৮২ ।।

আত্মা পরমাত্মাতে লীন হওয়ায় (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) ইহা হইলেই বন্ধের ধ্বংস হইল তখন সকল বিষয়েরই সিদ্ধি হইল কারণ তখন কোন প্রয়োজন থাকে না এইরূপ নিজ মুক্ত স্বতঃসিদ্ধি আত্মার বন্ধের ধ্বংস বিনা প্রয়োজন আর কিছুই নাই, অতএব বন্ধ ধ্বংসই মুক্তি, বিবেক কি আপ্ত অর্থাৎ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদিগের উপদেশ যাহা অব্যক্ত ব্রহ্মপদ নিজবোধরূপ তাঁহারি অনুমান বা প্রত্যক্ষ, বিবেক অনুমান নহে প্রত্যক্ষ তাহা বলিতেছেন। ১২ অ ২। ১৪ অ ২৬। ২৭।

যৎসম্বন্ধং সদ্যত্তদাকারোল্লেখি
বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্ ॥ ৮৩ ॥

যৎ=ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই প্রাণ বায়ু ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যখন এক হয় তখন সম্যক্ প্রকারে বন্ধ অর্থাৎ আটকাইয়া থাকে আর তদাকারই সৎ ব্রহ্ম এই একাকারই সকল শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ইহারি নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। ইহা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংকারের অতীত পরাবুদ্ধি ব্রহ্ম যাহার শেষ নাই আর এই বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। ১৪ অ ২৩। ১৯।

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ ॥ ৮৪ ॥

ধারণা ধ্যান ও সমাধিতে যিনি অচল হইয়া থাকেন তাঁহার নাম যোগী, সেই সকল যোগীদের অভ্যন্তর প্রত্যক্ষ জন্য দোষ নাই কিন্তু বাহ্য প্রত্যক্ষতে দোষ আছে তাহাকে অসমত্ব কহে অর্থাৎ ভাল ও মন্দ, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমত্ব অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সকল এক হওয়াতে এবং আপনিও এই সকলের মধ্যে থাকাতে দোষ বলে কে ও কাহাকেই বা বলে তন্নিমিত্ত নির্দ্দোষ কানাত কহিয়াছেন—আত্মন্যা আত্মমনসো সংযোগ বিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া সম্যক্ প্রকারে যোগ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে অচল থাকিয়া আত্মাতে বিশেষরূপে আট্কাইয়া থাকার নাম প্রত্যক্ষ পাতঞ্জলে যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ১৩ অ ৩৫। ১৪ অ ৩। ২০।

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বা ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মেতে মন লীন হওয়ার নাম লাভ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা আর এই অবস্থায় অতিশয় সম্বন্ধ রাখায় অর্থাৎ সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে আট্‌কাইয়া থাকা ইহাই প্রত্যক্ষ। ১৪ অ ২৭। ২৬।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৮৬ ॥

ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিরভাবে আছেন অর্থাৎ হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থির, সেই স্থিরত্ব ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি হওয়ায় অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় নিগুর্ণ ব্রহ্ম তদ্রূপ স্বয়ং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অচল স্থিতিত্ব লাভে অন্য কোন বস্তুর সিদ্ধির ইচ্ছা থাকিল না কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নাই বস্তু থাকিলেত তাহার ইচ্ছা আর ইচ্ছা করে কে? কারণ তখন আমি নাই, এই নিমিত্ত অসিদ্ধে ঈশ্বর, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা রহিত তখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ। ১৪ অ৩। ৪। ১৯। ১৮ অ ৬১। ৬২।

মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন সিদ্ধিঃ ॥ ৮৭ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার সমুদয় বিষয়ের অনুভব হইতেছে তন্নিমিত্ত মুক্ত নহে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমুদয় বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে তন্নিমিত্ত বন্ধও নহে, যখন বন্ধ ও মুক্ত দুইই নহে তখন অন্যতর ভাবাপন্ন সে বিচিত্র দশা তজ্জন্য সিদ্ধি নহে কারণ কোন বস্তু প্রাপ্তির নাম সিদ্ধি,

একজনের কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার নাম সিদ্ধি তবেই দুই হই-লেই সিদ্ধি আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাওয়ায় সিদ্ধি নহে। ১৪ অ ২৬। ২৭। ১২ অ ১১।

উভয়থাপ্যসৎকারত্বম্ ॥ ৮৮ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্য সকল জ্ঞান সত্ত্বেও সে মুক্তা-বস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া অন্যতর বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক আবদ্ধ থাকায় বদ্ধ এই মুক্ত ও বদ্ধরূপে থাকাতেও অসৎকারত্ব, কারণ সৎব্রহ্ম এক, তিনি দুই হইয়া অসৎ ও সৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই হওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থা অসৎ কর্ম্ম হইল কারণ সৎ যাহা তাহা এক। ১৮ অ ৫৭। ৫৪। ৫৩। ৪৯। ১৫ অ ৫।

যুক্তাত্মনঃ প্রশংসোপাসা সিদ্ধস্য বা ॥ ৮৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে আত্মা ক্রিয়ার উপাসনা দ্বারায় প্রকৃষ্টরূপে নিশ্চয় সিদ্ধি হইয়াছে সে অসৎকার নহে। ৬ অ ২৮। ২৯। ৩০।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠিতত্বং মণিবৎ ॥ ৯০ ॥

সেই ব্রহ্মের নিকটে গমন করিয়া সুখের সহিত ব্রহ্ম সংস্পর্শ হওয়াতে বুদ্ধির স্থিরত্ব হয় মণির ন্যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম একটী জবাফুল আর মন একখানি স্বচ্ছ শাদা হীরক, জবাফুলের আভা হীরাতে লাগায় হীরাখানি রক্তবর্ণ হইল কিন্তু হীরাখানি

প্রকৃত লাল নহে সেই প্রকার স্বচ্ছ হীরার ন্যায় মন রক্তবর্ণ ব্রহ্মের আভা প্রাপ্ত হইয়া রক্তবৎ হইল, কিন্তু প্রকৃতরূপে মন ব্রহ্ম হইল না ব্রহ্মের আভায় আভাবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবৎ হইল, যদি জবাফুলকে পৃথক্ করা যায় তাহা হইলে হীরক যেমন শাদা তেমনিই রহিল সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যখন মন লীন হয় তখন তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে করিতে তদ্বৎ হইয়া যায় কিন্তু যখন ঐ মন ব্রহ্ম হইতে অন্য দিকে যায় তখন যেমন মন তেমনিই থাকে অর্থাৎ চঞ্চল বিষয়াবৃত। ১৮ অ ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

বিশেষকার্য্যমিতি জীবানাম্ ॥ ৯১ ॥

সকল কার্য্যেরি শেষ আছে কেবল ক্রিয়ারি শেষ নাই (অনন্ত) এই নিমিত্ত জীব সকলের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ১০ অ ১৫। ১৬। ১৮ অ ৪৮।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদযথার্থোপদেশঃ ॥ ৯২ ॥

সিদ্ধরূপ বোদ্ধৃত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি ঈশ্বর তাহাতেই থাকার পর যে স্থিতি হইয়াছিল তাহার বোধ এবং সেই স্থিতিতে থাকা এই যথার্থ উপদেশ অর্থাৎ যে দেশ অব্যক্ত। ১৮ অ ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮ ৭ অ ১৮। ৬ অ ৬ হইতে ১৫। ৫ অ ২৬। ২৭। ২৮।

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবৎ ॥ ৯৩ ॥

ঈশ্বর বুদ্ধি স্থির করতঃ এক অচল ব্রহ্ম হইয়াছেন যাহা

সকল কর্ম্মের অন্ত হইতেছে এবং ক্রিয়া দ্বারায় সেই মহৎ ব্রহ্ম একীভূত হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্মময় উজ্জ্বলীভূত হইয়া সিদ্ধরূপ বোধ হয় লোহার ন্যায়, স্পর্শমণির স্পর্শের দ্বারায় লৌহ যেমন ময়লা সকল ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলিত সুবর্ণের ন্যায় হয় তদ্রূপ। ৫ অ ৬। ৭। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধ্যজ্ঞানমনুমানম্ ॥৯৪ ॥

প্রতিবন্ধ=আপনাতে আপনি বন্ধ দেখিয়া প্রতি শব্দে বিপরীত, আর ক্রিয়ার অবস্থায় তখন কিছু দেখা যায় তাহার নাম প্রতিবন্ধ্য ইহাকে জানার নাম অনুমান, অনু শব্দে পশ্চাৎ আর মান শব্দে স্থান কোন বিষয়ের পশ্চাৎ কিছুক্ষণ থাকা। ৯ অ ১৫। ২২। ৪ অ। ৪১। ৪২। ২১। ৬ অ ৫ হইতে ৩২।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ৯৫ ॥

যাঁহার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি যে উপদেশ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম দেখাইয়া দেন শব্দ সকলের দ্বারায় তাহারি নাম শব্দ (ওঁকারধ্বনি) মনস্থির পূর্ব্বক ক্রিয়া গ্রহণ করিলে সেই সময় ওঁকারধ্বনি শুনা যায় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুমান দ্বারায় যে সকল শব্দ বোধ হয় তাহারও নাম শব্দ। ৮ অ ২০। ২১। ৯। ৭ অ ৭। ৬ অ ২০। ২১। ৮ অ ১৩। ৬ অ ৪৫। ৪৭।

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশাৎ ॥ ৯৬ ॥

উভয়েরি সিদ্ধি অর্থাৎ উপরোক্ত দুই শব্দেরি প্রমাণ অনুমান দ্বারায় সেই উপদেশ জন্য হইতেছে। ৭ অ ৬। ৭।

সামান্যতোদৃষ্টাচ্চোভয়সিদ্ধিঃ ॥ ৯৭ ॥

উপরোক্ত উভয় প্রকার সিদ্ধিই সমান অদৃষ্টহেতু। ৬ অ ২১।২২।

চিদবসানোভোগঃ ॥ ৯৮ ॥

চিৎ=কূটস্থ, অবসান=লোপ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থেরও লোপ হয় আর এই অবস্থা ভোগ করার নাম ভোগ। ৬ অ ২২।

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোহন্নাদ্যবৎ ॥ ৯৯ ॥

অকর্ত্তা হইয়াও অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও যখন সেই অবস্থা হইতে বিষয়েতে আবৃত অথচ আবৃত নহে অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যের ফলের উপভোগ (ক্রিয়ার এবং অন্যান্য কর্ম্মের) করিতেছে অন্ন ভোজন করিয়া শক্তি অনুভব করার ন্যায়। ক্রিয়ার পর নেশা ছাড়িয়া গেলে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নেশার অবস্থা অনুভব করায় যে সুখ উৎপত্তি হয় তাহারি নাম উপভোগ, যেমত অন্ন ভোজনের পর যে শক্তি অনুভব হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব অবস্থান্তর হইলে হয় অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অকর্ত্তা হইয়াও ফলের উপভোগ করিতেছে ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদে লেখা আছে, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ (১) বৈশ্বনব, (২) তেজ, (৩) সুষুপ্তি (৪) অব্যক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২০।

অবিবেকাদ্বান্যসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ ॥১০০॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা না হইল তখন বিকল্পে অন্য বস্তুর প্রাপ্তির কর্ত্তা সেই ব্রহ্ম ফলেতে আট্‌কাইয়া। ৬ অ ৩১।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে ॥ ১০১ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাই তত্ত্ব সেখানে উপরের লিখিত উভয় আনন্দ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে আনন্দ ও বদ্ধ থাকিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধির যে আনন্দ এ উভয়ই সেখানে নাই। ৬ অ ৩২।

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতি-
দূরাদদর্শনোপাদানাদিন্দ্রিয়স্য ॥১০২॥

অবিষয় ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ যাহা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত, আর বিষয় ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম, বিষয় ও অবিষয় হইয়াও সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ (অনন্ত) আর আপনিও তদ্রূপ হইয়াছে যখন আপনি নাই তখন ইন্দ্রিয় সংযোগে কি প্রকারে দর্শন সম্ভবে। ৬ অ ২১। ২২।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

অত্যন্ত সূক্ষ্ম হেতু তাঁহার উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধি=লাভ, স্থূল বস্তুরই লাভ হইয়া থাকে, আর গুণাতীত ব্রহ্ম গুণের অণুর অণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্নিমিত্ত বিশেষরূপে জানা যায় না কারণ সে অণুর অন্ত নাই তন্নিমিত্ত অনন্ত ব্রহ্ম। ১৩ অ ১৬।

কার্য্যদর্শনাত্তদুপলব্ধিঃ ॥ ১০৪ ॥

কার্য্য=কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পৃথিবীর মধ্যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল প্রাণায়াম তাহাই গুরুবাক্যের দ্বারায় দর্শিত হইয়া উপলাভ

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর, ক্রিয়ার পর অবস্থা বোধ হওয়া। আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁহার মহিমার অভামাত্র প্রকাশ হওয়ায় তাঁহার মহিমা যে সর্ব্বশক্তিমানত্ব ইত্যাদি তাহা অনুভব হয় তাহাই উপলব্ধি। ৬ অ ২১।

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যৈকতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥১০৫॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা অর্থাৎ মনের স্থিতি ব্রহ্মেতে হইলেই মন ব্রহ্ম তখন সকলি ব্রহ্ম ইহা সত্যরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় মিথ্যা নহে। ৬ অ ১৫।

নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ ॥১০৬॥

ব্রহ্মেতে থাকা সৎ আর ব্রহ্মে না থাকা অসৎ যিনি ব্রহ্মেতে না থাকেন তাঁহার এই উপলব্ধি উৎপত্তি হয় না মনুষ্যের শৃঙ্গের মত অসৎ ভাবের নিমিত্ত। অসৎ যে সে হয় না থাকা মনুষ্যের শৃঙ্গের ন্যায়। ৬অ ৩১।

উপাদাননিয়মাৎ ॥১০৭॥

কার্য্য পঞ্চভূতের কারণ হইতেছে, যাহার যে বীজ সেই প্রকার যোনি নিয়মমত স্বজন হয়, নর জাতিতে শৃঙ্গ নাই তন্নিমিত্ত শৃঙ্গের যে উপাদানের ভাব তাহা হয় না তদ্রূপ অচৈতন্য থাকিয়া চৈতন্য, অর্থাৎ ক্রিয়া না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা (চৈতন্য) উৎপন্ন হয় না। ৬অ ৪৫।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥১০৮॥

সর্ব্বত্র=সকল স্থানে, সর্ব্বদা=সকল সময়ে।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সব অসম্ভব।

সকল কার্য্যে অব্যভিচাররূপে সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা অসম্ভব, কারণ কখন কখন ক্বচিৎ কোন কোন ভাবের সন্দর্শন সম্ভব যেমত সকল নরের শৃঙ্গ নাই কিন্তু ঋষ্য-শৃঙ্গের শৃঙ্গ যাহা ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় হরিণীর গর্ভেতে মহর্ষির রেতঃদ্বারা যাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ১০ অ ৩।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥১০৯॥

শক্তের যে শক্য করণ তদ্ভাব হয় আর অশক্যের শক্য হয় না, যেমন পুরুষের ও স্ত্রীর শৃঙ্গ না থাকায় সন্তানের শৃঙ্গ হয় না, আর ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্ম, হরিণীর শৃঙ্গ ছিল এই নিমিত্ত মহর্ষির ঔরসজাত হইয়াও শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছিলেন তদ্রূপ শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম যেখান হইতে সমস্ত রূপ হইয়াছে যাহা পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে কিন্তু সকলের মধ্যে-তেই ব্রহ্ম আছেন তন্নিমিত্ত শক্য অর্থাৎ সব ব্রহ্মই ব্রহ্ম অন্য কোন বস্তু থাকিয়াও নাই। ৪ অ ২৩।

ন ভাবিভাবযোগাশ্চেন্নাভিব্যক্তি
নিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥১১০॥

ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর

যে ভাবিযোগ তাহা নাই, নাভিব্যক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে প্রকাশ নাই, নিবন্ধনৌ অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বন্ধন, যেখানে বিশেষরূপে প্রকাশ নাই সেখানে কি প্রকারে বন্ধন হইতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই অব্যক্ত ইহারি যখন কিছু বলিবার উপায় নাই তখন তাহার পরের বিষয় নিবন্ধন করা অর্থাৎ বিশেষ করিয়া বলা তাহা কোন মতে হইতে পারে না দৃষ্টান্ত অব্যবহার কি প্রকারে ব্যবহার হইবে অর্থাৎ যে স্থান অব্যবহার অর্থাৎ যাহা কিছুতেই স্থির করিবার উপায় নাই তাহার ব্যবহার কি প্রকারে হইতে পারে, যে স্থানে কোন লক্ষ্য নাই তাহার বিষয় কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। ৪অ ২৪। ৬অ ২১। ১৫অ ১৫।১৯।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥১১১॥

কারণের লয়ের নাম নাশ, সকলের কারণ ব্রহ্ম তাহাতে লয় হইয়া যাওয়ার নাম নাশ। ১২অ ১৩ হইতে ১৯।

পারম্পর্য্যতোহন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥১১২॥

বীজঅঙ্কুরবৎ যদি কারণ লয় হইল তবে অঙ্কুরেরও বীজেতে লয়। কারণ পারম্পর্য্য অন্বেষণে দেখা যাইতেছে যে বীজ হইতে অঙ্কুর আর অঙ্কুর হইতে বীজ। ৪অ ২।

উৎপত্তিবদ্বাহদোষঃ ॥১১৩॥

উৎপত্তির ন্যায় হইলেও দোষ নাই কারণ মন ব্রহ্মেতে

লয় হইতেছে সেই প্রকার বীজ ও অঙ্কুরেতে লয় হই-তেছে আবার অঙ্কুর বীজেতে লয় হইতেছে অর্থাৎ চরমেতে সেই সৎব্রহ্মের ন্যায় স্থিতি এই মহানির্ব্বাণ। ৪অ ৪১।৩৮।৩৭।৩০।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক-
মাশ্রিতং লিঙ্গম্ ॥১১৪॥

যাহার হেতু আছে সে অনিত্য কারণ সকল মূলের মূল অসৎ ব্রহ্ম সেই মূলের অভাবে অমূল তাহাই ক্রিয়া দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থাতে (ব্রহ্ম) অনিত্য কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা হয় না, এই প্রকৃতির যখন লয় তখন নিত্য আর যত-ক্ষণ প্রকৃষ্টরূপে লয় না হয় তখন অনিত্য, অব্যাপী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া পরে সর্ব্বব্যাপী হয় ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন কোন স্থানেই থাকে না সক্রিয় লৌকিকেতে ক্রিয়াবৎভাব সেই ক্রিয়া হইতে মুক্ত যখন সমুদয় কর্ম্মেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্ম দেখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছে অনেক লৌকিকেতে অনেক বস্তু দেখা যাইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মময় তখন এক আশ্রিত একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ আছে এই নিমিত্ত আশ্রিত কিন্তু নিরাশ্রয় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা প্রকৃতিতে থাকিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে পরব্যোমরূপ পরব্রহ্মের চিহ্ন তেজোপন্ন পরম সূক্ষ্মরূপ ওঁকার ধ্বনি তিনি শিব ও পরমাত্মা এই চিহ্ন। ৪অ ১৮।

আজ্ঞস্যাদভেদতোবা গুণসামান্যাদেতৎ-
সিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ্বা ॥১১৫॥

এই উভয়েরি একীভাব ভাব অর্থে লেগে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিম্বা সাংসারিক কার্য্যে লেগে থাকা, সেই শিব সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন আর গুণসমূহ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কিম্বা সেই ব্রহ্ম তিনি ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বস্তুতে রহিয়াছেন এই জানার নাম সিদ্ধি প্রধান। ৪ অ ২৩।

ত্রিগুণাচেতনাত্বাদি দ্বয়োঃ ॥১১৬॥

উপরোক্ত উভয়েরি চৈতন্য ও তিনগুণ আছে যখন দুই এক হইল তখনি অব্যক্ত আবার ইনিই ব্যক্ত এই কারণে দুই এক যাহা যোগীরা দর্শন করেন। ২অ ৪৫।

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈগু´ণা-
নামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্ ॥১১৭॥

কখন প্রীতি কখন অপ্রীতি অর্থাৎ কখন মনে হইতেছে যে আমার কর্ত্তব্য করিলাম না এই ভাবিয়া বিষাদ কখন আনন্দ এবং অন্যান্য গুণ সমূহ যখন দেখা যাইতেছে তখন বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ উপরোক্ত দুই এক নহে। ১৮অ ১৬।২১।১৩অ ৩০।২০ ৬অ ৩৬।

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্ ॥১১৮॥

লঘু আদি যে গুণ সে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য উভয়ই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণ সকল সূক্ষ্মরূপে থাকে তাহাতে যতক্ষণ থাকিতে পারা যায় ততক্ষণ সাধর্ম্ম্য আর তাহার বিপরীত বৈধর্ম্ম্য এখানেও গুণ সকল আছে তবে গুরু আর লঘু, কূটস্থের তেজের সূক্ষ্ম অণু হইতে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, লোহিত এই পাঁচ গুণ স্থূল শরীরে, কূটস্থের তেজ হইতে বোধ হই-তেছে, কূটস্থের মধ্যে যে মেঘবর্ণ তাহাকে অপ কহে এই অপ সত্ত্বগুণের উপরোক্ত প্রকারে এই শরীরে বোধ হইতেছে, দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, সর, মৃদু, পিচ্ছিল, শুক্ল, রস (৮)। অন্ন ব্রহ্ম তমো অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ও উপরোক্ত এই শরীরে আসিতেছে ইহাদের গুণ গুরু, খর, কঠিন, স্থির, স্থূল, কৃষ্ণ, গন্ধ, (৭) এই বিংশতি গুণ সূক্ষ্মরূপে অনভিব্যক্ত একীভূত হইয়া এই শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধানে বর্ত্তমান আছে, ইহারাই সত্ত্ব রজো ও তমো-গুণেতে এই শরীরে পৃথক্‌রূপে আছে এই ত্রিগুণ লক্ষণ দ্বারায় অব্যক্ত মহান্, মহৎ, অহঙ্কার হইয়াছে ইনি তমোগুণে ভূতা-দির মধ্যে লঘুরূপে বর্ত্তমান আছেন এই নিমিত্ত আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়ই এক। ১৩অ ১৬।১৭।১৮।

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদেঃ ॥১১৯॥

উভয় অর্থাৎ লঘু ও গুরু এই উভয়ের অন্যাদি মহতের যে কার্য্য তাহা এক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় লঘু ও গুরু কিছুই নাই। ৬অ ৮।

ঘটাদিবৎ সম্বন্ধাৎ ॥১২০॥

ঘট একটী বস্তু কিন্তু বালি ও মৃত্তিকা সংযুক্ত কেবল বিকার মাত্র সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা যদিও লঘু ও গুরু হইতে পৃথক্ তথাপি লঘু ও গুরু অব্যক্তরূপে ঐ অবস্থাতে আছে কেবল অবস্থা ভেদমাত্র। ৬অ ২১।

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষোবা ॥১২১॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে লঘু ও গুরুর হানিতে প্রকৃতি ও পুরু-যের হানি হউক। ৬অ ৩০।

তয়োরন্যত্বেঽশূন্যত্বম্ ॥১২২॥

প্রকৃতি ও পুরুষের অভাবে অশূন্যত্ব। প্রকৃতি ও পুরুষ যদি না থাকিল তাহা হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শূন্য ব্রহ্ম তাহারো অভাব হইল কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকৃতি ও পুরু-ষেতেই ভোগ করে। ৬অ ৩১।

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥১২৩॥

কার্য্য হেতু কারণের অনুমান সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া আছে কার্য্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা পৃথক্ হইয়াও এক, কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ না থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা কাহার অনুভব হইবে? ৬ অ ৩২ ॥

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥১২৪॥

অব্যক্ত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা তিন গুণের দ্বারা

চিহ্নিত কারণ ত্রিগুণবিশিষ্ট জীব না থাকিলে অব্যক্ত বলে কে? ১৪ অ ৩০। ৩১। ২ অ ৪৫।

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥১২৫॥

তৎ=ব্রহ্ম, কার্য্য=তাহাতে মন রাখা, এই ব্রহ্মের সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হওয়া এ মিথ্যা নহে। অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হওয়া আর সেই ব্রহ্মেতে থাকিয়া ইচ্ছা রহিত হওয়া ইহা মিথ্যা নহে। ৬ অ ২৮। ২২।

সামান্যেন বিবাদাভাবাদ্ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥১২৬॥

সামান্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই থাকে না এই নিমিত্ত সামান্য, সামান্য হেতু বিবাদ অভাব ধর্ম্মবৎ সাধন নহে অর্থাৎ লৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কর্ম্ম তাহারি নাম ধর্ম্ম এ ধর্ম্মের সাধন ক্রিয়ার পর অবস্থার সাধনের মত নহে কারণ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ধর্ম্ম তাহাতে কিছু লাভ হয় আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার বিপরীত। ৬ অ ১৮। ২১।

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥১২৭॥

শরীরাদি অর্থাৎ শরীর বাক্য মন শুভাশুভ কর্ম্ম ইত্যাদি, পুমান্ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ইনি শরীরাদি হইতে ভিন্ন। ১৫ অ ১৭। ১৮। ১৯।

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥১২৮॥

পরার্থের হেতু শরীরাদির সম্যক্ প্রকারে হত। পরার্থ,

পর শব্দে ক্রমান্বয় পর পর, অর্থ শব্দে ফল শরীরের যত কর্ম্ম সকলি ক্রমান্বয়ে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই সুতরাং সম্যক্ প্রকারে হত। ৫ অ ১০। ১২। ৬ অ ৪৭।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥১২৯॥

তাঁহার অধিষ্ঠান হেতু সকলি হইতেছে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিতি তিনি এই শরীরে বুদ্ধির পর আছেন তাহা কেবল অনুমান মাত্র। ১৮ অ ৬১।

ভোক্তৃভাবাৎ ॥১৩০॥

এই শরীরে কেহ ভোগ করিতেছেন এই ভাব হেতু অর্থাৎ মনে হওয়ায় তাঁহাকে অনুভব হইতেছে। (আর যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও মঞ্জন করিতে করিতে তন্ময় হইয়াছেন তাঁহারা নিজে কিছুই ভোগ করেন না)। ৭ অ ২৯।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥১৩১॥

কৈবল্য=কেবল কুম্ভক অর্থাৎ ক্রিয়া, অর্থ=রূপ, কৈবল্যের রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয় সেই কৈবল্যার্থ, প্রবৃত্তি=অর্থাৎ স্থিতি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয়। ৬অ ১৯হইতে২২।

জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ ॥১৩২॥

প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকাশের যোগ হেতু জড় পদার্থ সকল প্রকাশ হইল, তাৎপর্য্য এই দেহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে জড় এ

জ্ঞান না থাকিলেও সকলে একটা কথার কথা জড় দেহ বলিয়া আসিতেছি কারণ প্রকৃত জড় জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখ থাকিত না, যাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়াছে অর্থাৎ আত্মায় এই ব্রহ্মের যোগ হেতু সমস্ত জড়ের প্রকাশ হইল অর্থাৎ নিরাবরণ হইল। ৫ অ ১০।

নির্গুণত্বান্নচিদ্ধর্ম্মা ॥১৩৩॥

নির্গুণ হেতু চিৎ ধর্ম্ম নাই, চিৎ=কূটস্থ, তাহার ধর্ম্ম কার্য্য মাত্রেই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন ধর্ম্ম নাই। ৬অ ১১।

শ্রুত্যাসিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥১৩৪॥

শ্রুতি=বেদ জানা, এক হইলে ব্রহ্ম এক হয় নাই বলিয়া যে ব্রহ্ম মিথ্যা তাহা নহে প্রত্যক্ষের বাধা হেতু অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অকথার কথা শুনা, যাহার সিদ্ধি না হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মন ততদূর পরিষ্কার হয় নাই তাহা বলিয়া যে ব্রহ্ম মিথ্যা তাহা নহে। ৬ অ ২৭।

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥১৩৫॥

সুষুপ্ত্যাদি অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্ত্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ কিছুই দেখা যায় না। ৫ অ ১২। ১৩। ১৪।

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥১৩৬॥

জন্মাদি=জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বহু পুরুষের দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ সকলেতেই আছেন যে সকল বহুতর জন্ম

ও মৃত্যু হইতেছে সে তাঁহারি তবে বহু প্রকার ভেদমাত্র।
৬ অ ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযোগ-
আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥১৩৭॥

উপাধি ভেদে একের নানা যোগ হওয়াতে বহুতর ঘটাদির আকাশের ন্যায়।

মনুতে কথিত আছে সেই স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত পরমাত্মা (কূটস্থ) পর পুরুষ ঈশ্বর মহাভূতের সহিত সদাশিব অর্থাৎ গলদেশে, হৃদয়ে ঈশ্বর, নাভিতে রুদ্র, লিঙ্গেতে বিষ্ণু, মূলাধারে ব্রহ্মা, এই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া জ্যোতিতে আবৃত মধ্যে তমো কূটস্থ সৃষ্টি করিলেন, এই কূটস্থ হইতে ১৫ অঙ্গুলি নিম্নে সেই পরমব্যোম, আর আপনি কিঞ্চিৎ অধোভাগে পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষাবৃত শূন্য আপনার শরীরে কাল ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান সৃষ্টি করিলেন সেই আত্মা তিন গুণবিশিষ্ট হইয়া মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও ভূত সকল সৃষ্টি করিলেন এইরূপে সেই পুরুষ সর্ব্বভূতময় হইয়া দীপ্তিমান হইলেন, এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব শরীর ও অনেকরূপ প্রজ সৃষ্টি করিবার সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইল; প্রথম জল সৃষ্টি করিলেন তাহার পর একটী অণ্ড সৃজন করিলেন ক্রমে এক পঞ্চবক্ত্র হিরণ্ময় বপু কনককুণ্ডলবান্ ধৃতশঙ্খচক্রবিশিষ্ট এক পুরুষ সৃজন করিলেন ইহার নাম নারায়ণ। সুবর্ণের মত শরীরের চতুর্দ্দিক আভাবিশিষ্ট, শঙ্খ অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি, চক্র=কূটস্থ রূপ চক্র, পঞ্চবক্ত্র অর্থাৎ

পঞ্চতত্ত্ব তিনিই নারায়ণ আদিস্থ পুরুষ, মন ঊর্দ্ধেতে গমন করিয়া ঐরূপ ধারণ করিয়াছেন মন হইতে অহঙ্কার সেই মন হইতে মহৎ যিনি অন্তরেতে আছেন তাঁহাকেই অব্য-ক্তাত্মা কহে, সেই অবক্তাত্মার সহিত মহাত্ত=ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার পর পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি তাঁহার পর চৈতন্য সূক্ষ্ম অবয়ববান্ হইলেন ঐ মহত্তত্ত্বের দ্বারায় আত্মাতে সন্নিবেশ করিয়া সূক্ষ্ম ভূত সকলকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই থাকিলেন, এইরূপ সেই পুরুষের শরীর সূক্ষ্মরূপে সৃজন করিলেন এইরূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নানা যোগেতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃজন করিয়া তিনি ঘটাদির আকাশের ন্যায় সকল ঘটেতে বিরাজমান। ৮ অ ১। ৯ অ ৬।

উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্ ॥১৩৮॥

উপাধির ভেদ আছে কিন্তু উপাধিবানের কোন ভেদ নাই। ৭অ ২৪। ২৫।

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য
ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ ॥১৩৯॥

তিনি এক কিন্তু পরিবর্ত্তন বশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হই-তেছে না, ধর্ম্ম=আত্মা, যাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদে লেখা আছে, স যশ্চায়ং পুরুষে পশ্বাদাবাদিত্যে স একঃ স য এবম্বিধেতি তিনি একরূপে সকলের মধ্যে আছেন, আয়ুর্ব্বেদে লেখা আছে নির্ব্বিকারঃ পরস্তাত্মা সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বিশেষঃ—সেই আত্মা সকলে নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিশেষরূপে আছেন। ৯ অ ২৯। ২৪।

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥১৪০॥

শরীরের অন্য ধর্ম্মত্ব থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জনের একত্ব সিদ্ধির মিথ্যা হইতে পারে না। ৯ অ ১৫।

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ ॥১৪১॥

শ্রুতির বিরোধ যে দ্বৈত জাতিভেদ তিনি তাহা নহেন। ৯ অ ৬। ১৮ অ ৪০। ৪১।

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাতদ্রূপম্ ॥১৪২॥

বিদিত বন্ধ (যে বন্ধ জানা যাইতেছে অর্থাৎ মায়া) কারণের (ব্রহ্মের) দর্শন তদ্ (ব্রহ্ম) সেই রূপ অর্থাৎ নিজবোধরূপ (ক্রিয়ার পর অবস্থা)। ১৩ অ ৩।

নান্ধোঽদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥১৪৩॥

অন্ধ দেখিতে পায় না কিন্তু যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায় জ্ঞানচক্ষু বিহীন ব্যক্তি যে ক্রিয়ার পর অবস্থা দেখিতে পায় না বলিয়া সে অবস্থা মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা দেখিতেছেন অর্থাৎ অনুভব করিতেছেন। ১৫ অ ১৫ ১৬। ১৭।

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্ ॥১৪৪॥

বামদেবাদি মুক্ত পুরুষেরা অদ্বৈত নহেন কারণ তাঁহারা আমি তুমি ইত্যাদি ভেদ বলিয়াছেন। ১৮ অ ২১।

অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্ ॥১৪৫॥

বামদেবাদি সকলে অনাদি অর্থাৎ সকলেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতেন এ অবস্থার আদি নাই আর এই অবস্থা অদ্যই যে হইয়াছে তাহারো অভাব কারণ সেখানে আমি থাকে না তবে এ সকল ভাবে কে ? তাঁহারা এই প্রকার অবস্থায় থাকিয়া আমি তুমি বলায় কোন দোষ হইতে পারে না কারণ বাক্য সকল বলিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের সে বোধ আছে অথচ নাই। ১০অ ১০। ১১। ৯অ ৫। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ৭।

ইদানীমেব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥১৪৬॥

বামদেবাদি যেমৎ বলিয়াও কিছু বলেন না এই প্রকার সর্ব্বত্র অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে অর্থাৎ সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মেতে লীন হয়েন নাই অর্থাৎ তাঁহাদের মন ব্রহ্মেতে ও সংসারে উভয় দিকেই ছিল। ৯ অ ৫।

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ ॥১৪৭॥

ব্যাবৃত্ত=বিশেষরূপে আবৃত্ত অর্থাৎ থাকা, উভয় রূপ=ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা=মোক্ষাবস্থা, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা সে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় হইতে পৃথক্ ও পৃথক্ও নহে, যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে অথচ নিদ্রার আবেশ আছে এমত অবস্থায় কাহাকে কিছু খাওয়াইলে সে যেমন সেই বস্তুর আস্বাদন করিয়াও করে না কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলে সে যেমন স্পষ্টরূপে সেই বস্তুর স্বাদের কথা বলিতে পারে না অথচ সে সময়ে সে সম্পূর্ণ জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় হইতে পৃথক্ অথচ উভয়েতেই রহিয়াছে সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা তাহাতে বামদেবাদি যোগীরা থাকিয়া সকল করিয়াছেন ও কিছুই করেন নাই তখন তাঁহারা বদ্ধ মুক্ত উভয় হইতে পৃথক্ ও উভয়েতেই আছেন। ৯ অ ৬।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ॥১৪৮॥

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হেতু তাঁহার সাক্ষী যে করে সেই দেখে এই নিমিত্ত নিজবোধরূপম্ ক্রিয়া করিলেই বুঝিতে পারিবে। ৯ অ ২।

স দৈবপুরুষস্য দুঃখাখ্যবন্ধশূন্যত্বম্ ॥১৪৯॥

সেই যে দৈবপুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যিনি রহিয়াছেন তাঁহার দুঃখেতে করিয়া যে বন্ধন (কষ্ট) তাহা নাই, শূন্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকার নিমিত্ত। ৮ অ ১৫। ১৬।

ঔদাসীন্যঞ্চেতি ॥১৫০॥

সেই পুরুষ যখন শূন্যেতে রহিয়াছেন তখন তাঁহার মনে কোন কিছুরই বেগ নাই তখন ঔদাস্য ইহা লিঙ্গপুরাণে লেখা আছে—

সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ পুংসস্তু তিস্রোঽবস্থা স্বয়ম্ভুবঃ।
ব্রহ্মত্ব সৃজতি লোকান্ কালত্বে সংক্ষিপত্যপি
পুরুষত্বে হ্যুদাসীনঃ তিস্রোঽবস্থা প্রকীর্ত্তিতা।

ব্রহ্ম কমলপত্রাভো রুদ্রঃ কালোঽগ্নি সন্নিভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাভো রূপং তৎপরমাত্মনঃ॥

সেই পুরুষের সহস্র মস্তক অর্থাৎ অনন্ত তিন অবস্থা যাহা ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানেতে স্বয়ম্ভুব আপনাপনি হয় (১) প্রথমতঃ ইচ্ছা দ্বারা গুহ্যদ্বারে অর্থাৎ (মূলাধারে) সৃজন হয়, (২) নাভিতে (মণিপুরে) কালের দ্বারায় নাশ হয়, (৩) কূটস্থে উত্তম পুরুষে উদাসীন এই তিন অবস্থা, কূটস্থে ব্রহ্মা কমল পত্রের ন্যায় রুদ্র অগ্নিবৎ তৎপরে কূটস্থ, পুণ্ডরীক তিনি পরমাত্মা তিনি সৃষ্টি সংহার কিছুই করিতেছেন না উদাসীনের ন্যায় বসিয়া আছেন। ৭ অ ১৮।

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎ সন্নিধ্যাচ্চিৎ সন্নিধ্যাৎ॥১৫১॥

চিৎ (কূটস্থ) প্রকৃতি ও তিন গুণের সন্নিধ্য থাকাতে তাঁহার রঙ্গেতে রঙ্গিয়া কর্ত্তৃত্ব ভাবাপন্ন। ১৩ অ ২০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥১॥

প্রধানের বিমুক্ত মোক্ষার্থই স্বার্থ। প্রধান অর্থাৎ জীব তিনি ত্রিগুণাত্মক হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে ছাড়া, মোক্ষ সর্ব্বদা ঐশ্বরিক ক্ষমতার সহিত ছাড়া থাকা এই ক্ষমতা অনিচ্ছার ক্ষমতা, তিনি যেমন অব্যক্ত তাঁহার ক্ষমতাও তেমনি অব্যক্ত; কারণ ব্রহ্মের অণু অব্যক্ত তাঁহার মধ্যে তাঁহার ক্ষমতাও আরো অব্যক্ত ইহাই পুরুষের স্বার্থ (স্ব শব্দে নিজ, অর্থ=বিষয়)। ৬ অ ৩১। ৩২। ২৮। ৫ অ ১৭।

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥২॥

বিরক্তের অর্থাৎ ইচ্ছা রহিতের জন্ম মৃত্যু রহিতের তৎ=ব্রহ্ম, সিদ্ধি কিছুই নয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩॥

শ্রবণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধি। ৬ অ ১৮।

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্ ॥৪॥

বহু ভৃত্যের ন্যায় প্রত্যেকে অর্থাৎ ভরণপোষণের উপযুক্ত অনেককে এক ব্যক্তি যেমন আহার দান করে তিনি না থাকিলে তাহারা যেমন আহার পায় না সেই প্রকার ঈশ্বর প্রত্যেকেতেই থাকিয়া ভরণপোষণ করিতেছেন। ৬ অ ৯। ৬ অ ৬।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥৫॥

পুরুষের অধ্যাসেতে প্রকৃতি বাস্তবিক সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। ৬ অ ৫।

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥৬॥

কার্য্যের দ্বারায় সমুদয় সিদ্ধি দেখা যাইতেছে তাৎপর্য্য পুরুষের অধ্যাস হেতু সমুদয় কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে। ৬ অ ৭। ৮।

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥৭॥

চেতনা (চিৎ=কূটস্থ) উদ্দেশ (উৎ=উর্দ্ধে) নিয়ম (নিঃ= নিঃশেষরূপে) যম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) চেতনার নিমিত্ত উর্দ্ধঃ দেশে নিয়ম, যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক মোচন করা অর্থাৎ এই আত্মার দ্বারায় আত্মাকে স্থির করিয়া মায়ারূপ কণ্টক হইতে উর্দ্ধদেশে সমাধিতে থাকা। ৬অ ১৪। ১৫।

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যে-
নায়োদাহবৎ ॥৮॥

অন্য অর্থাৎ তত্ত্ব, তত্ত্বেতে যোগ করিলে সিদ্ধির বিরুদ্ধ দগ্ধ-

লৌহবৎ অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ের যে সিদ্ধি তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী, লোহাকে দগ্ধ করিলে লৌহ যেমন অগ্নির বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়ে মন দিলে মন বিষয়ের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যায়। ৬ অ ১৯। ২০। ২১।

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥৯॥

অনিচ্ছাতে ইচ্ছা যোগ হওয়াতে সৃষ্টি, রাগ অর্থাৎ রজোগুণ বিরাগ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ এই রজো সত্ত্ব মিলিত হইয়া তমো-গুণ, সত্ত্বরজোতমঃ এই তিন গুণেতেই সৃষ্টি, রাগ সামান্য ইচ্ছা অর্থাৎ এই কার্য্যটী করিতে হইবে কিন্তু বিশেষরূপ রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ৬ অ ২।

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥১০॥

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চ ভূত ক্রমেতে হইল, আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী অব্যক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই অবস্থার পর সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, আমি ও পঞ্চভূতে সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই উভয়ের মধ্যে সাত্ত্বিকের অংশ অধিক হওয়াতে পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় রাজসিক অধিক হওয়াতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর উভয় সমান হইলে উভয়াত্মক, বুদ্ধি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ভিতরে ভিতরে রহিয়াছে, সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক অহঙ্কার দ্বারায় দেবতা সকল দেখা যায়, শ্রোত্র আকাশ অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি, স্পর্শের বায়ু অর্থাৎ বায়ু স্থির হইয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করে, চক্ষুতে সূর্য্য অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারায় সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ দর্শন হয়, রসনা দ্বারা অপ

অর্থাৎ জিহ্বার দ্বারায় মিষ্ট বায়ুর আস্বাদন পাওয়া যায়, নাকে গন্ধ ঐ গন্ধ মৃত্তিকা হইতে হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার অণু সূক্ষ্মরূপে নাকে যাওয়াতে ঘ্রাণ পাওয়া যায় প্রাণায়াম করিতে করিতে মৃত্তিকা দেবতা বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার অণু ভেদ করিয়া সমস্ত দর্শন করে ও উপস্থের দ্বারায় আত্মার সদৃশ উৎপাদন করে ব্রহ্মের দ্বারায়, তাহাকে মিত্র কহে আর হস্তের দ্বারায় স্পর্শ করিয়া নাশ করে (রুদ্র) পদ, পদের দ্বারায় গমন করিয়া দেখে অর্থাৎ স্থিতি (বিষ্ণু) আর বচন যাহা রসনা দ্বারা হইতেছে (অগ্নি) এই অগ্নির স্থান নাভিতে শরীরে যত প্রজা আছে তাহার পতিস্বরূপ ঘ্রাণ নাসিকা দ্বারায়, মন স্থির হইলেই চন্দ্রিমা, ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার, ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি ইনি ঈশ্বর। গীতা ১৪ অ ৩। ১৫ অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।

দিক্কালাকাশাদিভ্যঃ ॥১১॥

দিক্ কাল আকাশাদি অর্থাৎ ক্রিয়াবান্দিগের লক্ষ্য স্থান কূটস্থ (দিক্), কূটস্থের কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ তিনি (কাল) কারণ তিনি নাই তো কিছুই নাই আর কূটস্থ আকাশ-ময়। ব্রহ্মর অণু স্থূল হইয়া আকাশ, আকাশের অণু প্রবেশেতে বায়ু গুণ শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণের অণু প্রবেশে তেজ তাহার রূপ লোহিত গুণ উষ্ণ, স্পর্শ, শব্দ এই তিন গুণের অণু প্রবেশে চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল গুণ শব্দ উষ্ণ, স্পর্শ, শীত রূপ শুক্ল রস অব্যক্ত এই সকল গুণের অণু প্রবেশেতে পঞ্চ গুণ বিশিষ্ট পৃথিবী

সত্ত্ব খর কর্ম কৃষ্ণরূপ অব্যক্ত কিঞ্চিৎ স্থূল, গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। গীতা ৩য় অ ১৪। ১৫। ২৪।

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেৰ্নৈষামাত্মার্থআরম্ভঃ ॥১২॥

এই সকল সৃষ্টির আরম্ভ আত্মার নিমিত্ত পুরুষের কোন প্রয়োজন নাই। গীতা ৩ অ ২৭। ২৮।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥১৩॥

ব্যবসায়াত্মিকা যে বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধি লাভের ইচ্ছায় চঞ্চল তাহার বিপরীত যে স্থির বুদ্ধি তাহাকে অধ্যবসায়ো বুদ্ধি কহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। গীতা ২ অ ৩৯। ৪০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ ॥১৪॥

ঐ স্থির বুদ্ধির কার্য্য ধর্ম্মাদি, ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ইচ্ছা রহিত ও স্থির হইয়া ক্রিয়া করা এই মহৎ কার্য্য মোক্ষসাধন ধর্ম্মাদি। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য। বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য ব্রহ্মের এই অষ্টরূপ। গীতা ৪অ ১৮। ২৯।

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্ ॥১৫॥

মহতের উপরাগেতেই (উপরাগ=ত্রিগুণ) এই বিপরীত হইয়াছে। গীতা ১৪অ ১৯। ২০। ২ অ ৪৫।

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥১৬॥

অভিমান অর্থাৎ যে মান আবশ্যক তাহাপেক্ষা অধিক মান, সেই ব্রহ্মই আমি অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ১৪অ ২৬। ২৭।

একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥১৭॥

তিন গুণের কার্য্য একাদশেন্দ্রিয় ইহা পঞ্চতন্মাত্রের, ঐ তিন গুণ তেজেতে আশ্রয় করিয়া সাত্ত্বিক পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় শ্রোত্রাদি, আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তাদি, সাত্ত্বিক গুণ ও তেজেতে মন হইয়াছে, আর তামসের দ্বারায় পঞ্চ ভূত হইয়াছে। গীতা ১৫অ ৭।

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ ॥১৮॥

সাত্ত্বিক হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ সাত্ত্বিকের বিকার অহঙ্কার।

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরন্তরমেকাদশম্ ॥১৯॥

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ। গীতা ১৫অ ৯।

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥২০॥

অহঙ্কারী মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে এই নিমিত্ত ইহা ভৌতিক নহে এই শ্রুতি ইহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে—আকাশবৎ অমূর্ত্তি পুরুষ ইত্যাদি, বাহিরে ও ভিতরে বায়ু,মন, স্থির, শুভ্রবর্ণ অক্ষর সকল পরের পর

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, অপ, পৃথিবী হইয়াছে এবং সমুদয়কে ধারণ করিয়া আছেন সেই সূক্ষ্ম শরীরস্থ ভৌতিকের বিকার। গীতা ১৫অ ১০। ১১।

দেবতালয়শ্রুতেনারম্ভকস্য ॥২১॥

এই পঞ্চভূতের পঞ্চ দেবতা ইহাঁরা বরাবরি আছেন কিন্তু ইহাঁদের আরম্ভক নাই এই শ্রুতি। ঐতেততিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—উত্তম পুরুষের অণু হইতে লোকপাল স্বজন হইলেন, মুখ হইতে বাক্, বাক্=অগ্নি নাসিকা প্রাণ প্রাণের দ্বারায় বায়ু চক্ষুঃ দ্বারা সূর্য্য, কর্ণ=দিশঃ, ত্বচ্=সোম, লোম=ঔষধি, হৃদয়=মন, মন=চন্দ্র, নাভি=অপ, কারণ বারি, আপ=মৃত্যু, অর্থাৎ বায়ু স্থির না থাকিলেই মৃত্যু, লিঙ্গ=রেতঃ, রেতঃ=আপ,দেবতার দ্বারায় ইন্দ্রিয়দের অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল হয় নাই দেবতারাই তাহার আরম্ভিকা কিন্তু দেবতার প্রবৃত্তি শ্রুতিতে নাই ইন্দ্রিয়েরাই আরম্ভক শ্রুতি আছে তবে দেবতাদের লয় এই শ্রুতি কি প্রকারে সম্ভবে, অগ্নি বাক্‌রূপে মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণরূপে নাসিকায়, সূর্য্য চক্ষুরূপে অক্ষিণীতে, দিশঃ শ্রোত্ররূপে কর্ণে, ঔষধি বনস্পতি লোম ত্বচাতে, চন্দ্র মনরূপে হৃদয়ে, মৃত্যু অপানরূপে নাভিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্ন্যাদি দেবতা সকলের বিষয় যাহা বলিয়া আসিলাম তাহাদিগের রাগাদিতে লয় এই শ্রুতি আরম্ভকের নহে। এই সকল সূক্ষ্মরূপে হইলেন। গীতা ১৫ অ ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

এই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি শ্রুতিতে বিনাশ দর্শন হেতু এই শ্রুতি। গীতা ৮অ ১৮। ১৯।

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩ ॥

এই ইন্দ্রিয় ব্যতীত অতীন্দ্রিয় এটী ভ্রান্তদিগের বুদ্ধিতে দৃষ্টান্ত এক ত্বগেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই কারণ শরীর মাত্রেই চর্ম্মাচ্ছাদিত, উত্তর, ইন্দ্রিয় সকল পৃথক না হইলে মুখে শ্রবণ করুক নাকে দেখুক ইত্যাদি। ৮অ ২০। ২১।

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥২৪॥

শক্তিভেদ হওয়ায় একের দ্বারায় সকলের সিদ্ধি হইতে পারে না।

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য ॥ ২৫ ॥

প্রমাণ দর্শনের কল্পনা করিয়া বিরোধের আবশ্যক নাই, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্রব্য, অধিষ্ঠান, বুদ্ধি, গতি ও আকৃতি, ইহাই প্রত্যক্ষ।

উভয়াত্মকং মনঃ ॥২৬॥

বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়েতেই মন এক।

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥২৭॥

গুণের পরিণাম ভেদেতে নানা অবস্থা মাত্র অর্থাৎ এক মন কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ইত্যাদি। ২অ ৪৫।

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মানাঃ কারণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥২৮॥

আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ও ইন্দ্রিয়দিগের করণত্ব আছে।

ত্রয়াণাং স্বলক্ষণ্যম্ ॥২৯॥

এই আত্মা ত্রিগুণাত্মক তাহার লক্ষণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। ২অ ৪৫।

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ ॥৩০॥

সামান্য করণবৃত্তি অর্থাৎ মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি প্রাণাদ্যাবায়বঃ=প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান, সমান করণবৃত্তি নিমিত্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ব স্রুশ্রুতে লেখা আছে—অগ্নিঃ সোমো বায়ুঃ সত্বঃ রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি। ভূতাত্মেতি। অগ্নি অর্থাৎ কূটস্থের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতি, সোম=সত্ত চন্দ্রের মত গোলাকার, রজঃ=বায়ু এই বায়ু স্থির হইয়া অন্ধকারের ন্যায় তমোগুণ যাহা কূটস্থের মধ্যে দেখা যায় ও পঞ্চেন্দ্রিয় ইহারাই ভূতাত্মা।

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥৩১॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তি ক্রমশঃ ও অক্রমশঃ। ক্রমশঃ অর্থাৎ কোন বিষয় দেখিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে মনে উদয় হয় তাহার পর চক্ষের দ্বারা দেখা, অক্রমশঃ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে এক সঙ্গে অনেক দেখা ও শুনা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥৩২॥

মনের বৃত্তি পঞ্চ প্রকার, ক্লিষ্টাক্লিষ্টা—

১। ক্লিষ্ট=দুঃখ প্রমাণ সংসার।

২। অক্লিষ্ট=সুখ বিপর্য্যয় এ সুখ অনন্ত সুখ নহে।

৩। অক্লিষ্টক্লিষ্ট=সুখের দুঃখ বিকল্প অনিচ্ছা।

৪। ক্লিষ্টা অক্লিষ্ট=দুঃখের সুখ নিদ্রা ক্রিয়ার পর অবস্থার পর।

৫। ক্লিষ্টাক্লিষ্টা=সুখ দুঃখ মিলিত স্মৃতি।

১। প্রমাণ=প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

২। বিপর্য্যয়=মিথ্যাজ্ঞান এ সেরূপ নহে স্থির করার নাম বিপর্য্যয়।

৩। বিকল্প=ক্রিয়ার পর অবস্থা।

৪। নিদ্রা=অনাসক্তের অবলম্বন বৃত্তি।

৫। স্মৃতি=পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ হওয়া।

ক্লেশ পঞ্চ প্রকার—(১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ।

১। অবিদ্যা=অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, অনাত্মে আত্মজ্ঞান।

২। অস্মিতা=দৃষ্টা ও দর্শন শক্তির একাত্মার নাম।

৩। রাগ=সুখ ইচ্ছায় যে রাগ জন্মে ইহাকে অনুরাগও কহে।

৪। দ্বেষ=দুঃখ বিবেচনায় যে ক্রোধাদি জন্মে।

৫। অভিনিবেশ=জন্ম, মৃত্যু ও দুঃখ জ্ঞান সত্ত্বেও জ্ঞানী লোকদিগের যে দৃঢ় প্রবৃত্তি, উপরে ইহার সমস্ত বিপরীত। ৮অ।২০।

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥৩৩॥

উপরোক্ত ক্লেশের নিবৃত্তির উপরাগের উপশান্তির নাম স্বস্থ অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা। ৮অ ২২।

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥৩৪॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম, মন যাইয়া ব্রহ্মের আভাতে রঞ্জিত হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় যেমন মণির নিকট কুসুম ফুল থাকিলে মণি কুসুমের রং প্রাপ্ত হয়। ৮অ ৫। ৬।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥৩৫॥

পুরুষ=উত্তম পুরুষ, অর্থ=রূপ, করণ=ক্রিয়া, উদ্ভব=উর্দ্ধেতে ভাব।

ক্রিয়াদ্বারা উর্দ্ধেতে ভাব করিয়া উত্তম পুরুষ সদৃশ হইয়া কেবলি উল্লাস কিন্তু অদৃশ্য। ৮ অ ৮। ৯। ১০।

ধেনুবদ্বৎসায় ॥৩৬॥

বৎস দর্শনে ধেনু যেমন সন্তুষ্ট (অর্থাৎ বৎস ধেনুর শরীরের রস অর্থাৎ দুগ্ধ তাহা শোষণ ও আঘাতাদি সত্ত্বেও ধেনু যেমন বৎস দর্শনেই আনন্দিত হয়) সেই প্রকার এই প্রকৃতি হইতে পুরুষ ব্রহ্মে লয় হইয়া ঐ অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার প্রকৃতিতে আসিলে বড়ই আনন্দিত হয়েন যদিও এই প্রকৃতি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কারণ। ৯ অ ৭।

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥৩৭॥

বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদেতে করণ ত্রয়োদশ প্রকার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই ১৩।

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥৩৮॥

সাধকের গুণের তারতম্য যোগে ইন্দ্রিয় সকলেতে করণ হয়—কুঠারের ন্যায় অর্থাৎ কুঠারে যেমন ধার হইবে তেমনি কাষ্ঠ কাটিবে সেই প্রকার যে যে গুণের সাধক হইবে তাহার তেমনি করণ হইবে। ইন্দ্রিয় সকল কিছুই করে না সকলই প্রকৃতির গুণে হইতেছে। ৯অ ১০।

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোলোকবৎ ভৃত্যবর্গেষু ॥৩৯॥

দ্বয়ো=ইন্দ্রিয় ও মন, এই উভয়ের মধ্যে প্রধান মন যে যেমন লোক তাহার তেমনি চাকর সকল, ইন্দ্রিয় সকলকে মন যে দিকে চালাইতেছে ইন্দ্রিয় সকল সেই দিকেই চলিতেছে যেমন কর্ত্তা যেরূপ অভিপ্রায় করিতেছেন ভৃত্যেরা তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। ৯অ ১২।১৩।

অব্যভিচারাৎ ॥৪০॥

মনে যেমন উদয় হইতেছে ইন্দ্রিয় সকল তদ্দণ্ডে তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্যভিচার নাই অর্থাৎ ছেদ নাই—মনে যখন যাহা উদয় হইতেছে ইন্দ্রিয় সকল তৎক্ষণাৎ তাহা না করিয়া অন্য কোন কার্য্যেই যাইতে ইচ্ছা করে না। ৯অ ৮।

তথাঽশেষ সংস্কারাধারত্বাৎ ॥৪১॥

মন তিনি অশেষ প্রকার কর্ম্ম করিবার আধার কারণ যাহা মনে উদয় হইয়াছে যতক্ষণ তাহা সম্পন্ন না হইতেছে ততক্ষণ সাম্য নাই। ৯অ ২১।

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥৪২॥

স্মৃতি অনুমান হইতে।

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥৪৩॥

স্মৃতি আপনাপনি সম্ভবে না মনের দ্বারায় হয়েন।

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥৪৪॥

তৎ (পুরুষোত্তম) পুরুষোত্তমের অর্জ্জিত কর্ম্ম হেতু মনের চেষ্টা হইতেছে অর্থাৎ কর্ত্তা যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন অধীনস্থ লোকে সেই প্রকার করিতেছে। ১০অ ১৫।

সমানকর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ॥৪৫॥

কর্ম্ম ও বুদ্ধির যোগ সমান কিন্তু বুদ্ধির প্রাধান্য লোকের ন্যায় যেমন চাকরেরা কার্য্য করিতেছে কিন্তু কর্ত্তার দ্বারা সেই কার্য্যটী অভিপ্রেত হইয়াছে এই নিমিত্ত কর্ত্তাই প্রধান। ৩অ ৪২। ৪৩।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম তিনি মহৎ ও অব্যক্ত তাঁহা হইতে দিক্, কাল, আকাশ, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র এই স্থূল ভূত সকল হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥১॥

অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ। বিশেষ অর্থাৎ বিগত শেষ (অনন্ত) অবিশেষ অর্থাৎ যাহার বিশেষরূপে শেষ হয় নাই, কাহার? উত্তর, প্রাণের যদিও মৃত্যু হইতেছে কিন্তু আবার জন্ম গ্রহণ করিতেছে এই অবিশেষ হইতে বিশেষ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার আরম্ভ ক্রিয়া দ্বারায়। ৩ অ ৪০।

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥২॥

তদ্ধেতু শরীরের। অর্থাৎ এই শরীরেতেই ঐ অবস্থা অনুভব করা যায় এই শরীর না থাকিলে ঐ অবস্থা অনুভব করে কিসে ও কে? ৩অ ৪৩।

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥৩॥

সেই সূক্ষ্ম বীজ হইতে সম্যক্ প্রকারে সরিতেছে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের অণু সর্ব্বত্রে চলিয়া বেড়াইতেছে। ৪অ ২৪।

অবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥৪॥

অবিবেক, বিবেক (দুই এক হওয়ার নাম) ইহা না হওয়ার নাম অবিবেক, অবিবেক নিমিত্ত পুনঃ অবিশেষে প্রবর্ত্তন হই-তেছে অর্থাৎ এই সংসারে। ১৬ অ ২০।

উপভোগাদিতরস্য ॥৫॥

ইতরের উপভোগের নিমিত্ত ভোগ=ক্রিয়ার পূর্ব্বের অবস্থা তাহা হইতে ইতর অন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম এই ব্রহ্মে থাকার নাম উপভোগ, এ সকল ভোগ বস্তু দ্বারায় বস্তুর, আর উপভোগ অবস্তুর দ্বারা অবস্তুর, যাহা ক্রিয়াবানেরা জ্ঞাত আছেন। ৬অ ৫। ৬।

সম্প্রতি পরিমুক্তোদ্বাভ্যাম্ ॥৬॥

সম্প্রতি=এক সময়ে, দ্বাভ্যাম্=স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর। এক সময়েতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম এ উভয়ই প্রকৃষ্ট প্রকারে মুক্ত হয়েন। ৬অ ৯।

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা ॥৭॥

প্রায়ই স্থূল শরীর পিতা মাতা হইতে হয় কিন্তু ইতর যে ব্রহ্ম তাহা নহে। ৪অ ১৩।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগা-

দেকস্যনেতরস্য ॥৮॥

পূর্ব্ব=ব্রহ্ম, পূর্ব্ব উৎপত্তির ভোগ (এক হইয়া যাওয়া) তাহা তোমারি ব্রহ্মের নহে, তোমার চিহ্ন কি ? ৫অ ৭।

সপ্তদশকং লিঙ্গম্ ॥৯॥

তোমাতে ১৭টী চিহ্ন আছে—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত ও অহঙ্কার অব্যক্ত। ১৩অ ৬। ১৫ অ ৭।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥১০॥

বিশেষ বিশেষ কর্ম্মভেদে ব্যক্তিভেদ। ১৭অ ২।

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাত্তদ্বাদঃ ॥১১॥

তৎ=ব্রহ্ম, অধিষ্ঠান=বুদ্ধিতে স্থির হইয়া থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর ইহাই আশ্রয় এই দেহেতে তৎ=ব্রহ্ম ঐ ব্রহ্মের কথা প্রসঙ্গ বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ১৮অ ৪৯।

ন স্বাতন্ত্র্যং তদৃতে ছায়াবচ্চিত্তবচ্চ ॥১২॥

স্বাতন্ত্র্য=স্ব=নিজ ব্রহ্ম বিনা সকলেই পরতন্ত্র যেমত শরীর ও ছায়া চিত্তবৎ (কূটস্থবৎ) চিত্ত না দিলে কোন বস্তুরি লক্ষ্য হয় না। ১৮অ ৫৬।৫৭।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাত্তরং তরণিবৎ ॥১৩॥

মূর্ত্ত (উত্তম পুরুষ) এই উত্তম পুরুষ ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ হওয়া তাহা নহে,এ তরণির ন্যায় অর্থাৎ একটী মনুষ্য যেমন একখানি নৌকা হইতে নৌকান্তরে গমন করিলে মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হয় না, সেই প্রকার দেহের পরিবর্ত্তন হইলে উত্তম পুরুষের পরিবর্ত্তন হয় না, তিনি সকল দেহেতে সমান ভাবে আছেন, এই উত্তম পুরুষ কখন পাওয়া যায় যখন মৃত্তিকা জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে ও বায়ু যখন শূন্যেতে মিশাইবে তখন ঐ উত্তম পুরুষ পাওয়া যাইবে, এক্ষণে যাহা কিছু করিতেছ ভাবিতেছ এ সমস্তই ইচ্ছা এই ইচ্ছা মূলাধারে অর্থাৎ ইচ্ছা করিবামাত্র বায়ু মূলাধারে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় ব্যক্ত হয়, ঐ বায়ু

যখন মূলাধার হইতে সাধিষ্ঠানে স্থির হয় তখন বুদ্ধি স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলে মাটির গুণ যে ইচ্ছা তাহা থাকে না অর্থাৎ আমি নিশ্চয় জানি যে এই সার পদার্থ তাহা হইলে অন্য বস্তুতে মন যাইতে চাহে না মন স্থির হইলেই আর এদিকে ওদিকে যাইতে পারিল না, মন না যাইলেই ইচ্ছা হইল না কারণ মনই ইচ্ছা করে যদি মন ইচ্ছা না করিত তাহা হইলে মৃত দেহে সকলি হইত এই সাধিষ্ঠান হইতে বায়ু যখন মণিপূরে স্থির হইল তখন সমস্তই দর্শন হইতে লাগিল কারণ নাভিতে বায়ু যাইয়া তেজের দ্বারা দেখা যায় এই তেজ সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারে ও আলোতে সমভাবে রহিয়াছে আমরা অহঙ্কারে মোটা হইয়া সূক্ষ্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। মণিপূর হইতে বায়ু যখন অনাহততে স্থির হইল তখন না ডাকিতে সকলি উপস্থিত এই অনাহত হইতে যখন বায়ু বিশুদ্ধাখ্যে স্থির হইল তখন কূটস্থ উত্তম পুরুষ স্বরূপ স্থায়িভাবে সম্মুখে বিরাজমান তখন আমি কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নহি কারণ প্রভু সম্মুখে রহিয়াছেন আর তিনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন তদনুসারে কার্য্য সকল হইতেছে দেখিয়া মিথ্যা আমি এই অহঙ্কার চলিয়া যায় সুতরাং সোঽহং ব্রহ্ম। ১৮অ ৬১।

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ ॥১৪॥

সেই উত্তম পুরুষ ব্রহ্মের অণুস্বরূপ এইটী ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এই শ্রুতিবাক্য। ৮অ ৯।

তদন্নময়ত্বশ্রুতেঃ ॥১৫॥

তৎ = ব্রহ্ম অন্নময় এই শ্রুতি, অন্ন,অ শব্দে মুলাধার ন শব্দে নাসিকা, আবার ন অর্থাৎ মুলাধার হইতে নাসিকা ইনিই ব্রহ্ম। ৩ অ ১৪।

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূদকারদ্রবাজ্ঞে ॥১৬॥

পুরুষ = উত্তমপুরুষ। অর্থ = রূপ, এই উত্তম পুরুষের রূপ দেখিবার নিমিত্ত চিহ্ন সকল সম্যক্ প্রকারে চলিতেছে অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রেরই জন্ম ও নাশ হইতেছে। উত্তম পুরুষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকল যেমন পাচক পাক করে মাত্র আহার করেন রাজা সেই প্রকার নারায়ণ উত্তম পুরুষ সমস্তই ভোগ করিতেছেন ইন্দ্রিয় প্রস্তুত করিয়া খালাশ। ১৫অ ১৭।

পাঞ্চভৌতিকোদেহঃ ॥১৭॥

এই দেহ পঞ্চভূতে এই পঞ্চভূত ব্রহ্মময় তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে—আত্মার ক্রিয়া করিতে করিতে আকাশ ঐ আকাশই আত্মার রূপ—ঐ আকাশ হইতেই এই স্থূল আকাশ, এই আকাশ হইতে বায়ু,বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন (ব্রহ্ম), অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ, এই পুরুষ অন্নময়, মস্তক দক্ষিণ পক্ষ, আর আত্মা উত্তর পক্ষ, এই পক্ষিরূপ শরীর, রেতদ্বারা দাড়ি, চুল, নখ আর মাংসাদি স্ত্রীর রক্তে আয়ুর্ব্বেদে আছে, মাতৃরজতে ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লমরস, যকৃৎ,

প্লীহা, বুক, হাড়, গুহ্যদ্বার, অনাময়, পক্কাশয়, উত্তর গুদ ও অধর গুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূল অন্ত্র আর বপাবহন, পিতার শুক্র হইতে কেশ, দাড়ি, নখ, লোম, দন্ত, হাড়, শীরা, স্নায়ু আর আত্মা হইতে আয়ুঃ, আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ ও অপানের প্রেরণেতে ধারণ—আকৃতি, স্বর, বর্ণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার, প্রযত্ন এ সকল পিতার রেতঃ হইতে উৎপত্তি। মাতার আত্মার রস হইতে আরোগ্য, অনালস্য, অলোলুপ্ত, ইন্দ্রিয়ের আনন্দ স্বর, বর্ণ, বীজ, সম্পদ্, প্রহর্ষ, মাতা যেমন২ আহার করিবেন তদনুসারে শরীরের নিবৃত্তি ও বৃদ্ধি, পুষ্টি, তৃপ্তি, সাহস, আর সত্ত্বগুণে ভক্তি, শীল, শৌচ, দ্বেষ, ভাল দিকের স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণ, মার্দ্দব, গাম্ভীর্য্য, অনবস্থিতত্ব, মনের অণু লিঙ্গদেহেতে প্রবেশ করিয়া সৃজন করিলেন, সেই লিঙ্গদেহ তিনি সর্ব্বত্রে যাইতে পারেন অর্থাৎ মন সর্ব্বদেহকে ভরণপোষণ করিতেছেন, ইনি বিশ্বকর্ম্মা এবং বিশ্বরূপ, ইনি চৈতন্যস্বরূপ অধাতু অতীন্দ্রিয় মন এই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয় সকলকে সৃজন করিলেন। ১০অ ৩৩।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥১৮॥

সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি অর্থাৎ কূটস্থেতে লয় হওয়া, সেই চৈতন্য প্রত্যেকে অদৃষ্ট থাকে অর্থাৎ হয় না যতক্ষণ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ না হয় ও তিন লোকে যত কিছু আছে সকলের

অণুর মধ্যে প্রবেশ করায় সমুদয় এক না হয়। যখন এক হয় তখন চৈতন্য।৪অ ২৪।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥১৯॥

পঞ্চভূত মরণাদির অভাব এই প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছে। ২অ ২৪।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে
সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥২০॥

মদশক্তির ন্যায় অর্থাৎ মাতালের ন্যায়, মাতাল বলিলে আর কিছুই বাকি থাকিল না অর্থাৎ পাগল বিশেষ, উত্তর তাহা নহে যদি প্রত্যেক বস্তুতে প্রকৃষ্ট প্রকারে দৃষ্টি হইল আর সকলি এক হইয়া গেল তাহা হইলেই তৎ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মের উদ্ভব হইল। মাতাল যেমন অজ্ঞানাবস্থায় অন্ধকারে পড়িয়া থাকে সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যত কিছু এক দেখিয়া মাতালের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন মিথ্যা আমি থাকে না। ১৩অ ২৮।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥২১॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি, জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা তাহার নাম জ্ঞান আর সর্ব্বদা ঐ অবস্থা জানার নাম মুক্তি। ৪অ ৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।

বন্ধোবিপর্য্যয়াৎ ॥২২॥

জ্ঞানের বিপরীত বন্ধ ক্রিয়ার পর অবস্থা জানার নাম জ্ঞান,

এই জ্ঞানাবস্থা তিন গুণের অতীত আর তিন গুণে থাকার নাম অজ্ঞান অর্থাৎ বন্ধ।৫অ ১৬।

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়োবিকল্পৌ ॥২৩॥

নিয়ত=নিঃশেষরূপে যত=ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহাকে সংযম কহে, এই সংযম মুক্তির কারণ এই সংযম দুয়েতেই নাই (দুই নেশা ও কর্ম্ম) আর কেবলি যে কর্ম্মে আছে তাহাও নহে। ৪অ ৩৯।

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং
নোভয়োর্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥২৪॥

নেশা ও চৈতন্যে থাকায় অর্থাৎ নেশাতে রহিয়াছে অথচ জাগ্রতের ন্যায় সমস্ত শুনিতেছে, মায়াতে আছে ও নাই এমতাবস্থায় ব্রহ্মেতে পুরুষের লয় হওয়ায় যে মুক্তি তাহা হয় না। ৪অ ৩৮।৩৯।

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্ ॥২৫॥

ইতর অর্থাৎ ব্রহ্ম অত্যন্তিকম্=অতিশয় অন্ত যাহার কিম্বা অন্তকে যে অতিক্রম করিয়াছে ব্রহ্মের অত্যন্ত নাই অর্থাৎ অন্ত আছে (এই অন্তের যে অন্ত তাহা নাই এই নিমিত্ত অনন্ত) ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন যায় তখন তাঁহার অন্ত হয় আর যখন নেশাতে থাকে তখন আমি নাই অন্ত দেখে কে ? এই নিমিত্ত ব্রহ্ম অব্যক্ত অন্ত ও অনন্ত যাহা বলিবে তাহা নহে। ৮অ ২১।

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্ ॥২৬॥

ব্রহ্ম সঙ্কল্প অন্ত ও অনন্ত যেমন কোন বিষয়ের সঙ্কল্প হইল তাহা লাভ হওয়ার পর আর একটী সঙ্কল্প উপস্থিত এই প্রকার ধারাবাহী ও অন্তবিশিষ্ট সেই প্রকার একবার সৃষ্টি তাহার পর ধ্বংস আবার সৃষ্টি এই প্রকার ধারাবাহী চলিতেছে। ৯অ১০।

ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥২৭॥

ভাব=ক্রিয়ার পর অবস্থা, উপচয়=সকলের উপর হইতে লইয়া একটা ঠিক করা। ভাব হইলে শুদ্ধের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপচয় হয় ভাব ব্যতীত যত কিছু সকলি প্রকৃতির অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের, মনের কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু হয় সকলি তত্ত্বের, ভাব=ব্রহ্ম—তত্ত্বাতীত। ১৪অ ১৯।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥২৮॥

রাগ অর্থাৎ ইচ্ছা, হতি=নাশ করা, উপহতি=আপনাপনি নাশ হওয়া যখন আপনাপনি ইচ্ছা রহিত হয় তখন ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা অথবা একতানতা। ১৩অ ২৫।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥২৯॥

একতানতা অর্থাৎ রোধ, নিরোধ=নিঃশেষরূপে রোধ অর্থাৎ আটকাইয়া থাকা, বৃত্তি পঞ্চ প্রকার ক্লিষ্টাক্লিষ্ট ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে লেখা আছে বৃত্তির নিরোধ হেতু তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৩অ ৪৩।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥৩০॥

ধারণা নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া থাকা, আসন অর্থাৎ হৃদয়াসন, স্ব=নিজ, নিজের কর্ম্ম, ধারণা ও আসন যে নিজ কর্ম্ম মনে মনে ক্রিয়া করা দ্বারা তৎ=ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। ৪অ ৩০ অর্দ্ধেক।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥৩১॥

নিরোধ অর্থাৎ কুম্ভক, প্রচ্ছদ্দন ও বিধারণ দ্বারা কুম্ভক হয়। ৪অ ২৯।

ধারণাদেশবন্ধঃ ॥৩২॥

দেশ বন্ধের নাম ধারণা নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া থাকিলে কোন দেশে অর্থাৎ স্থানে লক্ষ্য থাকে না। ৮অ ১২।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥৩৩॥

স্থির অর্থাৎ নাভি হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া থাকিয়া হৃদয়ে স্থির হইয়া ব্রহ্মেতে যে সুখ সেই আসন। ৬অ ১১।

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥৩৪॥

স্বকর্ম্ম=ক্রিয়া, স্ব=নিজ, আশ্রম যে ক্রিয়া করিতেছে অর্থাৎ প্রাণায়াম ওঁকার ক্রিয়া ইত্যাদি, নিজাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম স্বকর্ম্ম তাহাতেই স্থির হইলে সুখমাসন হয়। ৬অ ১১।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥৩৫॥

বৈরাগ্য=ইচ্ছারহিত হওয়ার দ্বারায় ও অভ্যাসের দ্বারায় স্থির সুখমাসন হয়। ৬অ ৩৫।

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥৩৬॥

বৈরাগ্যাভ্যাসের বিপরীত এই পঞ্চ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চক্লেশ ক্রমশঃ—তমোমোহ, মহামোহ, তামিস্রান্ধ, তমিস্র, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট ইত্যাদি। ১৩অ ২০। ১৪অ ৭।৮।৬।১০।১২।

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধাতু ॥৩৭॥

অষ্টবিংশতি ধাতুর কোন শক্তি নাই, শক্তি পুরুষের, মোক্ষের শক্তি অলৌকিক। ১৪অ ২৬।২৭। ১৫অ ১৭।

একাদশধাবুদ্ধিঃ ॥৩৮॥

বুদ্ধি একাদশ প্রকার=পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়, এই পঞ্চের বিপরীত পঞ্চ এই দশ আর যে জ্ঞানের দ্বারায় বিপরীত ও যথার্থ বুঝিতে পারা যায় এই এক, সমষ্টি ১১। ৬অ ৪৩।

তুষ্টির্নবধা ॥৩৯॥

সিদ্ধিরষ্টধা ॥৪০॥

অধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারি প্রকার—(১) প্রকৃতি আখ্যা, অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা যে তুষ্টি হয়, (২) উপাদানাখ্যা=প্রকৃতি সম্বন্ধেতে যে তুষ্টি অর্থাৎ অপরের সুখে যে তুষ্টি, (৩) কালাখ্যা তুষ্টি=সময়

দ্বারা যে তুষ্টি অর্থাৎ সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া কিছু-কাল জীবিত থাকা ইত্যাদি, (৪) ভোগার্থ্যা তুষ্টি=অর্থাৎ আমার আমার বলিয়া যে তুষ্টি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার তুষ্টি—জিহ্বার =স্বাদে, কর্ণের=শ্রবণে, চক্ষের=দর্শনে, নাকের=ঘ্রাণে, ত্বচার=স্পর্শে, এই ৯ প্রকার তুষ্টি। অষ্ট সিদ্ধি—(১) সুমন্ত্রণার দ্বারা যে সিদ্ধি তাহাকে উহাং সিদ্ধি কহে, (২) শব্দাদি দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাকে জ্ঞাত সিদ্ধি কহে, (৩) অধ্যয়নের দ্বারা যে সিদ্ধি তাহাকে অধ্যয়নাৎ সিদ্ধি কহে। তিন প্রকার দুঃখের শান্তিতে যে সুখ তাহাকে ত্রিধা সুখ কহে, (৪) আধ্যাত্মিক, (৫) আধিভৌতিক, (৬) আধিদৈবিক, (৭)আপনার প্রয়োজনেতে সুজন প্রাপ্তে সিদ্ধি, (৮) দান করিয়া পাপ নাশ হইল মনে মনে সঙ্কল্পরূপ সিদ্ধি। এই নয় প্রকার তুষ্টি ও আট প্রকার সিদ্ধি। ১৬অ ১।২।৩।১৬।১৮। ১২অ ১৪। ১০অ ৫। ১৮অ ৫১।৫২।৫৩ হইতে ৫৮। ৮অ ৩।৪।

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥৪১॥

ইতর সকলের হানি বিনা অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয় সকল নাশ ব্যতীত ঐ সকলের ইতর যে ব্রহ্মশক্তি তাহাতে যাওয়া যায় না। ১৪অ ২৫।২৬।২৭।

দৈবাদিভেদাব্রহ্মাস্তম্বপর্য্যন্তং
তৎকৃতে সৃষ্টিরবিবেকাৎ ॥৪২॥

দৈব আদি করিয়া অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম যে শূন্য ইনি সর্ব্ব-

ত্রেতেই সমানভাবে ভেদরূপে রহিয়াছেন অর্থাৎ মনুষ্য, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি বৃক্ষ হইতে যবের আঁটি পর্য্যন্ত তৎ (ব্রহ্ম) এই সকল সৃষ্টি অবিবেক হেতু তাঁহারি অর্থাৎ ব্রহ্মেরি কৃত, বিবেক অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অবিবেক তাহার বিপরীত, দৈবাদি ভেদ ১৪ প্রকার, ৮প্রকার দৈবসৃষ্টি (১) ব্রাহ্মী, (২) প্রাজাপত্য, (৩) ইন্দ্র, (৪) দৈত্য, (৫) গন্ধর্ব্ব, (৬) যক্ষ, (৭) রাক্ষস, (৮) পিশাচ। যাহা ক্রিয়া করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই দেবলোক। তির্য্যক্ যোনি পঞ্চ প্রকার—(১) পশু, (২) পক্ষী, (৩) ফড়িঙ্গ, (৪) কীট, (৫) স্থাবর। (১) মনুষ্য এই ১৪ এই সকল ভিতরে এবং বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪অ ১৯। ১৩অ ৩২।৩৪।১৬।১৭।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥৪৩॥

যেমন যেমন ঊর্দ্ধে যাইবে তেমন তেমন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে ও দৈবযোনি দেখিতে পাইবে আর যেমন যেমন অধোতে আসিবে তেমন তেমন সত্ত্বের ও দৈবযোনির হ্রাস হইবে, প্রথমে ব্রহ্মে থাকিবে, (২) নেশাতে (৩) জ্যোতিঃ, (৪) চক্ষে অর্থাৎ কূটস্থে রজোগুণের বাহুল্য প্রযুক্ত সত্ত্বগুণের সহিত তিনগুণ মিলিত হইয়া (১) দ্বন্দ্ব (২) মোহ (৩) ফলাকাঙ্খার সহিত কর্ম্ম, তমোগুণের আধিক্যতে পেটুক ও অনাচারী, যাহা শাস্ত্রেতে আছে, দৈবী (১) ব্রাহ্মী সৃষ্টি (২) প্রাজাপত্য (৩) মরীচি আদি (৪) ইন্দ্র। রজোগুণের বাহুল্যে (১) দৈত্য

(২) গন্ধর্ব্ব (৩) যক্ষ। তমোগুণের বাহুল্যে রাক্ষস ও পিশাচ। আর মনুষ্যের মধ্যে উর্দ্ধেতে আধিক্য হইলে ঋষি হয়। ১৪ অ ১৪ হইতে ১৮।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥৪৪॥

এই উর্দ্ধ ও অধোগতিতে তাঁহার পুরুষার্থ ও স্বার্থ যখন নাই তবে এ সকল কেন? এ বিচিত্র কর্ম্ম বলিয়া পুরুষের প্রধান চেষ্টা গর্ভাবস্থা স্ত্রীলোকের ন্যায়, সন্তান ভাল থাকিবে ও হইবে বলিয়া গর্ভবতীকে যেমন ভাল আহার ও সুস্থ রাখা হয় কিন্তু কি হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই কিন্তু যখন গর্ভ হইয়াছে তখন একটা যাহা হয় কিছু হইবেই হইবে এ যেমত বিচিত্র সেই প্রকার পুরুষের বিচিত্র চেষ্টা। ১৪ অ ১৫। ১৩ অ ৩০।

আবৃত্তেস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তর যোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥৪৫॥

আবৃত্তি অর্থাৎ মন দেওয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থায় উত্তরোত্তর যোনিতে যোগ দেওয়ায় ক্রমেতে হেয় হইয়া আইসে, প্রথমে আনন্দ এই আনন্দের পরে ক্রমে মনে হয় যে আমাকে অমুক কার্য্য করিতে হইবে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে নেশা ছাড়িয়া যায় ও বিষয়েতে মন আইসে তাহার পর বিষয়ে আবৃত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার কথা আর মনে হয় না তখন হেয় হয়। ১৬ অ ৭। ১৪ অ ১৭। ৭। ৮।

ন কারণলয়ে কৃতকৃত্যতামগ্নবদুত্থানাৎ ॥৪৬॥

কারণে লয় না হইলে করার যে কার্য্য তাহা করা হইল না ডুবিয়া উঠার ন্যায় অর্থাৎ যে জলে মগ্ন রহিয়াছে সে একবার মস্তক উঠাইলে যেমন তাহার জল হইতে উঠা হইল না সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল না। ১৫অ ১৯। ১৪অ ২৬।

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥৪৭॥

অকার্য্যেতে যোগ হইলেই (অর্থাৎ ব্রহ্মেতে) ব্রহ্মের বশে হইয়া যাইয়া এই প্রকার অকার্য্যই হইয়া পরে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যোগ ও তাহা হইতে ফিরিয়া আইসা অর্থাৎ নেশাতে ও বিষয়ে উভয় দিকেই রহিয়াছে। ১২অ ২। ১১অ ৫৫। ৬অ ৪৭।৩১।২৯। ২৫।২৮।৩০।

স হি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্ববর্ণেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি ॥৪৮॥

সেই পুরুষের, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে সুখ ছিল সেই পূর্ব্ব সর্গ তখন সকলের কারণ যে ঈশ্বর তাহাতে লীন হইয়াছিল তখন নিজেই ছিল না সর্গান্তর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে আনন্দ অর্থাৎ নেশা তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয় অর্থাৎ সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায় আর সকল বর্ণের ঈশ্বর হয় অর্থাৎ কোন বর্ণ সেখানে নাই কারণ বর্ণ সকল তত্ত্বের মধ্যে আর ঈশ্বর

তত্ত্ব ছাড়া এই নিমিত্ত ঈশ্বর বর্ণাতীত, অবর্ণ আর তখন আদি পুরুষ যে উত্তম পুরুষ তদ্রূপ হইয়া যায় এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সকলেরি ক্রিয়া করা আবশ্যক, সেই উত্তম পুরুষ সত্ত্ব-রজস্তমঃ তিন গুণে সমান রকম থাকিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি যাহা সমুদয়ের কারণ ভিতরে লীন হইয়া থাকেন, সেই আনন্দময় ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা গীতাতে বলিয়াছেন (ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত) এই আত্মা যখন মহৎ হইলেন অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন এই ত্রিগুণ মহত্তাবৃত হইয়া ইহার বিপরীত অর্থাৎ এক্ষণে কিছুই জানিতে পারিতেছি না তখন প্রাজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববর্ণেশ্বর আদি-পুরুষ এই জীব হয়েন, তন্নিমিত্ত সেই পর যে ঈশ্বর তাহার বশে সকলেই যাইতে চাহে ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদে লেখা আছে যেখানে জাগ্রৎ স্বপ্ন কোন কামনা নাই কোন স্বপ্ন দেখে না এই সুন্দর রূপ শয়ন (ক্রিয়ার পর অবস্থা) আর সুষুপ্তির স্থানটী এক হইয়া যায় অর্থাৎ প্রাণ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ইহারি নাম প্রকৃষ্টরূপে জানা, মেঘের ন্যায় অন্ধকার আনন্দময়, যখন আনন্দভুক্ কূটস্থে অর্থাৎ চিত্তেতে আসিলেন তখন তিনি ভালরূপে জানিতে পারিলেন এই তৃতীয় পাদ নাভিস্থিত যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। ১২অ ২০। ১৫অ ১৯।

ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধেদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥৪৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন তিন গুণ এক হইয়া প্রাণ যখন তাহাতে প্রবেশ করে তখন আর কোন ইচ্ছা থাকে না এই

প্রথম সিদ্ধি (২) সিদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অবস্থা অর্থাৎ নেশা যাহাতে থাকিয়া সকল দেখিতে শুনিতে ও জানিতে পারা যায় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। ১২অ ৬।৭।৮।১০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বা-
দুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥ ১ ॥

প্রধান=উত্তম পুরুষ। পরার্থং=পর=শ্রেষ্ঠ, অর্থ=রূপ। এই সৃষ্টি উত্তম পুরুষের সকলের শ্রেষ্ঠ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে থাকিবার নিমিত্ত স্বয়ং হইয়াও এই সকল ভোগ করিয়াও তিনি কুঙ্কুমবাহী উষ্ট্রের ন্যায় অর্থাৎ কুঙ্কুমবাহী উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুমের কিছুই জানে না কেবল বহন করা মাত্র সেই প্রকার এই উত্তম পুরুষের সৃষ্টি করা। ৬ অ ২১। ৩১। ২ অ ৭১।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ২ ॥

উত্তম পুরুষ তিনি অচেতন হইয়াও ক্ষীরের ন্যায় চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বৎস প্রথমে স্তন টানিয়া টানিয়া দুগ্ধ আনিল তাহার পর অন্য ব্যক্তি বৎসকে তাড়াইয়া দিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিল গোরুটী যদিও দেখিতেছে যে বৎস দুগ্ধ পান করিতেছে না তত্রাচ গোরুটী আপনাপনি অচেতনের ন্যায় দুগ্ধ দিতে থাকে সেই প্রকার ক্রিয়া রূপ দোহন দ্বারায় সেই উত্তম পুরুষ, ক্রিয়ার পর অবস্থা যে চৈতন্যরূপ জ্ঞান তাহা

দান করেন তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় গোরুর অন্যেকে দুগ্ধ দেওয়ার ন্যায় অবস্থান্তরেতে রাখেন। ৬ অ ৩১। ২১। ৮। ৪। ৫ অ ২৪। ১১। ১৪।

কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্বা কালাদেঃ॥ ৩॥

সেই উত্তম পুরুষ অচৈতন্য হইয়াও চেষ্টা (ক্রিয়া) করিতেছেন দেখা যাইতেছে আর কালেতে তাঁহার যে কর্ম্ম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) তাহাও হইতেছে। ৫ অ ১২।

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ॥ ৪॥

ভৃত্য যেমন কর্ত্তার সেবা স্বভাবত করিয়া থাকে সেই প্রকার প্রধানের মন না থাকিলেও পুরুষার্থের অর্থাৎ পুরুষের রূপ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা চেষ্টা করেন। ৫ অ ১৪।

কর্ম্মাকৃষ্টের্বহনাদিতঃ॥ ৫॥

কর্ম্ম আপনাপনি আকর্ষণ করে ইহা অনাদি ক্রমান্বয় হইয়া আসিতেছে। ৫ অ ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১৯। ২০।

বিরক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ
প্রধানস্য সূদবৎ পাকে॥ ৬॥

পাচক যেমন পাক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হয় সেই প্রকার প্রধান অনাদিকাল সৃষ্টি করিয়া বিরক্তি হেতু নিবৃত্তি বিরক্তিবশতঃ বৈরাগ্য। ৫ অ ২৯।

ইতর ইতর তত্ত্বদ্দোষাৎ ॥ ৭ ॥

ইতর (ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা) তাহার ইতর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যদিও নেশাতে আছে তথাপি মন কিয়ৎপরিমাণে তত্ত্বে আসিতেছে ও ক্রমেতে মন অন্য দিকে যাইতেছে, অন্য দিকে যাওয়ার নাম দোষ। ৬অ ৪। ২৪। ১২ অ ১৬।

দ্বয়োরেকতরস্যোদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৮ ॥

উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতিতে আছেন যে জীব তিনি ও উত্তম পুরুষ এই উভয়ের একের একতরের অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লয় হওয়ায় যে ঔদাসীন্য অর্থাৎ উর্দ্ধে বসিয়া থাকা ইহাকে অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ কহে। ৬ অ ৫।২২।২৫।২৮।৩২।

অন্যস্মিন্নুপরাগোঽপি ন বিরামত্য
প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরাগঃ ॥ ৯ ॥

সেই পুরুষ অন্য তত্ত্বে ইচ্ছা করিলেও ব্রহ্ম হইতে প্রকৃষ্ট প্রকারে বুদ্ধির সহিত তাঁহার যে বিরাম তাহা হয় না সর্পেতে রজ্জু ভ্রমের ন্যায়। ৯ অ ৪। ৫। ৬।

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপরাগেঽ-
বিবেকোনিমিত্তম্ ॥ ১০ ॥

পুরুষ তিনি নিরপেক্ষ হইয়াও প্রকৃতির উপরাগে অবিবেক-হেতু তাঁহার বিরাম নাই। ৯ অ ১০।

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥১১॥

নর্ত্তকীর ন্যায় প্রবৃত্তি হইয়াও নিবৃত্তি হয় চারিতার্থের নিমিত্ত যেমন বাইজি নাচিতেছে দর্শকদিগকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত সকলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেই বাইজির নিস্তার হইল অর্থাৎ নৃত্য হইতে ক্ষান্ত হইল সেই প্রকার মন তিনি সন্তোষের নিমিত্ত সকল তত্ত্বে নাচিয়া বেড়াইতেছেন পরে ক্রিয়ার পর চরিতার্থ হইয়া স্থির হয়েন। ৯ অ ১২। ১৩।

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং
প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥ ১২ ॥

সেই পুরুষের দোষ হইলেও তিনি অন্য দিকে গমন করিতেছেন না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ত্যাগ করিতেছেন না, যেমন কুলবধূ পতি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছে জানিয়াও সে যেমন অন্য পুরুষে উপগতা হয় না সেই প্রকার পুরুষ অন্য তত্ত্বে যাইয়াও ক্রিয়ার পর অবস্থা ত্যাগ করেন না। ৯ অ ৯।১৪।

নৈকান্ততোবন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্য-
বিবেকাবিবেকাদৃতে ॥ ১৩ ॥

বিবেক ও অবিবেক বিনা পুরুষের একান্ত বন্ধ ও একান্ত মোক্ষ হয় না অর্থাৎ একান্ত বিবেকেতে পুরুষের একান্ত মোক্ষ আর একান্ত অবিবেকেতে পুরুষের একান্ত বন্ধ অর্থাৎ পুরুষ যখন প্রকৃতির অধীন হইলেন তখন বন্ধ আর প্রকৃতির অতীত যখন তখন মোক্ষ। ৯ অ ৮। ৯। ১৩।

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥১৪॥

প্রকৃতি পুরুষকে সামঞ্জস্যাৎ অর্থাৎ জড়াইয়া থাকার নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ পশুর ন্যায় অর্থাৎ পশুর গলায় দড়ি দিয়া রাখিলেই বন্ধ আর দড়ি খুলিয়া দিলেই মুক্ত। ৯ অ ২৮। ১০ অ ২০।

রূপে সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং
কোষকার বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥১৫॥

প্রধান যে আত্মা তিনি ৭ রূপেতে বন্ধ হয়েন (১মহৎ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, ২ অহঙ্কার ও পঞ্চতত্ত্ব) রেসমি পোকা ও মাকড়্সার মত। ১৮ অ ৩১। ৪ অ ৬। ৩ অ ৩৯। ২৭।৫।

নিমিত্তত্ব অবিবেকস্য ন দৃষ্টান্তহানেঃ ॥১৬॥

অবিবেকের নিমিত্ত বিবেক (এক হওয়া) দ্বারায় দৃষ্টান্তের হানি হয় না, উত্তম পুরুষ উপরের লিখিত ৭ রূপে বন্ধ। বিজ্ঞান, মন, প্রাণ ও অন্ন এই চারিকোষে আবদ্ধ করিয়া প্রধানের আত্মাকে বন্ধ রাখিয়াছে সেই আত্মাই পুরুষ, যখন তিন গুণ এক হইল তখন আনন্দময় কোষ ও আত্মার মুক্তাবস্থা লিঙ্গ পুরাণোক্ত সনৎকুমার বলিতেছেন, পশুপতি, পশু, পাশে নিবদ্ধ ও মুক্ত কে ? শৈলাদি বলিলেন তত্ত্ব—পশু, আর পশুকে যিনি জানিতেছেন তিনি পশুপতি অর্থাৎ রুদ্র তিনি অবিনাশী সেই রজ্জ্বরি ক্রিয়াতে মুক্ত অর্থাৎ রজ্জুকে খুলিয়া দেওয়া রূপ

ক্রিয়া এই দশ ইন্দ্রিয় পাশ অন্তঃকরণ আর পঞ্চভূত ক্রিয়া করিলেই মুক্ত। ৩ অ ৪০। ৪১।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥১৭॥

তত্ত্বের অভ্যাসে অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় যে সকল দেখা যায় তাহা ত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বিবেক তাহাই সিদ্ধি। ১৫ অ ৬। ৩ অ ২০ হইতে ২২।

অধিকারিভেদান্ন নিয়মঃ ॥১৮॥

ত্রিবিধ বিবেক ভেদে অধিকারী উত্তম, মধ্যম, অধম, মধ্যম ও অধমের মুক্তি হয় না, উত্তমের মুক্তি হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর্ম্ম ভোগের ন্যায় মধ্যম বিবেক আর ক্রিয়ার পর অবস্থা উত্তম বিবেক, ক্রিয়া না করিয়া যে অবস্থা অধম বিবেক। ১৪ অ ২৬। ২৭। ১৯। ২০। ১১ অ ৫৪। ৫৫।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥১৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার বাধা যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে নেশা সে মধ্যবিবেক কারণ সে নেশা অবস্থায় সকল করিতেছে। ১৪ অ ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

জীবন্মুক্তশ্চ ॥২০॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত। ১৪ অ ২৬। ২৭। ৬ অ ২১। ২২। ৫ অ ২৭। ২৮।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥২১॥

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া একটী দেশ পাওয়া যায়, আর গুরুর কৃপায় উপ = অন্য দেশ দেখিতে পাওয়া যায় যেমন উপদেবতা ইত্যাদি। উপদেশ পাইয়া ক্রিয়া করিয়া গুরু যে পদ দেখাইয়াছেন সেই প্রকাশ রূপ পদ (গুরুর ন্যায়) পাইয়া সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। ৪ অ ৩৪। ৩৫।৩৬।

ইতরথান্ধ্যপরম্পরা ॥২২॥

সেই সিদ্ধাবস্থা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহাদিগের মন সম্যক্ প্রকারে অন্য দিকে রহিয়াছে তাহারা পরম্পরা অর্থাৎ তাহাদিগের গুরু পরমগুরু পিতা পিতামহ পর পর সকলেই অন্ধ। ১৬ অ ১৯। ২০।

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ ॥২৩॥

চক্রভ্রমণের ন্যায় এই শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছে, দণ্ড উঠাইয়া লইলে চক্রের বেগ থাকে সেই প্রকার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত এই শরীর পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে। চক্রের বেগ শেষ হইলে চক্র যেমন স্থির হয় সেই প্রকার শুভ কর্ম্মের ফল যখন উপস্থিত হয় তখন ক্রিয়া করিয়া মুক্ত হয় আর জন্ম হয় না। ১৫ অ. ১০।

সংস্কারাল্পতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥২৪॥

সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি হইলেও সংস্কারের অল্পতা হেতু শরীর

ধারণ করেন। সংস্কার=সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে করা (কৃতাত্মা) যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে কৃতাত্মা না হইতেছেন ততক্ষণ অল্পতা রহিয়াছে যখন সম্পূর্ণরূপে কৃতাত্মা হইলেন তখন আর শরীর রাখেন না। ১৫ অ ১১।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ
কৃতকৃত্যা নেতরান্নেতরাৎ ॥২৫॥

বিবি=দুই এক হওয়া, নিঃশেষ=যাহার শেষ নাই অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা। সর্ব্বদা হইলে অন্যদিকে মনের বৃত্তি যায় না—ইহা হইলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল। ১৫ অ ১৫। ২০।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥১॥

তত্ত্বের উপদেশ হেতু রাজপুত্রবৎ।

তত্ত্ব=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম।

রাজা=কূটস্থ ব্রহ্ম, স্থির।

এই তত্ত্বের ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ পুত্রের ন্যায় অর্থাৎ স্থিরত্ব পদ পাইয়া প্রকৃত আমি কে প্রাপ্ত হওয়া। ইহাকেই বিবেক কহে। ১২ অ ১৪। ১৫।

পিশাচবৎ অন্যার্থোপদেশেঽপি ॥২॥

পিশাচ=সদাচারের বিপরীত, পিশাচের ন্যায় অন্য উপদেশ ও ক্রিয়া করার নাম সদাচার ক্রিয়া ব্যতীত অন্য সকল পৈশাচার; গুরু, মন্ত্র ও একটী দেবতা বলিয়া দিলেন, কিন্তু দেবতা দেখিয়া শিষ্যের মনে হইতে লাগিল এ দেবতা নহে খড় ও মাটির দ্বারায় একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত এইরূপ একাগ্র চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্রমে শূন্য তাহার পর ক্রমে অজ্ঞাতরূপে যদিও ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু ঐ অবস্থার আনন্দ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিলেন না এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নাম পিশাচ। ১৬ অ ২৩।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৩॥

বারম্বার উপদেশ দ্বারায় হইবে অর্থাৎ প্রাণায়াম ওঁকাব ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারায় ও সর্ব্বদা গুরূপদেশ শুনিতে শুনিতে বিবেক হয় একেবারে হয় না। ৬ অ ৪৫।

পিতাপুত্রবদুভয়োদৃ´ষ্টত্বাৎ ॥৪॥

পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে দেখিতে দেখিতে একটী ভাব হয় সেই প্রকার কূটস্থ ও আত্মা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে ভাব হয় ভাব হইলেই কল্যাণ, পিতার কথা পুত্র সর্ব্বদা মনে রাখিলে পুত্রের যেমন কল্যাণ হয় সেই প্রকাব আত্মাতে মন যদি সর্ব্বদা থাকে তবে মনেব কল্যাণ হয়। ৬ অ ১৫। ৫। ৬।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগাবিযোগাভ্যাম্ ॥৫॥

সেই সুখী ও দুঃখী পুরুষ আহার সুখ ও দুঃখের ত্যাগ ও অবিয়োগ ভিন্ন হয় না শ্যেনপক্ষীর ন্যায়।

সুখ এবং দুঃখেতে বিশেষরূপে যোগ হওয়াতে সুখী ও দুঃখী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিশেষরূপে মনোযোগ না করিলে সুখ দুঃখ ত্যাগ হয়, যেমত বাজপক্ষী হঠাৎ এক টুকুরা মাংস ঠোঁটে করিয়া উড়িয়া যাইতেছে আর একটী বাজপক্ষী হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া তাহার ঠোঁট হইতে মাংস টুকুরা কাড়িয়া লইতে যাওয়ায় উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল বিবাদ করিতে

করিতে মাংস টুকুরা পড়িয়া গেল মাংস নাই দেখিয়া উভয়ে খুন্ন হইয়া উড়িয়া গেল, সেই প্রকার মনুষ্য সুখ ও দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত এক কষ্টকর ইচ্ছা হইতে অন্য কষ্টকর ইচ্ছাতে যাইয়া দুইটীর একটী সিদ্ধি না হইলে আরো কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু নেশাখোরের ন্যায় অনাসক্ত হইয়া করিলে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় কষ্ট পাইতে হয় না।

শ্যেনপক্ষী যেমন শীকার অন্বেষণ করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে ভেক ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, সেইরূপ মন ও পক্ষীর ন্যায় সুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা একটী বিষয় হইতে অপরটী এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া অবশেষে চাউল ভাজা খাইয়া রসগোল্লার সুখ ভোগ করেন। ৬ অ ৩২।

অহিনির্ল্বয়নীবৎ ॥৬॥

পুরুষ প্রকৃতিতে থাকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি থাকেন সাপের খোলস ছাড়ার ন্যায় অর্থাৎ সাপ খোলস ত্যাগ করিয়া যেমত স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে সেই প্রকার পুরুষ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া পরাপ্রকৃতির সহিত স্থির হইয়া থাকে পুরুষ যখন প্রকৃতিতে তখন চঞ্চল আর যখন ব্রহ্মে তখন স্থির। ১৪ অ ২৬।

ছিন্নহস্তবদ্ধা ॥৭॥

কাটা হতে অথচ লাগান আছে সে হাতে যেমন কিছু কর্ম্ম করিতে পারে না সেই প্রকার প্রধান, ক্রিয়ার পর অবস্থায়

কাটা হাতের মত কোন কিছু করিতে পারে না। ১৪ অ ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥৮॥

সাধনাতে না থাকিয়া ও তাহা চিন্তা না করিয়া অন্য দিকে মন রাখাতেই বদ্ধ ভরতের ন্যায়, ভরত, ভ=শব্দে চিবুক, র=চক্ষু, ত=দন্ত, যাহারা সর্ব্বদা এই তিন স্থানে থাকে তাহারা মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৬ অ ১৩।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ
কুমারীশঙ্খবলয়বৎ ॥৯॥

বহু=শব্দে অনেক, এক আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে যোগ অর্থাৎ আত্মা হইতে রহিত হইয়া মন অন্য বস্তুকে ধারণা ও চিন্তা করে এবং ঐরূপ চিন্তা সর্ব্বদা সমানরূপে করে এইরূপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু চিন্তা করাতে বিরোধ অর্থাৎ বিগত রোধ, রোধ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বিনা প্রয়াসে আপনাপনি হয়, ইহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে কামক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দ্বারায় আবদ্ধ হইয়া একেবারে যায় এই রিপু সকলের মূল ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা অন্য বস্তুতে হওয়ায়, ঐ রোধ যাহা আর ক্রিয়া না করায় হয় না, যে অবরোধই ভগবানের রূপ, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে, অবরুদ্ধ রূপোঽহং। যেখানে আমিও নাই সুতরাং আমার কোন লক্ষিত বস্তুও নাই যখন এক হইল তখন আর কোন

শব্দের বিরোধ নাই অর্থাৎ আর কোন শব্দেতে মন যায় না। নিঃশব্দের যে শব্দ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, দুই থাকিলেই শব্দ যখন এক হইল তখন আর শব্দ কই, তখন নিঃশব্দই ব্রহ্ম তন্নিমিত্ত শিব-সংহিতাতে কথিত আছে—নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে, একেতে মিলিয়া থাকিলে আর কোন শব্দ বা গোলযোগ নাই যেমত কুমারীর শঙ্খ ও বলয় যতক্ষণ বালা ছাড়া অর্থাৎ আত্মা ছাড়া শাঁখাতে মন আছে অর্থাৎ অন্য বস্তুতে মন আছে ততক্ষণ শব্দ গোলযোগ শাঁখার ঝম্ ঝম্ শব্দ বাজিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে অর্থাৎ বস্তুন্তর মন যাইতেছে যখন বাজিতে বাজিতে সমস্ত শাঁখা ভাঙ্গিয়া গেল যখন আর কিছুই থাকিল না অর্থাৎ সকলেতে মনের অনাসক্তি দৃষ্টি থাকিল কেবল বলয়রূপ কুম্ভকমাত্র অর্থাৎ একমাত্র রোধ থাকিল তখন আর কোন শব্দ নাই কারণ তখন দুই এবং বহু সকলের নাশ হইল তখন এক বালা স্বরূপ অবরুদ্ধ, এই ব্রহ্মের, এই শরীরে অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিজে রোধ হইল, আর কোন শব্দের গোলমাল থাকিল না তখন দ্বন্দ্বাতীত হইল সদা অন্য বস্তুতে আসক্তি না থাকায়, আত্মাবৈ গুরুরেকঃ তিনিই এক, স্বরূপ তাঁহাতেই থাকিবে। ১৩ অ ১১। ১২।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥১০॥

পিঙ্গলা=রজোগুণ।

আশা রহিত হইলে পুরুষ সুখী হয়েন পিঙ্গলার ন্যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমি থাকে না যখন আমি নাই তখন

কোন বস্তুই নাই ও বিদেহ যখন কোন বস্তু কি আমি পর্য্যন্ত নাই তখন কাজে কাজেই আশারহিত সুতরাং সুখী, সু= সুন্দররূপে খং ব্রহ্ম সুন্দররূপে ব্রহ্মে থাকিলেই সুখ, অর্থাৎ মনোনীত রূপে ব্রহ্মেতে থাকিয়া সদা আশা পাশ হইতে মুক্ত থাকেন, যেমত রজঃ পরে তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া অন্যান্য বস্তুর আগ্রহ পূর্ব্বক মনোনিবেশ করতঃ যে সমুদয় আশাতে বদ্ধ, তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রোধ হয় আপনাতে আপনি থাকায় এই নিমিত্ত পুরুষ সুখী হয়েন। ৩অ ৩০। ৬অ ১৮।১৯।২০। ২১।২২।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখীসর্পবৎ ॥১১॥

যখন স্থির থাকে তখন ব্রহ্মেতে থাকিয়া সুখী যেমত কুলকুণ্ডলিনী আদিপুরুষ ব্রহ্মেতে থাকিয়া সুখী। ৬ অ ৪৭।৩২।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষটপদবৎ ॥১২॥

ক্রিয়া করিয়া ষট্‌চক্রে থাকিয়া সারব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২১। ২২।

ইষুকারবৎ নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥১৪॥

ইষু শব্দে বাণ, বাণ যে প্রস্তুত করে তাহাকে ইষুকার কহে, ইষুকার যখন বাণের অগ্রভাগ প্রস্তুত করে তখন দাবা খেলার ন্যায় মনঃসংযোগ করিয়া বাণ প্রস্তুত করে কারণ বাণের অগ্রভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সরল ইষুকার যদি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অন্য-

দিকে মন করে তাহা হইলেই বাণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে অসরল হেতু সেই প্রকার আত্মার সূক্ষ্মাবস্থা যে সুযুম্না তাঁহাকে প্রাপ্তি হইবার নিমিত্ত ইষুকারের ন্যায় একাগ্রচিত্তে আত্মক্রিয়া করিতে হয় ইহার রূপক মহাভারতে অর্জ্জুনের দ্রোণাচার্য্যের নিকট বাণ পরীক্ষা, অর্থাৎ যেমত জলে জল মিশাইয়া যায় তদ্রূপ এক অবরোধ হইলে সমাধি, ব্রহ্ম হইতে অন্যদিকে মনাসক্তি হইলেই সমাধির হানি। সময় ত্যাগ করিবে না। ১৩ অ ১১। ১২। ১২ অ ৬। ৭।৮।২। ১০ অ ৯। ৯ অ ১৪। ৮ অ ১৪।১২।৮।৭।৭ অ ১৮। ৬ অ ৩০।২৮।১২। ৫ অ ৩।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানার্থক্যং লোকবৎ ॥১৪॥

কৃত নিয়ম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি ইহা দ্বারা যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছে।

লঙ্ঘন=উহাতে অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে না থাকে (ছাড়া থাকে)। অর্থ স্বরূপ=অনর্থ। অস্বরূপ=আপনাতে আপনি থাকে না লোকেতে ও যে আপনাতে আপনি না থাকিল সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত ও মোহিত হইয়া ঐ সকল শত্রুর ঘরে থাকে আপনার ঘর যে ব্রহ্মযোনি তাহাতে থাকে না ধারণা, ধ্যান ও সমাধি স্মরণ করিবে। ১৮ অ ৫৭। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৪৯। ৪৮।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥১৫॥

তৎ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অন্ত ব্রহ্মেতে একীভূত

হইয়া থাকা, বিস্মরণ অর্থাৎ উহাতে না থাকা, ভেকী প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেমন ভেকী জল দেখিলেই লাফাইয়া জলে পড়ে সেই প্রকার মন পঞ্চতত্ত্বের দিকে আসক্তি পূর্ব্বক তাকাইলেই (চক্ষের দ্বারা) মনের গতি হয়, তাৎপর্য্য প্রকৃতির বশে থাকিবে না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কৃতাত্মা হইয়া আত্মাতেই সর্ব্বদা থাকিবে। ১৪ অ ৭।৮।৫। ৬। ৩ অ ১৭।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥১৬॥

কেবল কথায় উপদেশ শুনিয়া কৃতকৃত্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল মনে করিলে করা হয় না অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত না করিলে করা হয় না, পরামর্শ=পর শব্দে ব্রহ্ম, মর্শ=দুঃখ, অমর্শ=সুখ, সুখে পরব্রহ্মেতে থাকা, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে কৃতকৃত্য হয় না, বিশেষ রুচি পূর্ব্বক ক্রিয়া না করিলে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রথমে ব্রহ্মেতে থাকিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা দ্বারায় আত্মার ক্রিয়া করিয়া। ৬ অ ২৮। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ১৫। ৫ অ ১১। ১২। ৪অ ৩২। ২১। ১৮। ৩ অ ৩৯। ৩২। ৩৩। ২৭। ২অ ৬৯। ৪২।

পরামর্শোদৃষ্টেস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥১৭॥

পরামর্শ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ব্রহ্ম এ সকল ইন্দ্রের অর্থাৎ চক্ষের। ৬অ ২১।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা
সিদ্ধির্বহুকালং তদ্বৎ ॥১৮॥

প্রণতি=ওঁকার ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বারম্বার থাকিয়া অনেক কালের পর ব্রহ্মবৎ হইতে পারে। ১০অ ১০।১১। ৬অ ৪৫। ৬। ৭।

ন কালনিয়মোবামদেববৎ ॥১৯॥

কালের নিয়ম নাই বামদেব অর্থাৎ মহাদেবের ন্যায় ভবানীর ভ্রূভঙ্গিতে নেশা আর এই নেশাতেই সকলি। ১৪অ ২৬।২৭। ১২অ ১৪।

অধ্যাস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ
যজ্ঞোপাসকানামিব ॥২০॥

ক্রমাগত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া কর্ম্মোপাসকের ন্যায়।

অধ্যাস্ত রূপোপাসনা=অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা পারম্পর্য্য অর্থাৎ প্রথমে দেবাদি দর্শন পরে আত্মার শক্তিবোধ অর্থাৎ আত্মাই শক্তি এই বোধ হইবে—আত্মা পুরুষ, ইনি শরীরস্থ হওয়াতে প্রকৃতি=শম্ভুর মূর্ত্তি ক্রিয়ার পর অবস্থা, বামদেব= অহঙ্কার (অহং ব্রহ্ম) সদ্যোজাত=ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেতে লয় আত্মার পরিপুরুষ, চক্ষু (অঘোর), জিহ্বা (বামদেব), ঘ্রাণ (সদ্যোজাত), জিহ্বা (ঈশান), হস্ত (বামদেব), উপস্থ

(সদ্যোজাত), আকাশ (ঈশান), বায়ু (পুরুষ), রূপ (অঘোর), রস (বামদেব), গন্ধ (সদ্যোজাত), আকাশ (আদিদেব), অত্র্য-র্জ্জিত (দহন), তোয় (বামদেব), বিশ্বম্ভর (সদ্যোজাত), শিবের উপাসনাতে সিদ্ধি, কূটস্থই মহাদেব।

যজ্ঞাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া সুখ সিদ্ধি হয়।

কূটস্থেতে থাকিলে বৈরাগ্য, লোকপ্রাপ্তি সিদ্ধি হয়।

কাম্যকর্ম্মের সন্ন্যাসে সত্যলোক সিদ্ধি হয়।

ইচ্ছারহিত হইলে বিষ্ণুলোকে স্থিতি সিদ্ধি হয়।

পরমাত্মার উপাসনায় কৈবল্য সিদ্ধি হয়।

শিবের পঞ্চরূপ—

১। আদিদেব...ক্ষেত্রজ্ঞ...ঈশান...শ্রোত্র...বাক্...শব্দ...আকাশ।

২। ঈশ্বর ......পুরুষ ...পরমাত্মা...ত্বক্.. হস্ত...স্পর্শ...বায়ু।

৩। অত্র্যর্জ্জিত...অঘোর ..মহাদেব...চক্ষু...পাদ...রূপ...তেজ।

৪। মহাদেব...বামদেব...মহাদেব...জিহ্বা ..গুহ্য...রস...অপ।

৫। বিশ্বম্ভর...সদ্যোজাত... প্রাণ...ঘ্রাণ · উপস্থ · গন্ধ...ক্ষিতি।

৬অ ২৫।২৬।২৭।

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নি-

যোগতোজন্মশ্রুতেঃ ॥২১॥

ইতর লাভ অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার মায়াতে আবদ্ধ ইহার জন্ম পঞ্চাগ্নি যোগেতে প্রমাণ শ্রুতি।

নিম্ন হইতে উপরে।		উপর হইতে নিম্নে।
১।	ভূত	অক্ষর
২।	অন্ন	ব্রহ্ম
৩।	পর্জ্জন্য	কর্ম্ম
৪।	যজ্ঞ	যজ্ঞ, এই যজ্ঞের দ্বারা নিত্য আইসা ও যাওয়া।
৫।	কর্ম্ম	পর্জ্জন্য
৬।	ব্রহ্ম	অন্ন
৭।	অক্ষর	ভূত

মৃত্যু হইলে যেমন প্রাণ বহির্গত হইলেন সেই সঙ্গে শরী-রের অগ্নি সূক্ষ্মরূপে হাড়ে হাড়ে, ধূমে ধূমে, অর্থাৎ প্রাণ বাক্ বাকে অর্চি, অঙ্গার অঙ্গারে, কাল কালে, কালে=বিস্ফুলিঙ্গ (১) এই প্রকারে সূক্ষ্ম আত্মা দেহত্যাগ করিলেন ইনি অবর্ণ, জ্যোতিস্বরূপ, ইনিই উত্তম পুরুষ, ও ইনিই প্রাণ, এই প্রাণ কৃষ্ণবর্ণ অণু হইয়া এক পক্ষ থাকিলেন পরে দক্ষিণাদিত্যে ছয় মাস রহিলেন, তাহার পর এক মাস পিতৃলোকে (কূটস্থ ব্রহ্মে) কূটস্থ হইতে চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মনে চন্দ্রলোক হইতে অন্ন (ব্রহ্মে) এই অন্ন (২) দেবতারা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ দেবতারাও সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ঐ চন্দ্রলোক হইতে মেঘ হইয়া এক বৎসর মেঘ ও বিদ্যুতে থাকিয়া পরে বৃষ্টি (৩) তাহার সমিৎ হাড় অর্থাৎ পৃথিবী (৪) ঐ বৃষ্টি হইতে অন্ন সকল এই অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে হাড় আর ধূম হইতে প্রাণ, অর্চি হইতে বাক্, অঙ্গার হইতে

চক্ষু, স্ফুলিঙ্গ হইতে কাল এই অগ্নির আহুতিতে অর্থাৎ এই শরীরে যে পুরুষ আছেন তিনি ভোজন করায় রেতঃ উপস্থই সমিৎ হইতেছে, ধুম হইতে লোম, অর্চি হইতে যোনি, ঐ অন্ন ভোজনে যে রেতঃ তাহা হইতে পুরুষ হইল, এই পুরুষ আকাশে নির্ম্মিত এই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে অন্ন হইতেছে ঐ পুরুষের বায়ু হইতে অগ্নি হইতেছে এইরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এইরূপ সমস্ত লোকের পুনরাবৃত্তি আছে তাহার পর ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ক্রিয়া করিতে করিতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তিনি অক্ষর তাঁহাতে আটকাইয়া থাকিয়া অমর পদ পাওয়া।

ভূত
অন্ন
পর্জ্জন্য
যজ্ঞ ১।
কর্ম্ম
ব্রহ্ম
অক্ষর

১। এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যাহারা করে তাহারা ঊর্দ্ধে না যাইয়া পুনরায় ভূতে যাইয়া পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করে আর যাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারায় ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা যে অক্ষর তাহাতে আসিয়া স্থির হইলেন তাঁহা-রাই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, স্থিরের মুক্তি চঞ্চলের যাওয়া ও আইসা। ৩অ ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৯। ২৪।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসাম্বুক্ষীরবৎ ॥২২॥

ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হইতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা রহিত

হইয়াছে তাহারি বিরক্তি তাহারি অগ্রাহ্য বস্তুর হানি হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তুতে মন যায় না যাহা কি অগ্রাহ্য বস্তু হইতেছে যেমত হংসে জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে। ১৮অ ৬৬।৬৫।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।

লব্ধাতিশয় যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥২৩॥

অতিশয় লাভের যোগেতে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন হইল তখন আর কিছুই থাকিল না তখন ব্রহ্মের ন্যায় হইয়া যায়। ১২অ ২০।১৫।৭।২। ৯অ ৩৪।২৯। ৮অ ২৮।২২।১৪।১৫। ৮।৭।

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥২৪॥

ইচ্ছা দ্বারায় উপহত হইলে ব্রহ্মপদকে পায় না অর্থাৎ বদ্ধ হয় শুকপক্ষীর ন্যায় অর্থাৎ যেথানে সেথানে যাইয়া অপর কর্ত্তৃক বদ্ধ হয় সেই প্রকার মন ব্রহ্ম ছাড়া তত্ত্বে থাকিলে এক না এক তত্ত্বে বদ্ধ হইবেক। ১৮অ ৫৩।৫১।৪৯।১৬।

গুণযোগাদ্বন্ধঃ ॥২৫॥

(সত্ত্বং রজঃ তমঃ) এই তিন গুণেতে আবদ্ধ আর গুণাতীত হইলে মুক্ত। ১৪অ ২৬।২৫।১৯।২০।৭। ১৩অ ৩০।

ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥২৬॥

ইচ্ছা রহিত না হইয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিলে বন্ধ হইতে মুক্ত হয় না। ৯অ ২২।

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥২৭॥

ভোগ ও রাগ এই উভয়েতেই দোষ আছে। ১৩ অ ৯। ৯ অ ২১।

ন মলিনচিত্তস্যাপ্যুপদেশবীজ
প্ররোহোঽজবৎ ॥২৮॥

মলিন চিত্ত ব্যক্তির উপদেশ রূপ বীজেতে কোন রূপ উৎপত্তি হয় না অজের ন্যায় অর্থাৎ মরুবৎ। ১৬ অ ২১। ২৩। ১৮ অ ৬৭।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপভাঃ পঙ্কজবৎ ॥২৯॥

যেমন পদ্মকে উপযুক্ত জলে রোপণ না করিলে পদ্ম হয় বটে কিন্তু প্রভাবিশিষ্ট হয় না সেই প্রকার বীজ বপন করিলেই অঙ্কুর হয় কিন্তু প্রভাবিশিষ্ট হয় না। ৯ অ ৩০। ৩১।

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধি-
বদুপাস্যসিদ্ধিবৎ ॥৩০॥

ভূতি অর্থাৎ দেখা শুনা। ভূতি যোগেতে কৃতকৃত্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থা (সুনিষ্কল সমাধি) তাহা হয় না। ১৮ অ ১৬। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥১॥

হৃদয়ে স্থির হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে ফলের নিষ্পত্তি অর্থাৎ শেষ হয় না তৎ=ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সিদ্ধি কেবল ক্রিয়ার দ্বারায় হয়। ৮ অ ১৪। ১৫।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥২॥

বুদ্ধিতে স্থির থাকা আনন্দ ও আপনার উপকারের নিমিত্ত যেমন আপন উপকারের নিমিত্ত অর্থাৎ আরাম জন্য কাহারো উপর কর্ম্মের ভার দেয়। ১৪ অ ২৬। ১৮ অ ৬৬। ৫৬।

পারিভাষিকোবা ॥৩॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা কথার দ্বারায় প্রকাশ হইতে পারে না, কারণ ইহা অব্যক্ত ও নিজবোধরূপ কথিত আছে। ২অ ২৫। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাত্ ॥৪॥

ইচ্ছারহিত না হইলে ব্রহ্মেতে সিদ্ধি নাই, প্রতি শব্দে

উণ্টা, নিয়ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে সংযম কারণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম=যাঁহার দ্বারায় সমস্ত ইচ্ছা হইতেছে সেই ইচ্ছার উণ্টা (ক্রিয়ার পর অবস্থা) এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন থাকাতেই সেই ব্রহ্মেতে সিদ্ধি। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ আপনা আপনি আত্মায় থাকা যেমন জীব আপনাপনি রহিয়াছে। ১০ অ ৩।৪।৫।৯ অ ২২।

তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তিঃ ॥৫॥

ব্রহ্মেতে যোগ হইলেই যে নিত্যই মুক্তি তাহা হয় না কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥৬॥

পুরুষ ও প্রকৃতি যোগেতে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তবে প্রথমে ইচ্ছা ইহার আপত্তি আর প্রমাণ অভাবে অর্থাৎ ব্রহ্ম সদৃশ না থাকায় ব্রহ্ম সিদ্ধি হয় না।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥৭॥

দুই না থাকিলে সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ এক হইলে দুই থাকে না সুতরাং সম্বন্ধ নাই অতএব সম্বন্ধের অভাবে অনুমান নাই।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥৮॥

ইহাও শুনা যায় যে প্রধানের কার্য্যত্ব আছে অর্থাৎ আইসা ও যাওয়া।

ন বিদ্যাশক্তি যোগোনিঃসঙ্গস্য ॥৯॥

যিনি ইচ্ছারহিত তিনিও যদি অন্য দিকে মন দেন তাহা হইলে তাঁহার ও ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে না।

তদ্যোগে ততসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥১০॥

ব্রহ্মযোগে ব্রহ্মসিদ্ধি তবে পরস্পরের আশ্রয়ত্ব হইল।

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদি সংসারশ্রুতেঃ ॥১১॥

বীজ অঙ্কুরের ন্যায় নয় সংসারের আদি আছে শুনিতে পাওয়া যায়। ১৩ অ ৩২। ১০ অ ৪১। ৪২। ৩ অ ১৪। ১৫ ১৬। ২ অ ২৮।

বিদ্যতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাদপ্রসক্তিঃ ॥১২॥

বিদ্যার অন্যত্ব অর্থাৎ অবিদ্যা অর্থাৎ না জানা অবিদ্যাতে ব্রহ্মে প্রসক্তি বাধা করে অর্থাৎ উভয়েতেই ব্রহ্ম আছেন যখন তুমি; জান না তখন থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান এই নিমিত্ত তোমার নিকট অবিদ্যাতে ব্রহ্ম প্রসক্তির বাধা। ৬ অ ২৪ হইতে ৩০

অবাধে নৈষ্ফল্যম্ ॥১৩॥

যদ্যপি বাধা নাই অর্থাৎ উভয়েতেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তবে নিষ্ফলত্ব। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ১৪।

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্ ॥১৪॥

তবে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে জগতের বাধা দিতেছে। ৫ অ ১৭। ১৮। ১৯। ২০ ২১। ২২।

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ ॥ ১৫ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তদ্রূপ হইলেই আদিত্বকে পাইল অর্থাৎ যেখান হইতে হইয়াছে, বিদ্যার বিপরীত অবিদ্যা, বিদ্যা উভয়েতেই আছে তবে বিদ্যাই আদি অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম। ৫ অ ২৯।

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥১৬॥

ক্রিয়া করা মিথ্যা নহে কারণ তাহার ফল বিচিত্র, ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৪অ ৩০। ৩২।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥১৭ ॥

আপ্তের উপদেশ দ্বারায় দূর শ্রবণ দূরদর্শন ও দূর শক্তির চিহ্ন দ্বারায় সেই ব্রহ্মের সিদ্ধি। ১৪অ ১১। ৪। ১৩অ ৩৪। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ১৮ ॥

নিয়ম নাই, প্রমাণের অবকাশ আছে অর্থাৎ সকল সিদ্ধি যে একদিনে একেবারে হয় তাহা নহে ক্রমশঃ হয়, যেমত অনু- মান প্রত্যক্ষ প্রমাণ তেমত দূর শ্রুতি দূর দর্শন ও দূর শক্তি

ক্রমশঃ কিছু কিছু দিন আট্‌কাইয়া থাকিয়া প্রত্যেকের প্রকাশেতে হয়। ৬অ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

উভয়ত্রাপ্যেবম্‌ ॥ ১৯ ॥

উভয়ত্রই ঐরূপ অর্থাৎ দূর দর্শন ও দূর শক্তি এই উভয়ত্রই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। ৬অ ৩০। ২৫।

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্‌ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মাদির মধ্যে অন্তঃকরণ ধর্ম্মত্ব অর্থাৎ অনুমান প্রত্যক্ষ ও প্রমাণের অন্ত আছে তাৎপর্য্য সকল ধর্ম্মেরই অন্ত আছে। ৫ অ ২২। ২অ ১৮।

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ ॥২১ ॥

ত্রিগুণ সম্বন্ধে যে অত্যন্ত বাধা তাহা নহে। অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেতে থাকায় যে কখন অনুভব হয় না এমত নহে অর্থাৎ অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই অনুভব হইয়া থাকে। ১০ অ ১৫। ১০। ৯ অ ৩৪। ২। ৭ অ ২৮। ১৯। ৬ অ ৩১। ৩২।

পঞ্চাবয়বযোগাচ্চ সুখসম্বিত্তিঃ ॥ ২২ ॥

মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ যোগেতে সুখ অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বিত্তি প্রাপ্তি হইয়া তাহাতে থাকা। ৮ অ ১২। ৬ অ ১৮। ২৫। ৫।

ন সকৃৎ গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ=আট্‌কাইয়া থাকা, সিদ্ধি=যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অর্থাৎ যেখানে কোন বস্তু ও আমি নাই তখন সিদ্ধি।

ছান্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে;—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সেই প্রত্যক্ষ একবার উপদেশ গ্রহণেতে হইবে না। ১৩ অ ১১। ১২ অ ৮। ৯। ২। ১০ অ ১৫। ৮। ৯। ১০। ১১। ৯ অ ৩৪। ১৪। ৮ অ ৮। ৭। ৭ অ ২১। ২২। ৬ অ ৪৭। ৩৬। ৪ অ ২১। ৩ অ ৪৩।। ২ অ ৪৮। ২৯।

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাপ্তি=বিশেষরূপে আপ্তি অর্থাৎ নিঃশেষরূপে সংযত অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া সূক্ষ্মরূপে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া চলা অথবা উভয়েরই একভাব অর্থাৎ ত্রিগুণরহিত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনা প্রসক্তেঃ ॥ ২৫ ॥

কল্পনা=বস্তু যাহা যথার্থ কর্ত্তৃক মিথ্যা তাহাকে সত্য ভাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বদা থাকা। তত্ত্বান্তর না হইলে বস্তুর কল্পনা প্রসক্তি হয়। ৬অ ২৮। ৪। ২। ৫ অ ২৮। ২৩।

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২৬ ॥

আচার্য্য=কূটস্থ ব্রহ্মেতে যিনি থাকেন।

নিজ শক্ত্যুদ্ভব অর্থাৎ আপন শক্তির দ্বারায় উদ্ভব হইয়াছে

যে ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহাকে আচার্য্যেরা নিজ শক্ত্যুদ্ভব কহিয়া থাকেন ১২ অ ২। ৯ অ ২২। ১৪। ৭ অ ২৮।

ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥২৭॥

স্বরূপ অর্থাৎ নিজরূপ প্রমাণ ভগবদ্গীতা গুণেভ্যশ্চ পরাং বেত্তি মৎভাবঃ সোধিগচ্ছতি ক্রিয়ার পর অবস্থা। শক্তি=যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার নিয়ম=নিঃশেষরূপে যম অর্থাৎ আপনাতে আপনি আট্‌কাইয়া থাকা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার শক্তি যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অনুভব হয় তাহাই যে নিয়ম তাহা নহে কারণ পুনর্ব্বার প্রসক্তি পূর্ব্বক কথা বার্ত্তাতে আনিয়া ফেলে নিঃশেষরূপে যে স্থিতি তাহা থাকে না ১০ অ ২। ৩। ৯ অ ২২।৭ অ ৫। ৬ অ ২৩। ১৭ ১৫। ৩ অ ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৫। ২ অ ৭০। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৫৫। ৪৪।

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ২৮ ॥

বিশেষণ=গুণ। অর্থ=রূপ। অনর্থক্য=রূপ নহে অর্থাৎ রূপের গুণ সকল। নিজের রূপে না থাকিলেই রূপের গুণেতে প্রসক্তি হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর যে গুণাতীতাবস্থা তাহাতে না থাকিলেই গুণেতে প্রসক্তি হয়। ১০ অ ১৫। ১৮অ ১৬। ২১ ৩ অ ৫।

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তিশ্চ ॥২৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ ইহার পল্লবাদি

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সকল অনুভব শক্তি হয়, পল্লবাদিতে মন দিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার উপপত্তি থাকে না যেমন দর্পণে মুখ দেখিলে দর্পণ দেখা যায় না। ১৬ অ ৫। ৬ অ ২২।

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩০ ॥

আধেয়=যিনি আধারে আছেন। নিজ=ব্রহ্ম।

আধেয়ের শক্তির সিদ্ধি হইলেই নিজ শক্তির যোগ হয় আর ন্যায়পূর্ব্বক সমান হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধেঃ ॥ ৩১ ॥

এই সিদ্ধির সম্বন্ধ ক্রমশঃ তিনেতেই আছে অর্থাৎ আপ্তোপদেশে, অনুমানে ও প্রত্যক্ষে অর্থাৎ ক্রিয়া পাওয়া, রূপ দেখা ও অনুভব পদ। ৪ অ ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

ন কার্য্য নিয়মউভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥

কার্য্যের মধ্যে যে সকল ব্রহ্মের অণু, আর কারণ যে ব্রহ্ম এই উভয় অদর্শন হেতু কার্য্য করিলেই যে নিয়ম হইল তাহা নহে। ৭ অ ২৮। ৬ অ ২৩। ৫ অ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থা প্রতীতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যুৎপন্ন=বিশেষরূপে উৎপন্ন অর্থাৎ যাহা আপনাপনি হয়।

বেদ=জানা। অর্থ=রূপ।

ব্যুৎপন্ন লোকেতে ও জানার যে অর্থ তাহা জানিলেও প্রতীত জন্মে না সংশয় থাকে অর্থাৎ বিনা গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস জন্মে না। ৪অ.৩৪। ৩৮।

ন পৌরুষেয়ত্বাৎ বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ॥৩৪॥

বেদের অর্থাৎ জানার বিষয় যাহা তাহা অপৌরুষেয়ত্বাৎ নহে অর্থাৎ পুরুষ যিনি তিনি জানিতেছেন তবে জানার যে অর্থ অর্থাৎ রূপ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়ের অতীত হেতু প্রতীতি হয় না। ৩ অ ৪২। ৪৩।

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো বেদধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ॥৩৫॥

যজ্ঞাদি=সমস্ত কার্য্য, কার্য্যমাত্রেই যজ্ঞ।

স্বরূপ=নিজের রূপ, এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

কার্য্য সকল জানিবার ধর্ম্মত্ববিশিষ্ট থাকা হেতু স্বরূপের প্রতীতি হয় না। ৪ অ ১৬। ১৭।

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিশেষরূপে উৎপত্তি দ্বারায় নিজশক্তি জানা যায়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজশক্তি বিশেষরূপে অবচ্ছেদ হইয়া যায় কারণ তখন আমি বুদ্ধি থাকে না। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বত্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩৭॥

উপযুক্তই হউক আর অনুপযুক্তই হউক আপ্তদিগের উপদেশ শুনিয়া করিলেই প্রতীতি জন্মে প্রতীতি জন্মাইলেই ব্রহ্মের সিদ্ধি, অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর ঐ নিজ বোধরূপ অবস্থা পাইলেই বিশ্বাস তখন বিশেষ যত্নের সহিত ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকায় ব্রহ্মের সিদ্ধি। ৮ অ ১২। ৪ অ ২৩। ২১। ৬ অ ৩২। ৪ অ ৩৪।

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩৮ ॥

জানা শুনার নিত্যত্ব নাই অর্থাৎ জানিতে হইলেই দুই হইল আর দেখার নাম জানা সেই দেখাও সর্ব্বদা থাকে না, দেখিল কিয়ৎকাল পরে আর দেখিতে পাইল না তবে যখন কার্য্যত্বতে আইসে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার যখন ফল হয় (এই ফলের নাম কার্য্যত্ব) তখন শ্রবণের সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ শুনিতে পায়, তাহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে, (বিশ্বরূপস্য আত্মকার্য্যা) আত্মার ক্রিয়া করিতে করিতে যখন স্থির হইল অর্থাৎ এক হইল তখন এই বিশ্বের দেখা শুনা যাহা কিছু সকলি হইল, ইহা হইলেই আত্মার কার্য্য হইল যেমন বাহিরের কার্য্য সকল দেখা যাইতেছে সেই প্রকার ক্রিয়াদ্বারায় ভিতরের সমস্ত সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়— ইহারি নাম কার্য্যত্ব,প্রথমে জানা ও শুনা এই জানা শুনা বেদের দ্বারায় অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ॥৩৯॥

পুরুষের অভাবে পৌরুষেয়ত্ব নাই। ৩ অ১১। ৬ অ ৫। ৬।

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥৪০॥

অপৌরুষেয়ত্ব হেতু বীজ অঙ্কুরের ন্যায় নিত্যত্ব নাই অপৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহা নিয়ত থাকে না অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে পুরুষে আইসে যেমত একবার বীজ হইতে অঙ্কুর আবার ঐ অঙ্কুর হইতে বীজ যখন বীজ তখন অঙ্কুর নাই যখন অঙ্কুর তখন বীজ নাই কিন্তু ব্রহ্ম নিত্যই রহিয়াছেন। ৩ অ ১৪। ১৫। ১৬।

তেষামপিহি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥৪১॥

ব্রহ্মের যোগে দৃষ্ট বাধাদি প্রসক্তি হওয়ায় তাহাদিগেরো দর্শনাভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা দেখিতে না পাওয়ায় তখন বীজ, অঙ্কুর, অপৌরুষেয়ত্ব সকলেরই বাধা হইতেছে। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

যস্মিন্ ন দৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎপৌরুষেয়ম্ ॥৪২॥

যে অবস্থাতে দৃষ্টি না থাকিলেও কৃতবুদ্ধি জন্মায় তাহাই পৌরুষেয়ম্ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় দৃষ্টাদির বাধা হইলেও তাহার পরব্রহ্মের অর গুদ্বারায় আলৌকিক কাণ্ড সকল দর্শন

করিয়া মনে হয় যে আমার কৃত বুদ্ধি জন্মিয়াছে এই পৌরু-ষেয়ম্। ৬ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥৪৩॥

নিজ শক্তি দ্বারায় অভিব্যক্ত যে সৎ তিনিই প্রমাণ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে অলৌকিক ক্ষমতা তাহা ক্রিয়ার দ্বারায় অভিব্যক্ত এই ক্ষমতাই সৎ ও প্রমাণ্য। ৭ অ ২৬। ৬ অ ২৮। ২৯।

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥৪৪॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং তাহার পর অলৌকিকতা সমস্ত যদি সৎ হইল তবে অসতাখ্য কেন জানা শুনাই বা কোথায়। ৬ অ ২১। ২২।

ন সতোবাধদর্শনাৎ ॥৪৫॥

বাধা দর্শন হেতু সৎ নাই। ১৩ অ ১৩।

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥৪৬॥

অনির্ব্বচনীয়ের ব্রহ্মাভাব হয় না অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় যাহা তাহার অভাব হয় না, কারণ সে নিত্যই রহিয়াছে। ১৩ অ ১৪।

সদসৎখ্যাতির্বাধাবাধাৎ ॥৪৭॥

সৎ এবং অসৎ এই দুই খ্যাতি যখন আছে তখনি বাধা এবং অবাধা রহিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সৎ, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অসৎ।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পরের অবস্থার বাধা হইতেছে—

ক্রিয়ার পর অবস্থা।

বাধা—আট্‌কাইয়া থাকা * ক্রিয়ার পর অবস্থা—

সৎ, ভাব, নিত্য বাধার বাধা অবাধা।

১। সত্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাকে অসত্য ভ্রম।

* আট্‌কাইয়া থাকাবস্থা অনির্ব্বচনীয় নিজ শক্তির পর

২ বাধা ক্রিয়ার পর অবস্থা এই অবস্থাকে বাধা দিতেছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা সেই অবাধা অসৎ যাহা সূত্রেতে আছে।

অবাধা—আট্‌কাইয়া না থাকা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা যখন আট্‌কাইয়া না থাকা জ্ঞান হইতেছে।

অসৎ, অভাব, অনিত্য অবাধার বাধা বাধা।

১। অসত্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরের অবস্থা তাহাকে সত্য ভ্রম আমি আট্‌কাইয়াছিলাম এখন নাই এই অবস্থার নাম অবাধা অবাধা ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা এই অবস্থাকে বাধা দিতেছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই বাধা সৎ যাহা সূত্রেতে আছে।

অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ছিল না আত্মার ক্রিয়ার দ্বারায় ঐ অবস্থা হইল এই সৎব্রহ্ম।

১৩ অ ১৩।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটঃ শব্দঃ ॥৪৮॥

প্রতীতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে জানা (আমি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বড় আনন্দে ছিলাম) অপ্রতীতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যিনি জানেন না, না জানিয়া কি যে করিতেছেন ও বলিতেছেন ও কে যে করিতেছে ও বলিতেছে তাহার ঠিক নাই কিন্তু এটি বোধ আছে যে কেহ বা কিছু ইহার মধ্যে আছে আবার কখন তাহাও বোধ হইতেছে না, স্থিরত্ব পদ না পাওয়াতে সর্ব্বদাই মন অস্থির, অস্থির মনের ঐ রূপ অবস্থা ইহাও অর্থাৎ প্রতীতি ও অপ্রতীতি স্ফোট শব্দের দ্বারায় প্রকাশ হইতে পারে না কারণ মহৎ পরব্রহ্মেতে থাকিয়া আপনাপনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এক ব্রহ্ম হওয়াতে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে না থাকায় অণুস্বরূপে একেবারে প্রকাশ হয়, যেমত ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তেমনি তাঁহার শব্দও অনির্ব্বচনীয় তাহা প্রকাশিত চলিত শব্দের দ্বারায় ব্যক্ত হয় না। ২অ ২৪। ২৫। ২৯। ৪৫। ৫০। ৬৬। ৭২।

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যত্ব প্রতীতেঃ ॥৪৯॥

সেই অনির্ব্বচনীয় শব্দ নিত্য নয় কারণ সকল সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় না কেবল তাহার কার্য্যের দ্বারায় প্রকাশ ও প্রতীতি হয় যেমত একটী বাগানের প্রাচীর পড়িয়া গেলে এইটী অনুভব হইল ঐ এক সময়ে বাগান ও প্রাচীর দর্শন পড়িয়া যাওয়া পড়নের শব্দ শুনা ইত্যাদি সমস্তই একেবারে

এক সময়ে দেখা শুনা হইল আর বাগানে যাইয়া অনুভব রূপ সমস্তই প্রত্যক্ষ হইল তখন কার্য্যের দ্বারায় বিশ্বাস হইল কিন্তু এই অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না। ৯ অ ১১। ৭। ৮ অ ২১।

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য ॥৫০॥

পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথমে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ দ্বারায় যে প্রকাশ মনেতে, পরে প্রত্যক্ষ, যেমত উপরের প্রাচীর পড়া, একটী ঘট অন্ধকারে আছে তাহার প্রকাশ প্রদীপ স্বপ্রকাশবশতঃ ঘট দেখা গেল সেই প্রকার ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশে স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে অন্ধকাররূপ আবরণ রহিত হইল, স্বপ্রকাশ যতক্ষণ থাকিল অর্থাৎ প্রদীপ যতক্ষণ ততক্ষণ ঘট দেখা, সেই প্রকার স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাহা রহিত হইলে যে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাই রহিল কিন্তু অন্ধকার আর আলো এ দুয়েতেই পরব্যোম আছেন তবে প্রকাশে প্রকাশ আর অপ্রকাশে অপ্রকাশ। ৮অ ২১। ৬অ ৪৭। ২৯। ৪ অ ২৭।

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥৫১॥

সৎকার্য্যসিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাই সাধনের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই সিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে আর কোন অন্য বস্তু থাকিল না সুতরাং সমুদয় প্রাপ্তি ও সিদ্ধি। ১৪ অ ২৬। ২৭। ৬ অ ৪৭।

নাদ্বৈত আত্মনালিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥৫২॥

নাদ্বৈত আত্মনা=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যাহার আত্মা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

অলিঙ্গাৎ=এক হইলে আর প্রভেদের কোন চিহ্ন থাকিল না। সেই ব্রহ্মের ভেদের বিশ্বাস হইতেছে কারণ ক্রিয়ার পর এক অবস্থা ছিল এক্ষণে আর এক অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা বোধ হইতেছে। ৬অ ২০। ২১। ২২।

নানাত্মাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥৫৩॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মাতে আত্মা না থাকিয়া ব্রহ্মেতে মিলিয়া গেলেন তখন কে প্রত্যক্ষ করিতেছে যে তাঁহার বাধা হইল। ৭ অ ৩০। ১৫।

উভাভ্যাং তেনৈব ॥৫৪॥

ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারায় আত্মা ও জ্ঞান এক হইয়া যায়। ৬অ ২১। ২২।

অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥৫৫॥

অবিবেকীদিগের সম্বন্ধে অন্য ও পরত্ব। বিবেক অর্থাৎ এক হওয়া যাহাদিগের এক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় নাই তাহারা অন্য অর্থাৎ যাহা লোকে লৌকিকেতে করিতেছে আর ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থা পরত্ব, এই উভয়ের অন্য ক্রিয়ার

পর অবস্থা যাহা অলৌকিক। ৭ অ ২৫। ২৮। ২৪। ৮ অ২১। ২২। ১৬।

আত্মানবিদ্যা নোভয়ং জগদুৎপাদনকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ ॥৫৬॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং মায়া এই উভয়ই নিঃসঙ্গহেতু জগৎ উৎপাদনের কারণ নহে। ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা না জানার এই উভয়ের পর যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহা ব্যতীত অবিদ্যা (না জানা) আত্মা উভয়েতেই কিন্তু জগৎ উৎপাদনের কারণ নহে কারণ বিদ্যার সহিত যোগ অর্থাৎ সঙ্গে না হইলে উভয়ে-রই কিছুই উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নাই নিঃসঙ্গহেতু নিঃসঙ্গ অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ গীতা ১৩ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক।

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥৫৭॥

একের আনন্দ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়, চিৎ= কূটস্থ রূপত্বহেতু দুই কারণ কূটস্থ যখন দেখা যাইতেছে তখন এক জন দেখিতেছে আর যখন এক তখন আনন্দ ভোগ করে কে? এ দুয়ের ভেদ যখন দেখা যাইতেছে অর্থাৎ আত্মা যখন পরমাত্মাতে লয় হইতেছেন তখন আনন্দভোগের কেহ নাই আর যখন কূটস্থ দেখা যাইতেছে তখন দুই রহিয়াছে। ৮অ ২০।

দুঃখনিবৃত্তেগৌণঃ ॥৫৮॥

দুঃখের নিবৃত্তি গৌণানন্দ (গৌণমুক্তি) অর্থাৎ অল্পকাল ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থায়ী। যখন একের আনন্দ নাই অর্থাৎ

এক হইলে আনন্দভোগ করে কে ? আর এক না হইলে আনন্দ আছে কি না তাহা বলা যায় না, যখন এক হওয়ায় আনন্দ ভোগ করে কে এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে একেতে আনন্দ যাহা একত্ব দূর হইতে হইতে এবং এদিকে অর্থাৎ বিষয়ে আসিতে না আসিতে বোধ হয়, তৈত্তিরীয়োপনিষদে লেখা আছে—য দ্বৈতৎ তৎসুকৃতম্ রসো বৈ সরসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি অর্থাৎ সুকৃত অর্থাৎ সুন্দর রূপ করা যারায় ব্রহ্মেতে যাইয়া একটী রস লাভ হয় (রসপানে আনন্দ হয়) এই রস লাভ হইলেই আনন্দ যাহা দ্বৈতে বোধ হয়। ৬ অ ২২।

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্ ॥৫৯॥

বিমুক্তি=নিত্যই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা।

মন্দ ব্যক্তি সকলের সম্বন্ধে (অর্থাৎ যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কার্য্য করিয়া ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ জন্ম,মৃত্যু ও স্থিতি ভোগ করিতেছে) বিশেষ মুক্তি প্রশংসনীয়। ৭ অ ২২। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা ॥৬০॥

করণ ও ইন্দ্রিয়ত্ব হেতু মনের সর্ব্ব ব্যাপকত্ব নাই অর্থাৎ কোন কার্য্য নিপুণ হইয়া করিবার সময় মন সেই কার্য্যে ডুবিয়া থাকে আর দুইটী চক্ষু দেখিবার সময় একটী বস্তুকে লক্ষ্য করে এক সময়ে দুইটী বস্তু সমানরূপে দেখিতে পায় না এই প্রকার

ঘ্রাণ ইত্যাদি। ৬ অ ৩৬। ৩৫। ৩২। ৩০। ২৯। ২৬। ২৪। ১৮। ৮। ৬। ৩। ২।

সক্রিয়ত্বাদগতিশ্রুতেঃ ॥৬১॥

ক্রিয়ার সহিত মন থাকাতে মনের গতি এই শ্রুতি বাক্য শ্রুতি অর্থাৎ যাহারা শুনিয়া জানিয়াছেন কার্য্য কর্ম্ম যত কিছু আত্মা মনের সহিত অবিভক্তরূপে করিতেছেন, অতএব আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইলে সর্ব্বব্যাপকত্ব গতি হয়, আবার ঐ আত্মা মনের সহিত ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মবশতঃ পুনর্জন্মাদি গ্রহণ করিয়া ঐ আত্মা অবিভক্তরূপে মনের সহিত তাহার ফলভোগ করেন। ৮অ ৩। ৭অ ২৭। ২৮। ২৯।

ন নির্ভাগত্বং তদ্‌যোগাৎ ঘটবৎ ॥৬২॥

মনের এবং আত্মার নিঃশেষরূপে (সকল দ্রব্যেরই একটী শেষ সীমা আছে সীমান্তে পৃথক্ হইল) ভাগ না থাকায় আত্মা ও মনের যোগ হওয়ায় ঘটবৎ। আত্মা ও মনের নির্ভাগত্ব হেতু উভয়ের যোগ হওয়ায় অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়ায় নিঃশেষরূপে ভাগ হয় না, ঘটের ন্যায় অর্থাৎ ঘট যেমন বালুকা ও মৃত্তিকা দ্বারায় প্রস্তুত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে অথচ দুইই আছে। ৮অ ২০। ৭অ ৭। ৬অ ৩১। ৮। ৯। ২অ ১৬।

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥৬৩॥

প্রকৃতি (ক্ষেত্র) পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত আর সকল অনিত্য, প্রকৃতিতে আছেন যে পুরুষ তিনি ব্রহ্মেতে

লয় হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই ব্রহ্ম হইয়া যান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। ১৩অ ২২। ২৩। ২৪। ৩১।

ন ভাগলাভোভাগিনোনির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥৬৪॥

যাঁহার ভাগ হইয়াছে নির্ভাগত্ববশতঃ তাঁহার ভাগ লাভ হয় না এই শ্রুতি অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ আত্মা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা যখন ব্রহ্মেতে লয় হইলেন তখন ভাগরূপ আত্মার ব্রহ্ম লাভ হইল, কিন্তু ভাগিন (অর্থাৎ যাহার ভাগ হইতেছে) যে কূটস্থ শ্রুতিতে তাঁহাকে নির্ভাগ বলায় তাহার ভাগের লাভ কি প্রকারে হইবে, যখন ভাগই নাই তখন তাহার লাভ কি প্রকারে সম্ভবে, ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থা (ব্রহ্ম) তিনি অমৃত, অজর, অমর, আর তিনিই উত্তম পুরুষ এই অবস্থা ক্রিয়া করিয়া হয়।

এই নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মা কি প্রকারে আছেন, আত্মা এই দেহে জ্যোতিস্বরূপে থাকিয়া সমস্তই করিতেছেন কিন্তু দেহকে স্পর্শ করিতেছেন না—যেমন আকাশে বায়ু মেঘ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির ক্রিয়া শূন্যেতে হইয়া শূন্যেতেই মিলিয়া যাইতেছে, সেই প্রকার সেই ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ আনন্দের আনন্দ অর্থাৎ স্থিরআত্মা ইনি আকাশরূপে সর্ব্বত্রে বিরাজমান এবং ইঁহাতেই এই মায়িক জগৎ কল্পনা স্বরূপ নাচিতেছে কিন্তু ইনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ১৩ অ ৩৩। ৩৪।

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তের্নির্ধর্ম্মত্বাৎ ॥৬৫॥

যখন আনন্দ অভিব্যক্ত হইতেছেন তখন মুক্তি হইল না

কারণ যখন আনন্দ ভোগ হইতেছে তখন তাঁহার একটী ধর্ম্ম আছে কিন্তু ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই ঐ আনন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব হয়। ক্রিয়ার পর এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মেতে সম্যক্ প্রকারে লীন হইয়া আনন্দকে সম্যক প্রকারে ভোগ করেন।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন (নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বব-মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে)। মোক্ষ ব্রহ্মের ন্যায় মহত্ত্ববৎ আত্মার নিত্য সুখ প্রকাশ হয়। ৮অ ২৮।

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥৬৬॥

বিশেষরূপে গুণের ছেদ না হওয়ায় তদ্বৎ।

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা বিশেষরূপে সর্ব্বদা না থাকিয়া আবার তিন গুণে আইসায় গুণের বিশেষরূপে ছেদ হইল না, ছেদ না হওয়ায় তদ্বৎ অর্থাৎ মুক্তি নাই। ১৩ অ ৩১। ৬ অ ৩১। ৩২। ৫ অ ২৫। ২৬।

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥৬৭॥

নিষ্ক্রিয়ের বিশেষরূপে গতি না থাকায় মুক্তি নাই।

অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা না থাকায় সর্ব্বদা স্থির থাকিল না, স্থির না থাকিলেই গতি হইল গতি হইলেই কর্ম্ম হইল কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এই নিমিত্ত মুক্তি নাই। ৫অ ২৭। ২৮। ২৪। ২০। ২১।

নাকারোপরাগচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥৬৮॥

উপরাগ শব্দে ইচ্ছা অর্থাৎ অন্য দিকে মন।

ক্রিয়ার পর অবস্থার আকার নাই উপরাগ ও উচ্ছেদ হইয়াছে কিন্তু ক্ষণিকত্ব দোষ আছে, ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ নাশ, মন ক্ষণকালের নিমিত্ত এক বিষয়ে আছে ঐ বিষয় ত্যাগ করিয়া অণু বিষয়ে যাইলেই পূর্ব্ব বিষয়ের নাশ হইল। ৩অ ৩২। ১৭। ২অ ৬৭। ৬১। ৬২। ৬৩। ২৬। ১৬। ১৪।

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥৬৯॥

যখন সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকিল তখন সমস্তই ছেদ হইল তাহা হইলে পুরুষার্থ না থাকায় দোষ হইল অর্থাৎ এক খানা পাথরের মত সংজ্ঞারহিত তাহাতেও মুক্তি নাই। ৫অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তাস্তদ্বতি ন দোষাদি লাভোঽপি ॥৭০॥

সংযোগ=ক্রিয়ার পর অবস্থা। বিয়োগান্তা=বিশেষরূপে আট্‌কাইয়া থাকা। এ দুয়েতেই যখন দোষ, লাভ নাই তখন মুক্তি কোথায়। ৬অ ২২। ২১।

ন ভাগিযোগোভাগস্য ॥৭১॥

ব্রহ্মের ভাগ নাই কিন্তু ভাগ হইয়া আত্মা তিনি ক্রিয়ার

পর অবস্থায় তাঁহাতে যখন লীন হয় তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ আর উহাতে সর্ব্বদা তাঁহাতে থাকিতে না পারায় নিত্য মুক্তি হইল না। ৬অ ২৬। ২৭। ৩৫। ৩৬।

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তেরিতর যোগবৎ ॥৭২॥

অণিমাদি যোগেতেও যখন যাহা হইবার তাহাই হয় তাহার অতিরিক্ত যখন হয় না তখন ইতর যোগ হইল অর্থাৎ যেমন চুণে হরিদ্রায় এক করিলে লাল হয় তবে ইহাতেই বা মুক্তি কোথায়। ১৩ অ ২৫। ২৬। ২০। ২১। ২৩। ২৪।

নেন্দ্রাদিযোগোঽপি তদ্বৎ ॥৭৩॥

ইন্দ্রাদি তাহার হইবার ছিল হইল তাহাতেই বা মুক্তি কোথায়। ১০ অ ১৫। ৯অ ১৯। ৪। ৮অ ২১। ৭অ ২৬।২৫। ২৪।

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিশ্চ ॥৭৪॥

ষট্‌ পদার্থের বোধেতে যে মুক্তির নিয়ম তাহা নহে ষট্‌ পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়ের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য। ১৩ অ ২৫। ২৬। ৬ অ ২১। ২। ৫ অ ১২। ১৩। ১৮। ২০। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্ ॥৭৫॥

ষোড়শ পদার্থের বোধেতে যে মুক্তির নিয়ম তাহা নহে।

ষোড়শ পদার্থ=প্রমাণ[১], প্রমেয়[২], সংশয়[৩], প্রয়োজন[৪], দৃষ্টান্ত[৫], সিদ্ধান্ত[৬], অবয়ব[৭], তর্ক[৮], নির্ণয়[৯], বাদ[১০], জল্প[১১], বিতণ্ডা[১২], হেত্বাভাষ[১৩], ছল[১৪], জাতি[১৫], নিগ্রহ[১৬]। তত্ত্বজ্ঞান ইহার পর মুক্তি। ৬ অ ২১। ২২। ২৩। ২৫। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৫। ৩৬। ৪৩। ৪৫। ৪৭।

ন ভূত প্রকৃতিকত্বামি ইন্দ্রিয়ানামহঙ্কারিকত্ব-শ্রুতেঃ ॥৭৬॥

ভূতে, প্রকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়তে অহঙ্কারত্ব হেতুতে মুক্তি নাই এই শ্রুতি স্থূলে সমস্ত কিন্তু সূক্ষ্মেতে অহঙ্কার নাই, সেই পুরুষ ভিতরে এবং বাহিরে রহিয়াছেন তিনি অমন, অপ্রাণ, শুভ্র, অক্ষর সকলের পর তাঁহা হইতে এ সমস্তই হইয়াছে। ৯ অ ৫। ৬। ৭। ৮। ৯।

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥৭৭॥

ব্রহ্মের অণুর নিত্যত্ব নাই কারণ সেই অণু হইতে সমস্ত কার্য্য হইতেছে এই শ্রুতি। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥৭৮॥

ঐ অণু সকলের কার্য্যত্ব হেতু নির্ভাগত্ব নাই তবেই সভা-

গত্ব আছে, যখন সমস্ত কার্য্য ব্রহ্ম হইতে হইতেছে তখন সমস্ত বস্তুতে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের অণু সকল খণ্ড হইয়া আছে, আর যখন নিষ্ক্রিয় তখন নির্ভাগ অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি নিজে খণ্ডরূপে দেখিতেছ ততক্ষণ ব্রহ্মখণ্ড আর যখন অখণ্ডরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় তখন অখণ্ড—প্রমাণ গীতা একত্বেন পৃথক-ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। ৯ অ ১৫।

তদ্রূপ নিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥৭৯॥

নিবন্ধন হেতু তদ্রূপ হওয়ায় প্রত্যক্ষ এই নিয়ম, (নিয়ম= অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা পোড়াইলেই কঠিন হয়) এতদ্রূপ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়ায় নিবন্ধন নিঃশেষ প্রকারে বন্ধন এক হইলেই একটী সীমা হইল যেমন এক কলসি জল তাহা হইলেই বন্ধন হইল ব্রহ্মরূপ নিবন্ধনহেতু প্রত্যক্ষই নিয়ম, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সকল অনুভব তাহাই প্রত্যক্ষ ও নিয়ম। ব্রহ্ম যখন অক্রিয় হইয়াও সক্রিয় তখন তাঁহার অণু সর্ব্বত্রে সমভাবে ঠাসা রহিয়াছে এই বন্ধনহেতু তাঁহা হইতে যত কিছু হইতেছে, এই নিমিত্ত সক্রিয় জীব যে সমস্ত কার্য্য করিতেছে ইহা ব্যতীত আর একটী আত্মার কর্ম্ম আছে যাহা অকর্ম্ম সেই অকর্ম্মের দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় থাকিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সেই প্রত্যক্ষ হওয়ার নাম নিয়ম যাহা অনির্ব্বচনীয় যাঁহার হইয়াছে তিনিই বুঝিতে পারেন কিন্তু তাহার এত সূক্ষ্ম অণু যে এই স্থূল পঞ্চতত্ত্বের বুদ্ধি দ্বারায় বোধগম্য নহে মহৎ তত্ত্বের

মহিমা পরাবুদ্ধির দ্বারায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষ-রূপে আট্‌কাইয়া থাকা এই প্রত্যক্ষ ও নিয়ম। ১৩ অ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ॥৮০॥

তাঁহার চতুর্ব্বিধ পরিমাণ নাই অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ, অণু ও মহৎ, কারণ যখন এক হইল তখন ছোট (অণু) ও বড় (মহৎ) কোথায় উভয়ের অণুতে যোগ হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও নিয়ম অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মায় যোগ হইলে (ক্রিয়ার পর অবস্থায়) ছোট বড় নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

অনিত্যেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥৮১॥

অনিত্য যে জীব তিনি স্থিরতাতে যোগ হওয়ার পর পুনর্ব্বার তাহার অন্যাবস্থা হইতেছে এই জন্যে দুই সমান। আত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইয়া তাহার পরের অবস্থায় আসিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা জ্ঞান হইতেছে-এই নিমিত্ত দুয়েতেই সমান। ব্রহ্মের অণুর দৃঢ়তা হইলে সকলি সমান অর্থাৎ এক হইয়া যায় এবং অনুভব, দেখা, শুনা, ইত্যাদি হয়। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥৮২॥

যখন অণু সকল যোগে এই স্থূল পদার্থ সকল হইতেছে ও দেখা যাইতেছে তখন অণু সকলের অপলাপ হইতেছে না

সেই প্রকার ব্রহ্মের অণু সকল দৃঢ় হইলে শীঘ্র শীঘ্র তাহার কার্য্য সকল যখন হইতে থাকে তখন ইন্দ্রিয়ের অগম্য ব্রহ্মের অণুর দ্বারা অন্নের মধ্যে অলৌকিক সকল হইতে থাকে। ৬ অ ৩১। ৩২।

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥৮৩॥

অন্য নিবৃত্তির ন্যায় ক্রিয়ার পর অবস্থার নিবৃত্তি নহে কারণ ইহাতে ভাব হওয়ায় প্রতীতি হইতেছে। ভাব অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকা। ৬ অ ৪। ২।

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥৮৪॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় তত্ত্বান্তর নাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল তখন কোন তত্ত্বই থাকিল না আর যখন মন যেখানে সেখানে যাইতেছে ও দেখিতেছে তখন সকল স্থানেই তাঁহার সাদৃশ্য। সেই ব্রহ্ম (এক)। ৬ অ ৩৫। ৩৬।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাত্তদুপলব্ধিঃ ॥৮৫॥

নিজশক্তি = ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অভিব্যক্তি হওয়াতে অর্থাৎ অলৌকিকতা অনুভব হওয়াতে বা তৎসাদৃশ্য বিশিষ্ট হওয়াতে তাঁহার উপলব্ধি হইতেছে যাহা নিজবোধরূপ। ১১ অ ৮।

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি তদনিত্যত্বাৎ ॥৮৬॥

অলৌকিকতা যাহা অনুভব হইতেছে সে সংজ্ঞাবিশিষ্ট

আর যাহার অনুভব হইতেছে সে সংজ্ঞি উভয়ের সম্বন্ধ জন্য অনিত্য কারণ সম্বন্ধ থাকিলেই দুই। ১২ অ ১৩। ১৪।

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥৮৭॥

উভয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বদা না থাকায় অনিত্য হেতু নিত্য নহে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অনুভব সর্ব্বদা না থাকায় উভয় অর্থাৎ মন (সংজ্ঞি) আর যে বস্তুটীকে অনুভব করিতেছ (সংজ্ঞা) এই উভয় অনিত্যহেতু নিত্য নহে। ১০ অ ১৫।

নাতঃ সম্বন্ধে ধর্ম্মিগ্রাহকমানাভাবাৎ ॥৮৮॥

ধর্ম্মি=দ্রব্যগুণবিশিষ্ট, ধর্ম্মি গ্রহণ করেন যে মন তাহার অভাবে, অতঃ কারণে সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় মন থাকেন না, ধর্ম্মি গ্রাহক মন গ্রহণ না করায় সম্বন্ধ নাই। ১৩ অ ৩৩। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥৮৯॥

দ্রব্য গুণ কর্ম্মবিশিষ্ট উপাদানের নাম সমবায়—প্রমাণাভাবে সমবায় নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় থাকিলে সমানরূপ অনুভব হয় না ও থাকে না কারণ ব্রহ্মের যে সকল অণু দ্বারায় অনুভব হয় তাহার গতির প্রমাণ দিবার উপায় নাই কারণ তেমনটী আর নাই ইহার প্রমাণ যজুর্ব্বেদে। ভূম্যাদির গুণ জন্য সমবায়ের পৃথক্‌ভাব, ব্রহ্ম নিত্য যেখান হইতে

সমস্ত হইতেছে সেখানে নিয়ত গুণ নাই অর্থাৎ ইচ্ছামত বল পূর্ব্বক যে অনুভব করিবে তাহা. হয় না যখন হয় তখন আপনাপনি হয়। ৫ অ ১৬।

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষং নানুমানং বা ॥৯০॥

উভয়=সম্বন্ধ ও সমবায়, এই দুয়ের অন্যথা সিদ্ধির প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই।

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়ানেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতো-
রেবাপরোক্ষপ্রতীতেঃ ॥৯১॥

কেবল অনুমেয়ত্ব নহে, ক্রিয়া দ্বারায় নিকটস্থ ব্রহ্ম অন্য দ্রব্যের ন্যায় নহে যখন দেখে হঠাৎ দেখে পরোক্ষ প্রতীতি হয়। ব্রহ্মের অণুর পরিমাণ নাই অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাহা বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে বোধ হয় সেই অপরিমেয় ব্রহ্মের অণু যাহার প্রকাশে এই জগৎ ক্রিয়া করিয়া নিকটস্থ অর্থাৎ দূরের কোন ঘটনা বোধ হয় নিকটে হইতেছে এই নিমিত্ত নিকটস্থ সেই ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা পরোক্ষতে বোধ হয়।

পর=শ্রেষ্ঠ, অক্ষ=চক্ষু=শ্রেষ্ঠ চক্ষু অলৌকিক কাণ্ড, কূটস্থতে প্রতীত হয়। ১১ অ ৮।

তৎপাঞ্চভৌতিকম্ শরীরং বহূনামুপাদান-
যোগাৎ ॥৯২॥

উপাদান- যাহা অভাবে যাহা হয় না

এই পঞ্চভৌতিক শরীর বহু প্রকারের উপাদান যোগে প্রস্তুত হইয়াছে এই শরীর সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদান দ্বারা প্রস্তুত সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার দ্বারায় হয় আর স্থূলে বাহ্যিক সমস্ত এই শরীর চারি প্রকারের—(১) জরায়ুজ, (২) অণ্ডজ, (৩) স্বেদজ ও (৪) উদ্ভিদ, যথা—মনুষ্য, পক্ষী, ছারপোকা, বৃক্ষ। ৭ অ ৪। ৫। ৬।

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্য-মানত্বাৎ।।৯৩।।

কেবল যে এই স্থূল শরীর তাহা নহে আতিবাহিকও বিদ্যমান আছে।

আতিবাহিক=যিনি কর্ম্মের শুভাশুভ লইয়া এই দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করেন, অর্থাৎ বায়ু তিনি আর তিন ভূতের সহিত (অর্থাৎ তেজ, অপ্, ক্ষিতির সহিত তেজের কর্ম্ম পাপ পুণ্য দেখা, অপের কর্ম্ম পান ইত্যাদি, ক্ষিতির কর্ম্ম মৈথুন ইত্যাদি) মনের বেগের দ্বারায় ব্রহ্মের অণুতে যাইতেছে আর ব্রহ্মের অনু ঐ সমস্ত কর্ম্মের অপূর্ব্ব সহিত অন্য দেহে গমন করেন। মনোবেগ=যেমন প্রস্তর ঘামিয়া প্রথমে ঝরণা তাহার পর ক্ষুদ্র নদী ক্রমে ক্রমে একটী বৃহৎ নদী হয় সেই প্রকার প্রথমে সূক্ষ্মভাবে গুণের দ্বারায় মনেতে কোন একটী চিন্তা হয় যাহা অতি সূক্ষ্ম হেতু অনুভব করা যায় না তাহার পর ঐ চিন্তা ক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে বাড়িয়া একটী মহৎ কার্য্য করে।

আর যদি দূরদেশস্থ কোন ব্যক্তিকে মনের বেগের সহিত চিন্তা করা যায় তবে ঐ মুহূর্ত্তেই (যাহাকে চিন্তা করিতেছ) তাহার মনকে অস্থির করে, যতক্ষণ ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা নির্ম্মল না হইতেছেন ততক্ষণ এই আতিবাহিক রূপ দেখিতে পাইতে-ছেন না কর্ম্মরূপ আবরণ থাকায়।

আতিবাহিক=অর্থাৎ অতিশয় বহন যেমন পার্ব্বতীয় জলের অণু পর্ব্বত হইতে স্বাভাবিক গতিতে স্থূলভাবে সমুদ্রে যাইতেছে সেই প্রকার আত্মা কর্ম্মের অণু সকল লইয়া স্বরূপে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য দেহে গমন করিয়া কর্ম্ম করিতেছেন এই নিমিত্ত আতিবাহিক, এইরূপ যোগীরা নির্লিপ্তভাবে (আত্মার ন্যায়) পলকের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দেখিতেছেন ইহা যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

সূক্ষ্মৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ স আত্মামনোযবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্নতু দৃশ্যমস্য দিব্যং বিনা দর্শনমস্তিরূপম্॥

(ইহার অর্থ উপরে লেখা থাকিল।)

৯অ। ১৭।১৮।১৯ ২০।২১।

নাপ্রাপ্তপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বাপ্রাপ্তের্ব্বা ॥৯৪॥

যাহার প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নিজ বোধরূপ হয় নাই তাহার প্রকাশত্ব নাই, যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা কিছুই পায় নাই অর্থাৎ যাহাদি-গের উত্তমপুরুষপ্রাপ্তি হয় নাই তাহাদিগের প্রকাশত্ব

নাই কারণ উত্তম পুরুষ ভিন্ন সকলি অপ্রকাশ উত্তম পুরুষকে না পাইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল না, আর যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের সকলেরই অপ্রাপ্তি, যেমন একটী গোরুতে একটী বৃক্ষ দেখিতেছে কিন্তু ঐ বৃক্ষের গুণ গোরু কিছুই অবগত নহে সেই প্রকার যে পুরুষের উত্তমপুরুষপ্রাপ্তি হয় নাই তাহারো বৃক্ষ দেখা মাত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যতদূর দেখা ও জানা যায় ততদূরই জানিতে পারিল তাহার অতিরিক্ত আর জানিবার উপায় নাই অর্থাৎ চক্ষু হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া বৃক্ষে লাগিল আর বৃক্ষ হইতে ঐ জ্যোতি চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বৃক্ষ দেখা গেলমাত্র কিন্তু বৃক্ষের গুণ দেখা গেল না কারণ বৃক্ষের বর্ণে (রংয়ে) বৃক্ষের গুণ সকলকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে যদি এ আবরণ না থাকিত তবে গুণ সকলও জানা যাইত কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা রং পর্য্যন্ত, গুণ জানিতে হইলে নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে গুণ সকল জানা যায়।

আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদ স্বাভাব্যাদ্রূপোপ - লব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ ॥৯৫॥

আয়না ও জল যেমন স্বভাবত নির্ম্মল ও স্বরূপের উপলব্ধি করে সেই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারায় আত্মা নির্ম্মল হইলে অনুভব সকল ও ব্রহ্মের উপলব্ধি করে, আয়না ও জলেতে যে বস্তুর ছায়া পড়ে কেবল তাহারি উপলব্ধি হয় আর ব্রহ্মেতে সমস্ত

বস্তু ও অবস্তুরি উপলব্ধি হয়। ১৩ অ ২০। ১০ অ ৪১। ৪২। ৯ অ ১১। ১৫ অ ১৮। ১৯। ২০।

ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং
চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥৯৬॥

তেজের বৃদ্ধিতে তৈজস চক্ষু বৃত্তির বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আহারাদি দ্বারা চক্ষের তেজ বৃদ্ধি হওয়ায় যে সিদ্ধি তাহা ব্রহ্মের সিদ্ধি নহে, সমস্ত বস্তু ব্রহ্মময় ও এক হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অনুভব দ্বারায় সমুদয় বস্তু দেখার নাম ব্রহ্মসিদ্ধি। ৯ অ ২৯। ১৩। ৮ অ ২০। ২১। ৫ অ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ৩ অ ৪২। ৪৩। ২ অ ৪৩। ৪৪।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥৯৭॥

অলৌকিক চক্ষুবৃত্তি এ অনুভব ও জ্ঞান চক্ষু এই চক্ষু আর মন ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মনই ব্রহ্মের রূপ, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে মন ব্রহ্ম, মনেতে মন থাকিল, মন আর চক্ষু দুই এক তন্নিমিত্ত চক্ষু ও সর্ব্বত্রেতে চক্ষুর অলৌকিক গুণ প্রকাশে রূপের যখন প্রকাশ হইল তখন তখন সকল এক হইল এক হইলেই সিদ্ধি অর্থাৎ যখন সমস্তই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে দেখিতে লাগিল তখন কাযে কাযেই সর্ব্বত্রেতে অলৌকিক চক্ষু হইল, দেখিলেই জানা হইল জানার নাম জ্ঞান, জ্ঞান

হইলেই সিদ্ধি। অলৌকিক জানার নাম জ্ঞান, অজ্ঞান= অলৌকিক না জানা ও লৌকিক জানা, ব্রহ্ম লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয়েরই পর। ৬অ ২০।২১।২২।১৩ অ ১৩।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ কিন্তু তত্তাতেক-দেশভূতা সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥৯৮॥

তত্ত্ব=মহৎ ও স্থূল, অন্তরবৃত্তি=ভেদবৃত্তি।

তত্ত্বের ভাগ গুণ ও অন্তরবৃত্তি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের গতি অতি সূক্ষ্ম ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আর স্থূল তত্ত্বের গুণ ও ভাগ স্থূল ভাগে ও বিলম্বে। এই মহৎ ও স্থূল তত্ত্ব ব্রহ্মের এক দেশেতে সম্বন্ধ থাকায় শীঘ্র শীঘ্র গতি তবে স্থূল ও সূক্ষ্ম, ভেদে অর্থৎ। স্থূলের স্থূল ভেদ (বিলম্বে বোধগম্য) আর সূক্ষ্মের শীঘ্র শীঘ্র। ২অ ৬৬। ২৯। ১৬।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ ॥৯৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা ও অনুভব দ্রব্যের নিয়ম নহে ব্রহ্মের যোগেতে হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থা ও অনুভব পদ দ্রব্য গুণের মত প্রকাশ নহে যেমন চূণে হরিদ্রা যোগ করিলে লাল হয় সেই প্রকার ব্রহ্মেতে যোগ হইলে প্রকাশ হয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৩ অ ৩৪। ৩৫।

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানস্তদাদি-বন্নিয়মঃ ॥১০০॥

দেশ ভেদে কোন নিয়ম নাই, উপাদানও নাই, আর তাহার

আদি যে তাহাও নাই, শূন্যেতে, মেঘেতে ও সূর্য্যেতে রামধনুক হয় ইহা তাহা নহে ইহার উপাদান নাই ও আদি নাই, রামধনুকের উপাদান মেঘ ও সূর্য্য আর নেশার আদি ও সময় নাই অর্থাৎ কখন যে নেশা আরম্ভ হইল তাহার কিছুই ঠিক নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্ব্যপদেশঃ ॥১০১॥

নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্যপদেশ হেতু অর্থাৎ যখন ব্যাপিয়া এক হইয়া যায় তখন অনুভব ও ব্যাপিয়া যায় যেমন একটী ঘরের মধ্যে পাঁচ প্রকারের অনেকগুলি দ্রব্য আছে অথচ ঘরটী অন্ধকার সেই ঘরে দেশলাই জ্বালিবামাত্র আলো হইল ও সমস্ত দ্রব্য দেখা গেল এইতো স্থূল ভূতের ক্ষমতা আর ব্রহ্মের (অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহাভূতের) ক্ষমতা অলৌকিক দেখ, ব্রহ্মের এক দেশে জগৎ যেমন অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তখনি সমস্ত অনুভব আপনাপনি সম্মুখে উপস্থিত হইল। ১৩ অ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাদায়-
মুপদেশঃ পূর্ব্ববৎ ॥১০২॥

সমস্ত পৃথিবীর অসাধারণাদি উপাদান যে উপদেশ সে পূর্ব্ববৎ। সর্ব্বেষু যাহা কিছু অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই পঞ্চতত্ত্বতেই জগৎ ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই। পৃথিবী=মৃত্তিকা আর এই মৃত্তিকা হইতে যত

কিছু এখানে পৃথিবী এই শরীর, পৃথিবী মৃত্তিকাময় এ শরীর ও মৃত্তিকাময় পৃথিবী পঞ্চতত্ত্বের শরীর ও পঞ্চ তত্ত্বের, পৃথিবীর তত্ত্ব দেখাইবার আবশ্যক নাই এক্ষণে শরীরের তত্ত্ব সকল বলা যাইতেছে যাহা উদ্দেশ্য ——

ক্ষিতি	অপ	তেজ	মরুত	ব্যোম
মৃত্তিকা	প্রস্রাব	অগ্নি	পাঁচপ্রকার	শূন্য
বিষ্ঠা, মাংস,	রক্ত	জীর্ণশক্তি	যাহাদ্বারা	প্রতি লোমকূপে
হাড়, শিরা		সর্ব্বাঙ্গে	সমস্ত কার্য্য হইতেছে।	শরীরময়

মূলাধার	সাধিষ্ঠান	মণিপূর	অনাহত	বিশুদ্ধাক্ষ
গুহ্যদ্বার	লিঙ্গমূল	নাভি	হৃদয়	কণ্ঠ

তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন।

এই শরীরের স্থূল লৌকিক ভূত যাহা সকলে দেখিতেছে ইহা ব্যতীত শরীরে আর কিছুই নাই ও সূক্ষ্ম অলৌকিক যাহা ক্রিয়া দ্বারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, এই উভয়ই উপরে লেখা হইয়াছে।

মূলাধার=সকল আধারের মূল, এই শরীরে মূলাধার হইয়া অন্যান্য তত্ত্বেতে যায় বলিয়া ইহাকে মূলাধার কহে, এই মূলাধারে পৃথিবী, পৃথিবীতে মৃত্তিকা, মূলাধারে ও মৃত্তিকা (বিষ্ঠা) যে সমস্ত কার্য্য জীবের শরীরে হইতেছে সে সমস্তই মূলাধার হইয়া যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তাহা নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি সমস্ত তত্ত্বের মূল, ইচ্ছার স্থান যে সমস্ত উপাদান মেসলা

অর্থাৎ গুণ) দ্বারা এই মূলাধার প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের অসাধারণ গুণ, আর এখানে থাকিলে উপদেশ, (উপ শব্দে অন্য, দেশ শব্দে স্থান (যেমন উপদেবতা) দেখা যায় যাহা অব্যক্ত ক্রিয়া দ্বারায় যখন গ্রন্থি (অর্থাৎ জিহ্বা, হৃদয় ও নাভি) ভেদ হইয়া যখন মূলাধারে বায়ু স্থির হয় তখন যত কিছু অলৌকিক সমস্তই হয়, এই মূলাধার হইয়া বায়ু যখন সাধিষ্ঠানে স্থির হয় তখন অলৌকিক বিষয় সকল বোধগম্য হয় আর বায়ু যখন নাভিতে স্থির হয় তখন অলৌকিক দর্শন হয়, ঐ বায়ু যখন হৃদয়ে স্থির হয় তখন দশ প্রকার অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এই নিমিত্ত পূর্ব্বে মহাত্মাদিগের নিকট সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্রের তত আদর ছিল না, এ বায়ু যখন কণ্ঠেতে স্থির হয় তখন দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জগতের এবং মহাভূতের অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল দর্শন হয় আর যখন ভ্রূমধ্যে তত্ত্বাতীত হইয়া ঐ বায়ু স্থির হয় তখন আজ্ঞামাত্রে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়।এই সকল মূলাধার গ্রন্থি ভেদ না হইলে কোন প্রকারে হইবার উপায় নাই তাহার পর অনুভব যাহা পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে থাকিয়া সমস্ত বোধ হয় যাহা অব্যক্ত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিত-
স্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

দেহ আরম্ভকের প্রাণত্ব নাই, ইন্দ্রিয় ও শক্তির দ্বারায় তাঁহার সিদ্ধি হইতেছে অর্থাৎ দেহারম্ভক ব্রহ্ম, আর প্রাণত্ব

বায়ুর, বায়ু জড় পদার্থ বায়ুর স্বয়ং বোধ করিবার কোন ক্ষমতা নাই ইন্দ্রিয় ও শক্তির দ্বারায় অর্থাৎ মহাভূতের অণুর অণু স্বরূপ গতি দ্বারায় অনুভব সকল হইতেছে ও সূক্ষ্ম গতির দ্বারায় স্থূল ভূত সকলের গতি হইতেছে, যতক্ষণ একত্ব না হইতেছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ত্ব, প্রাণত্ব ইত্যাদি আর যখন এক অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন সকলি আছে এবং নাই। ৬ অ ২০।২১।২২।

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তন নির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১০৪ ॥

ভোক্তার অধিষ্ঠানে এই ভোগায়তন নির্ম্মাণ হইয়াছে অন্যথা পচা দুর্গন্ধ। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বুদ্ধি স্থির হইয়া মহা-ভূতের সূক্ষ্ম গতি দ্বারা যে সকল অনুভব হইতেছে এই অনুভবই সূক্ষ্মরূপে ভোগের আয়তন স্থান নির্ম্মাণ হইয়াছে অন্যথা অর্থাৎ ঐ অনুভব পদ ব্যতীত অন্য সকল যাহা হইতেছে তাহা পচা ও দুর্গন্ধ অর্থাৎ কিছুই নহে, আর এই স্থূল শরীরে যদি ভোক্তার অধিষ্ঠান না থাকিত তবে এই শরীর পচিয়া যাইত। ৬ অ ৩২। ৫ অ ২২। ১৯। ৭। ৪ অ ৯।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতেনৈকান্তাৎ ॥ ১০৫ ॥

এক হওয়ায় ভৃত্যে দ্বারা স্বামীর অধিষ্ঠান হয় না। অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর অণু যাহা হইতে অনুভব পদ হইতেছে এই অনুভব দ্বারায় ব্রহ্মের অণুর অণু হওয়া যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মের

অণু সকল যদি ব্রহ্ম হইতে চাহে তাহা হয় না একান্ত হেতু একান্ত অর্থাৎ একই হইয়াছে অন্ত যাহার ইহা অব্যক্ত অপরি-সীম ও অনির্ব্বচনীয়। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মপরত্বম্ ॥ ১০৬ ॥

সমাধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা (নেশা)। সুষুপ্তি=অত্যন্ত নেশাতে থাকা। মোক্ষ যাহার দ্বারায় সকলে বদ্ধ আছে (অর্থাৎ ত্রিগুণ) তাহা হইতে নিত্য মুক্ত যিনি তাঁহারি ব্রহ্মরূপত্ব। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তৎহৃতিঃ ॥ ১০৭ ॥

দ্বয়োঃ অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুয়েতে ত্রিগুণের বীজ থাকা হেতু পুনরাবৃত্তির (অর্থাৎ ত্রিগুণে আইসা, আর অন্যত্র অর্থাৎ মোক্ষ) হনন মোক্ষেতে হয় অর্থাৎ আপনাপনি ত্রিগুণের হনন হয়। ১৪ অ ২৫। ২৬। ২৭।

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন দ্বয়োঃ ॥ ১০৮ ॥

সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় তিনেতেই পুনরাবৃত্তি আছে আর মোক্ষ হইলেও ইন্দ্রিয়াদির বশে পতিত হইয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া আবদ্ধ হয় কিন্তু ইহা উপর দ্বয়ের মত নহে কারণ যখন উপর দ্বয়ে তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে আমি ব্রহ্মেতে নাই আর মোক্ষাবস্থায় দেখিয়াও দেখে না কারণ মোক্ষে থাকিয়া সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম দেখিতেছে এই নিমিত্ত উপর দ্বয়ে পুনরাবৃত্তি

আছে আর মোক্ষেতে থাকিয়া সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম দেখায় পুনরাবৃত্তি থাকিয়াও নাই, সমাধি ও সুষুপ্তির অবস্থা ছাড়িয়া গেলে বোধ হয় অর্থাৎ দেখা যায় মোক্ষেতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে (ব্রহ্ম ব্যতীত) দেখিয়াও কিছু দেখিতেছে না। ৫ অ ৭। ৮। ৯। ১০ । ১১। ১২।১৩। ১৪।

বাসনায়া ন স্বার্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধান বাধকত্বং॥ ১০৯॥

বাসনায়া ন স্বার্থখ্যাপনং অর্থাৎ জীবন্মুক্ত যাঁহারা তাঁহারা সাংসারিক লোকের মত স্বার্থপর হইয়া কোন বিষয়ের বাসনা করেন না, প্রথমে বিনা ইচ্ছায় কোন কর্ম্ম হয় না কিন্তু সে ইচ্ছা (গুরূপদেশে) কর্ত্তব্য করা দোষের যোগ প্রথমে হইলেও যখন নিমিত্ত ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেতে তখন সমান ও এক হওয়াতে ইচ্ছাও ব্রহ্ম এবং নিমিত্তও ব্রহ্ম সকল ব্রহ্ম হওয়াতে আর কোন বাধা থাকিল না। ৬ অ ৩০। ৪ অ ৩০। ২৪।

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানিমিত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়-মসংস্কারভেদবহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ॥ ১১০॥

একমাত্র গুরূপদেশে সম্যক্ প্রকারে ক্রিয়া করা ব্রহ্ম নিমিত্ত (জন্য) ক্রিয়া করা ফলের জন্য নহে। এক ব্যতীত অন্যেতে থাকিলেই ইচ্ছার প্রসক্তি হয়, ব্রহ্ম এক সেখানে কোন ইচ্ছা নাই। ১০ অ ২৯। ৯ অ ৯।

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মোবৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পাতিতৃণ-
বীরুধাদীনামপি ভোগানাং ভোগায়তনত্বং
পূর্ব্ববৎ ॥১১১॥

বাহ্যবুদ্ধি যে নিয়ম তাহা নহে,অর্থাৎ দেখিয়া যে বিনা মনে ইচ্ছা হয় তাহার ফলভোগ সে করে না, বাহ্যবুদ্ধির দ্বারায় যদি লয় হইত তবে গুল্ম লতাদির হইত ইহা তাহা নহে। যেমন একটী শ্রান্ত ব্যক্তি বৃক্ষের ছায়াতে বসিল তাহাতে বৃক্ষের ফল হউক তাহা হয় না অর্থাৎ ভাল মন্দ যাহা হইতেছে তাহা পূর্ব্ববৎ অন্তর্বুদ্ধি দ্বারা হইতেছে অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যাহার হইয়াছে তাহার অন্তরের কোন ইচ্ছা না থাকায় সমুদয় ব্যর্থ কর্ম্ম করিতেছে অতএব বাহ্যবুদ্ধি যে নিয়ম তাহা নহে অর্থাৎ যখন ব্রহ্মে লীন হইয়া এক হইল তখন কিছু করিয়াও করিল না। ১৪ অ ২৬। ৩ অ ২৮। ৫ অ ২৮। ২১। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ২৪।

স্মৃতেশ্চ ॥১১২॥

ব্রহ্মেতে থাকিয়া যাঁহাদিগের সমস্ত স্মরণ হইতেছে তাঁহারা পাপ পুণ্য ফলাফল ভোগের বিষয় যাহা বলিয়াছেন।

যেমন মনু বলিয়াছেন যে বৃক্ষাদির অন্তর্বুদ্ধি না থাকায় ফলাফল ভোগ করে না—

তৃণগুল্মলতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশোগুরুতল্পগা ॥

৬ অ ৪৫। ২৭। ২৮। ৩১। ৩২। ৪ অ ৪১।

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যো-
ক্তিতঃ ॥১১৩॥

দেহধারী প্রাণিমাত্রেই উপদেশ পাইয়া উদ্ধার হউক না কেন, না তাহা হইতে পারে না বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মের অধিকারী যে সে উপদেশ পাইবে অর্থাৎ যাহাদিগের বুদ্ধি স্থির করিবার বুদ্ধি আছে বৃক্ষ ইত্যাদিতে এ বুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা প্রপঞ্চেতে রহিয়াছে। ৮ অ ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ১৩ অ ১৭। ৩ অ ৪২। ৪৩। ১০ অ ৮। ৯। ১০। ৭ অ ১৫। ১৬ অ ১৯। ২০।

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগ-
দেহোভয়দেহাঃ ॥১১৪॥

এই দেহে তিন প্রকার অবস্থা এই তিন প্রকার দেহে তিন প্রকারে বিশেষরূপে অবস্থিতি, (১) ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম যখন এই দেহে হইতেছে তখন কর্ম্ম-দেহ, (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য প্রকারের ভোগ হইতেছে এই নিমিত্ত উপভোগ-দেহ, (৩) ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় নেশা ও ক্রিয়া করার অবস্থা উভয়ই রহিয়াছে তখন উভয়-দেহ।

ন কিঞ্চিদনুশয়িনঃ ॥১১৫॥

অনুশয়িন ব্যক্তির পক্ষে ইহা কিছুই নহে।

অনুশয়িন=যাঁহাদিগের রাগ, দ্বেষ ও মোহ নাই।

রাগ=ইচ্ছা, ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্রিয়া করে না, ইচ্ছা রহিত হইয়া ক্রিয়া করে অর্থাৎ গুরু আজ্ঞা করিয়াছেন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনায় করে। দ্বেষ=অন্যের সমাধি হইতেছে আমার হইল না বলিয়া যে হিংসা। মোহ=ক্রিয়ার পর অবস্থার পর আবার ভূতে আসিয়া আসক্তি পূর্ব্বক কোন কার্য্য করা, কিম্বা ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়া গিয়াছে যে দুঃখ, এই সকল যাঁহাদিগের নাই তাঁহাদিগকে অনুশয়িন কহে, অনুশয়িন ব্যক্তির কিছুই নাই। ৭ অ ৩। ৪।৫।

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ॥১১৬॥

বিশেষেরও যদি আশ্রয় গ্রহণ করে তথাপি বুদ্ধ্যাদির নিত্যত্ব নাই, অগ্নির ন্যায়।

বিশেষ=যাহার শেষ নাই (অর্থাৎ ব্রহ্ম) তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বুদ্ধ্যাদির নিত্যত্ব নাই অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুতে থাকিতে থাকিতে অন্য দিকে মন যায় যদিও অন্য দিক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লয়েন বটে কিন্তু সেই সময়ে মন চালিত ও অবস্থান্তর হইয়াছিল অগ্নির ন্যায় অর্থাৎ অগ্নি যেমন সমস্ত দগ্ধ করিল বটে কিন্তু অবশিষ্ট ভস্ম রহিল তেমনি যখন ব্রহ্মের আশ্রয়েতে রহিয়াছেন তখন দুই আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা। যদিও সমস্তই ব্রহ্ম তত্রাচ তিনিতো রহিয়াছেন। গীতা ৬ অ ১।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥১১৭॥

যতক্ষণ আশ্রয় ততক্ষণ অসিদ্ধি। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ যখন তখন সিদ্ধি অর্থাৎ অহরহ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা।

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্না-
পলপনীয়ঃ ॥১১৮॥

ঔষধাদির দ্বারা রোগ আরগ্যের ন্যায় মিথ্যা যোগের যে সিদ্ধি তাহা নহে। যে রোগ ছিল না তাহা হইল তাহাকে ঔষধাদির দ্বারা সুস্থাবস্থায় আনা হইল এই আরোগ্য সিদ্ধির ন্যায় যোগের সিদ্ধি নহে কারণ ঐ রোগ পুনরায় হইতে পারে কিন্তু যোগের যে সিদ্ধি অর্থাৎ একবার আটকাইয়া গেলে আর যায় না তবে পূর্ব্বে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আট্‌কান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহ-
ত্যেঽপিচ॥১১৯॥

ভূতের চৈতন্য নাই অদৃষ্ট হেতু প্রত্যেকের এবং সমষ্টির।
ভূত=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম।
চৈতন্য=চিতের ধর্ম্ম অর্থাৎ ভূতে থাকিয়া অনুভব হওয়ার নাম চৈতন্য।

ভূতের চৈতন্য নাই দেখিতে না পাওয়ায় তবে তাহার কার্য্য দেখিয়া অনুভব দ্বারা ব্যক্ত করার যে ক্ষমতা সেই চৈতন্য প্রত্যেকের ও সমষ্টির। যেমন অগ্নিতে পঞ্চভূত আছে ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু কার্য্যের দ্বারায় অনুভব হয়, দেখ প্রজ্জলিত অগ্নি তাহাতে পৃথিবীস্বরূপ ভস্ম, অগ্নিকে কোন পাত্র দ্বারা ঢাকা দিলে ঘাম

স্বরূপ জল, বাতাসে প্রজ্বলিত হয় যাহাতে যে বস্তু নাই তাহা যোগ করিলে তাহার আধিক্যতা হয় না এই নিমিত্ত অগ্নিতে বায়ু আছে, আর শূন্য আছে কারণ শূন্য না থাকিলে কি প্রকারে অগ্নিতে কীট থাকিতে পারিত, আর তেজ অর্থাৎ দাহ্যগুণ হাত দিলেই জানা যায় এই সমষ্টি আর পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নি একটী ভূত ইহার গুণ ও অদৃষ্ট হেতু দেখা যায় না। অদৃষ্ট হেতু দেখা যায় না যদি দেখিতে পারা যায় তবে অচৈতন্যতে চৈতন্য আছে। ভূত অচৈতন্য, জীব চেতন, তবে ভূতাপেক্ষা জীবেতে কি অধিক থাকায় জীব চেতন? মন ও ইন্দ্রিয় থাকায় এবং ভূত সকলের গুণ জানিবার ক্ষমতা থাকায় অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণ যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তাহা জানিতে পারায় জীব চেতন। এই চেতন যে জীব তিনি যখন সূক্ষ্মাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূতে গমন করিয়া সূক্ষ্ম হয়েন তখন এই স্থূল ভূতের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা হয় অর্থাৎ এই চঞ্চল মন স্থির হইয়া ব্রহ্মের অণুর অর্দ্ধেকেতে থাকিয়া সেই মহাভূতের ক্ষমতায় ত্রিলোককে করস্থ ও পঞ্চভূতের অণুর মধ্যে বিশেষ প্রকারে থাকেন তখন স্থূলের উপর তাঁহার ক্ষমতা হয়, স্থূলমাত্রেই চঞ্চল আর সূক্ষ্ম স্থির, স্থিরের যে গতি সে অনায়াসে চঞ্চলকে চালাইতে পারে। যখন চঞ্চল তখন চঞ্চল মন আর যখন স্থির তখন আত্মা এই আত্মাই ব্রহ্ম, যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই অর্থাৎ যাঁহার আত্মা স্থিরত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়াছে তাঁহার নিকট সকলি চেতন সকল অর্থাৎ পঞ্চভূত কারণ পঞ্চভূত ব্যতীত জগতে আর

কিছুই নাই এই নিমিত্ত এই জগতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা আছে আর তাঁহার নিকট সকলি চেতন। ৬অ ২০। ২১। ২২।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥১২০॥

আত্মার অস্তিত্ব আছে তবে সাধনাভাবে নাস্তিত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব পদে যাইতে পারিলেই আত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব নাই, যিনি এই স্থিরত্ব পদে থাকেন তিনি সকল ভূতেতেই আত্মাকে দেখিতে পারেন তখন ভূত সকল চিতি-স্বপ্রকাশ স্বরূপ এই নিমিত্ত অদৃষ্টে ভূত অচৈতন্য যাহা পূর্ব্বসূত্রে লিখিত আছে। ৭ অ ১৫।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽহসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥১২১॥

ব্যতিরিক্ত—বি=বিশেষ, অতি=অতিশয়, রিক্ত=খালি, শূন্য অর্থাৎ কিছুই নাই।

বৈচিত্র্যাৎ—বি=বিগত, চিত্র=নকল অর্থাৎ কোন বস্তুর চিত্র। দেহাদি=এই দেহই আদি আর এই দেহেতে ইন্দ্রিয় সকল আছে এই দেহাদির অতিরিক্ত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা দেহাদি হইতে বিশেষরূপে অতিরিক্ত বৈচিত্র্য হেতু অর্থাৎ নকল না থাকায়; কারণ তখন আমি নাই চিত্র করে কে? ৬অ ২০।২১।২২।

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি ॥১২২॥

ব্যপদেশ - বি=বিগত, অপ=মিথ্যা।

মিথ্যা দেশ হেতু এই ছয় চক্র বিশেষ প্রকারেগত হইয়াছে

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে, এই ছয় চক্র মিথ্যা কারণ এই ছয় চক্রে পড়িয়া সকলেই ঘুরিতেছে আর এই ছয়টাতে ছয়টা শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) বিরাজমান আর এই ছয়টার উপরে বিরাজমান ক্রিয়ার পর অবস্থা। ছয় শত্রু (কাম) মূলাধারে অর্থাৎ গুহ্যদেশে ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই সদসতের মূল এই ইচ্ছা না থাকিলে কোন কষ্ট নাই ইহা গুহ্যদেশ হইতে হয় বলিয়া ইহাকে মূলাধার কহে। সাধিষ্ঠান, লিঙ্গমূল এই স্থানে ক্রোধ অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় প্রবল তাহাদিগের ইচ্ছা ও অভাব অধিক। মণিপূর নাভিতে লোভ কারণ নাভিই জীর্ণস্থান যে যত জীর্ণ করিতে পারে তাহার তত লোভ কেবল আহার নহে সকল বিষয়ে। অনাহত হৃদয়ে মোহ কারণ সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া যে ফল তাহা হৃদয়েই অনুভব হয়। বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠে দেমাক অহঙ্কার কেবল কথায় প্রকাশ হয়। আজ্ঞাচক্র ভ্রূমধ্যে মাৎসর্য্য কারণ ঠাট্টা তামাসা করার সময় স্বভাবত ভ্রূভঙ্গি হইয়া থাকে। ৯অ ২২। ১৩। ৭অ ১৭।১৩।১৫। ৬অ ৩৬। ৫অ ২৮।১০। ৩অ ৪২।৪৩।

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥১২৩॥

শিলাপুত্র=ছোট টুক্‌রা প্রস্তর, কিম্বা লোড়া।

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মবিশিষ্ট যে ধর্ম্মি তাহার গ্রাহকমান বাধা হেতু শিলাপুত্রবৎ নহে।

অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে ছয় চক্র মিথ্যাহেতু ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশেষ প্রকারে ত্যাগ হইয়াছে এক্ষণে শিলা যে জড় পদার্থ

ইহা হইতে জন্মিয়াছে যে ছোট প্রস্তর কিম্বা নোড়া তাহাও জড় সেই প্রকার জড় ছয় চক্রের ক্রিয়ার দ্বারায় জন্মিয়াছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাও জড় হউক, না তাহা নহে, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম যাহা এই শরীরে আছে তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে গ্রহণ বিশিষ্ট হয়েন এই বাধা হেতু শিলা-পুত্রবৎ নহে অর্থাৎ চৈতন্য সমাধিতে চৈতন্য ও নেশা উভয়ই এক সঙ্গে সমভাবে থাকে। ৬অ ২০।২১।২২।

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥১২৪॥

অত্যন্ত=অতিশয় হইয়াছে অন্ত যাহার অর্থাৎ অনন্ত।

দুঃখ—দুঃ=দূরে, খ=শূন্য=ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকিলেই দুঃখ।

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হইলেই যাহা কিছু করিবার তাহা করা হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে যাইতেছে ও কখন কখন কমিতেছে ইহা হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইল না যখন অষ্ট প্রহর নেশা আছে তখন সর্ব্বদাই আনন্দ ও যত কিছু করার তাহা করা হইল। ৬অ ২০।২১।২২।

যথা দুঃখাদ্দ্বেষঃ পুরুষস্য ন তথা
সুখাদভিলাষ স্যাৎ ॥১২৫॥

কৃতকৃত্য হইলে দুঃখে দ্বেষ ও সুখের অভিলাষ হয় না। অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদাই নেশাতে রহিয়াছে

তখন আমার দুঃখ না হউক আর সুখ হউক এমত ইচ্ছা করে না এ অবস্থায় অনন্ত সুখ। যাহার দুঃখ আছে কিম্বা হইবে বলিয়া চিন্তা আছে তাহারি দুঃখের প্রতি দ্বেষ হয় আর যাহাপেক্ষা আর সুখ নাই সে সুখ যে পাইয়াছে সে আর অভিলাষ কাহার করিবে দুই থাকিলে দ্বেষ ও অভিলাষ, যখন সকলি ব্রহ্ম তখন সুখ ও দুঃখ কিছুই নাই। ৬অ ২০।২১।২২।

কুত্রাপি কোঽপি সুখী ॥১২৬॥

কোন দেশে এবং কে সুখী অর্থাৎ স্থান থাকিলে তো সুখের, আর নিজে থাকিলে তো সুখী যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন স্থান ও নিজে উভয়ই নাই এমতাবস্থায় সুখ ও দুঃখ কোথায় কারণ সে সুখদুঃখের অতীতাবস্থা। ৬অ ২০।২১।২২।

তদপি দুঃখসবলমিতি দুঃখপক্ষে
নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥১২৭॥

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাকে বলবান্ দুঃখ ও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করে এই কথা বিবেচকেরা বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অণুর অর্দ্ধেকেতে তিন লোক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা অপরার্দ্ধেতে ক্রিয়ার পর অবস্থা এই ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যখন যোগীরা আইসেন তখন তাঁহারা মহাভূতের ক্ষমতা দ্বারা তিন লোক করস্থ তাহার পর ক্রমেই পঞ্চ স্থূল ভূতে আসিতে থাকায় দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করে এই

নিমিত্ত এই অবস্থাকে বিবেচকেরা দুঃখপঙ্কে নিক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩অ ২০। ৯অ ১২।১৩। ২ অ৫১।

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥১২৮॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার অভাবে সুখের ও পুরুষার্থের অভাব নহে কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় সুখ দুঃখ পুরুষার্থ অপুরুষার্থ সকলি আছে যেমন হঠাৎ একটী অনুভব হইল পুরুষার্থ না থাকিলে কি প্রকারে অনুভব হইবে আর অনুভব হইবামাত্র মনে একটী সুখানুভব হয় এই সুখ চিন্তা করিলে হয় না এই নিমিত্ত অপুরুষার্থ আর একবার হইলে আর হয় না এই দুঃখ। ৯অ ২২।

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥১২৯॥

আত্মা ব্রহ্ম ইনি নির্গুণ ও অসঙ্গ ইহা ক্রিয়াবানেরা পরস্পরা শুনিয়া আসিতেছেন।

ব্রহ্মেতে গুণ নাই গুণ থাকিলে কোন বস্তুতে লাগিয়া থাকিত ও যখন মনে করা যাইত তখনি অনুভব হইত স্বতন্ত্র হেতু কাহারো ইচ্ছার অধীন নহেন। অসঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত বলিয়া নির্লিপ্ত ইচ্ছা থাকিলেই বদ্ধ হইতেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে (আনন্দ ন স্যাৎ যদ্দেশ আকাশ ইতি)।

পরধর্ম্মাপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥১৩০॥

পর=অন্য, এই ভূতের অবিবেক হেতু ব্রহ্ম হইতে অন্য-

ধর্ম্ম হইতেছে এক না হওয়ায়, স্বধর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা। ৬ অ ২০।

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥১৩১॥

স্বধর্ম্ম=বিবেক ব্রহ্ম। পরধর্ম্ম=অবিবেক মায়া অর্থাৎ দুই যখন ইহাও অনাদি ইহার অন্যথা হইলে দুইটী দোষের প্রসক্তি হয়। বিবেক=ক্রিয়ার পর অবস্থা। অবিবেক=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা।

অনিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথাত্বমিতি ॥১৩২॥

অবিবেককে অন্যথা অর্থাৎ অনাদি বলিলে অনিত্য এই দোষ মিথ্যা অর্থাৎ আমি যে প্রকার অনাদি তদ্বৎ কিন্তু এই দুই ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। ১৪ অ ২২।

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥১৩৩॥

প্রতি=অর্থাৎ বিপরীত।
নিয়ত=সংযত।
কারণ=যাহা দ্বারায় হয়।
নাশ্যত্ব=নাশত্বের।
অস্য=ইহার।
ধ্বান্তবৎ=অন্ধের ন্যায়।

বিপরীত সংযত যাহার দ্বারায় তাহার নাশ্যত্ব, ব্রহ্মের অন্ধকারের ন্যায়।

অন্ধকার নাশের, প্রতি নিয়ত কারণ যেমন আলো সেই প্রকার অবিবেক নাশের প্রতি নিয়ত কারণ বিবেক। ২ অ ৭১।

তত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥১৩৪॥

প্রতিনিয়ম=বিবেক ও অন্বয় ব্যতিরেকে হয় অর্থাৎ এক হইলেই যে দুয়ের নাশ তাহা নহে, আর দুই থাকিলেই যে একের অপ্রাপ্তি তাহাও নহে।

প্রতিনিয়ম=প্রতি শব্দে বিপরীত। নিয়ম=যেমন জল জমাইলেই বরফ।

অন্বয় অর্থাৎ উভয়েতেই আছে তাহা নহে, তত্রাপি উপরোক্ত বিষয় প্রতিনিয়ম ও অন্বয় ব্যতিরেকে হয়। ২ অ ৭১।

প্রকাশান্তর সম্ভবাদবিবেকএব বন্ধঃ ॥১৩৫॥

অন্তর=দূর।

যখন প্রকাশের সম্ভব নাই তখন অবিবেক আর এই অবিবেকই বন্ধ। ৪ অ ৩৬। ৪০।

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥১৩৬॥

মুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত, কারণ তাহার পুনরাবৃত্তি দুয়েতেই থাকে না সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে আর বিনা প্রয়াসে ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া থাকে।

মুক্তের পুনর্বন্ধ যোগ তাহা হয় না, এই শ্রুতি বাক্য অর্থাৎ যাহার একবারে আট্‌কাইয়া গিয়াছে, তাহার ঐ আট্‌কান আর যায় না। ৬ অ ২২।

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥১৩৭॥

ইহা না হইলে অপুরুষার্থ।

অন্যথা হইলেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির যে আটকান তাহা ছাড়িলেই অপুরুষার্থ। ৮ অ ১৫।

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥১৩৮॥

বিবেক ও অবিবেকেতে বিশেষ আপত্তি থাকিল না, কারণ ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই অনাদি তন্নিমিত্তে উভয়ই এক তবে বদ্ধ ও যাহা মুক্ত ও তাহা। ১২ অ ১৪।

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্নপরঃ ॥১৩৯॥

মুক্ত ব্যক্তির ভিতরে অর্থাৎ অন্তরেতে সমুদয় নাশ হইয়াছে, ধ্বংস হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া এক হইয়াছে, ন পরঃ=অর্থাৎ কিছু নাই। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

তথাপ্যবিরোধঃ ॥১৪০॥

যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা দুই এক হইল তবে আর বিরোধ কিছু থাকিল না, না তখন আর বিশেষরূপে চেষ্টার দ্বারায় রোধ করিবার আবশ্যক থাকিল না, আপনাপনি রোধ হইতে লাগিল, সুতরাং অবরোধ। ৬অ ১৮।৮। ৫অ ২১। ৬অ ২০।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥১৪১॥

অধিকারী=উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন অধিকারী ভেদে যে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা নিয়ম নহে। উত্তম= ক্রিয়ার পর অবস্থা, মধ্যম=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা, অধম=অনাসক্ত চিত্তের সহিত সংসারে থাকিয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বলিয়া থাকা, ইহা হইলেই যে সে বিচিত্র দশাকে পাইবে তাহা নহে। ১২অ ২। ৬।

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥১৪২॥

ক্রিয়া করিতে করিতে সেই বিচিত্র দশাতে দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান পরে হয়। ৬অ ৮। ১২ অ ১৪।

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥১৪৩॥

আসনে স্থির হইয়া সুখে বসিলেই যে বিচিত্র দশাকে পাইবে তাহা নিয়ম নহে। ৬অ ১১।

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥১৪৪॥

মন নির্ব্বিষয় হইলে ধ্যান।

ধ্যান=ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া স্থির হইয়া এক অবস্থায় থাকার নাম। প্রমাণ যোগশাস্ত্রে।—প্রত্যয়ৈক তান্ ধ্যানং উপর্য্যুক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান হইলে স্থির একাবস্থায় উপর্য্যুক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান

হইলে স্থির এক অবস্থায় থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহার নাম ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে হয়। ২অ ৫৯। ৬অ ১২।১৪।১৫।১৮।১৯।২০।

উভয়োরপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগ নিরোধা-
দ্বিশেষঃ ॥১৪৫॥

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া স্থির হওয়া ও তৎপরে বিচিত্র অবস্থায় থাকা, এই দুই এক হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিল, এই দুই যদি সমান হইল তবে মনে মনে যে সকল ইচ্ছা অর্থাৎ উপরাগ হইতেছে তাহাও সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে ব্রহ্ম হইল তবে তাহাকে নিঃশেষরূপে রোধ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়াতে কি বিশেষ হইল, অর্থাৎ ইচ্ছারহিত ও ইচ্ছাসহিত যখন দুই সমান তখন ইচ্ছারহিত ও ইচ্ছাসহিত দুইই ব্রহ্ম। ৬অ ২২।২৫।২৮।২৯।৩০।৩১।

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥১৪৬॥

ইচ্ছারহিত হইলেও অবিবেক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় উপরাগ মিথ্যা জানিয়াও জবাফুলের আভা কাঁচে যেমন, তেমনি বিষয়কে মিথ্যা জানিয়াও তাহাতে আসক্তি ও পরে বদ্ধ। ৩অ ৫।৩৩।

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ ॥১৪৭॥

জবা কাচের দৃষ্টান্তের ন্যায় উপরাগ নহে, কিন্তু অভিমান

অর্থাৎ মন যাহাতে যাইতেছে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতেছে ও আপনাকে আপনি ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতেছে এই অভিমান ইহা মিথ্যা আর প্রকৃত হইলে স্ফটিকেতে যেমন জবাফুলের আভা লাগিয়া স্ফটিক রক্তবর্ণ সেই প্রকার ব্রহ্মের আভাতে রঞ্জিত হইয়া ব্রহ্মবৎ হইলে প্রকৃত ও সত্য জ্ঞান হয়। ৩অ ৩৪।৪০।৪২।৪৩।

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ ॥১৪৮॥

ধ্যান ধারণা ও বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের দ্বারায় অবিবেক যে দুই তাহা যাইয়া এক যে বিবেক তাহা হয়।

ধ্যানাদির দ্বারায় উপরাগ, অভিমান ও স্বরূপের নিঃশেষ-রূপে রোধ হয়।

ধ্যানাদি=ধ্যান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ধারণা=যোনিমুদ্রা, অভ্যাস দ্বারায় যত্নপূর্ব্বক ক্রমশঃ জপ বৃদ্ধি করা।

বৈরাগ্য=কূটস্থেতে দেখিয়া শুনিয়া আপনাপনি দেখিতে শুনিতে ইচ্ছারহিত হওয়া।

সমাধি=সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা অর্থাৎ নেশাতে থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করা। সদা নাভি হৃদয় ও কূটস্থে ধারণা যাহা আপনাপনি ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করিলে হয়, এইরূপ করিতে করিতে ভালরূপ শান্তিপদকে পায় ও ক্ষমতাবান্ হয় সুতরাং সকল বৈষয়িক বিষয়ে বৈরাগ্য

হয়। ১৮অ ৩৩।৩৬।৩৭।৫২। ৮অ ১২।৮। ৬অ ২৫।১৯।২০।১৩।১৪। ১৫।১৮। ৫অ ২৭।২৮। ৪অ ২১। ৩অ ৪১।

লয়াবক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যে আচার্য্যাঃ ॥১৪৯॥

ক্রিয়া করিয়া আত্মার লয় ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। অবক্ষেপ=অব শব্দে অট্‌কাইয়া থাকা, ক্ষেপ শব্দে ফেলা অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকাতে অন্য বস্তুতে বিশেষরূপে আবৃত্তি অর্থাৎ উপরাগের অভিমান অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্রহ্ম মানিয়া লওয়া আসিয়া পড়ে, এইরূপ কোন আচার্য্যেরা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদেরা বলেন, তাৎপর্য্য এই যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষেপণ অর্থাৎ কিছুক্ষণ অন্য বস্তুতে মন করায় আবৃত্তি হয় ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যাহাকে নেশায় থাকা কহে। ১৪অ ১৯।২০।৯। ১৩অ ২৮.৩০।

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥১৫০॥

নেশার কোন স্থান নিয়ম নাই যেখানে সেখানে হইতে পারে, নাভি, হৃদয় ও ভ্রূতে থাকিলেই যে হইবে তাহা নহে কেবল চিত্তের প্রসাদের দ্বারায় হয় ক্রিয়ার পর অবস্থায়, মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই গাঢ় নেশা হয়। ৬অ ১৮।১৯।২০।২১।২২।১৪ ১৫।৭।৮। ৫অ ২১। ২অ ৫৪।৬৫।৬৬।

নিত্যত্বেপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥১৫১॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ উপরের লিখিত গাঢ় নেশা

সকলেতেই নিত্য আছে, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার আত্মার দ্বারায় যোগ্যত্বাতে ভাব না থাকায় গাঢ় নেশা থাকিয়াও না থাকার মধ্যে। ধেয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাহাতে মিলিয়া যাইয়া ভিন্নতা আর থাকিল না, সুতরাং কোন অবলম্বন আর থাকিল না, দুই না থাকিলে যোগ কাহার সঙ্গে কাহার হইবে, অতএব যোগের বস্তু ব্রহ্ম তাহার অভাব অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকে না অথচ যতক্ষণ ত্রিগুণের অতীত হইয়া ভাব থাকে ততক্ষণ আট্‌কাইয়া থাকে অতএব অভাব, ভাব ও ভাবাভাব, এই তিনেতেই ভাব আছে আত্মার সেই যোগ্যতা যখন সকল ভাবেতেই (ব্রহ্ম) তখন নেশা ও নিত্য সকল সময়ে এইরূপ করিতে করিতে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা (ধ্যান)। ৬অ ২০।২১।২২।

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপি সদস্যাত্মলাভঃ ॥১৫২॥

ক্রিয়া না পাইলেতো ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবে না, ক্রিয়া পাইয়া শুনিয়া বিশেষরূপে রোধ অর্থাৎ ক্রিয়া যে না করে ও কুতর্ক করিয়া যাহার উপহত চিত্ত তাহার আত্মলাভ অর্থাৎ স্থিতি হয় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মার লয় হয় না। ৮ অ ১৪। ৭ অ ২৫। ৩ অ ৩২।

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥১৫৩॥

পারম্পর্য্য=এক জনের নিকট হইতে আর একজন এই

প্রকারে আপ্ত ব্যক্তির নিকট উপদেশ পাইলে প্রধান যে ব্রহ্ম তাঁহার অনুবৃত্তি অণুর ন্যায় হয়। ৪অ ২। ২৪।

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্ ॥১৫৪॥

অনুবৃত্তি হওয়ার পরে সর্ব্বত্রেতে অণুস্বরূপে থাকিয়া অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া বিশেষরূপে সকলি হয়। ৭ অ ২৮।

গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতা হানিরণুবদাদ্য-
কারণতাহানিরণুবৎ ॥১৫৫॥

গতির যোগেতে অর্থাৎ কোন বিষয়ে মন দেওয়াতে আদ্য কারণ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মেতে থাকার হানি হয় অণুর ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মের অণু দ্বারায় কোন বিষয়ে গতি হইল এবং সেই বিষয়ের রূপ যখন লক্ষ্য হইতেছে তখন ব্রহ্মের অণুরূপের হানি সেই অণু বিভু হইতেছেন। (বিভু=যিনি বিশেষরূপে হইয়াছেন) তখন আমি নাই, যখন অহঙ্কার অভিমানযুক্ত উপরাগ বিশিষ্ট (অর্থাৎ মিথ্যা জবা ফুলের আভা কাঁচে দৃষ্টিতে) তখন ব্রহ্মের অণুর স্থিরতার হানি হইল, সর্ব্বদা বা একবার কোন পঞ্চ ভৌতিক বস্তুর গতিতে ব্রহ্মের অণুর সূক্ষ্মত্ব কিছু অণুস্বরূপে হানি হয় উহা বোধগম্য হউক বা না হউক, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে ব্রহ্মপদে থাকার

হানি হয় অণুর ন্যায়, অতএব সকল কর্ম্মযোগ যুক্ত হইয়া করিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যাহা নেশা হইতে হইতে ক্রমশঃ হইবে তাহা অব্যক্ত। ১০ অ ১০। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৫। ৫ অ ৭। ২ অ ৬৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥১॥

প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধির অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ (ক্রিয়ার পর অবস্থা) আধিক্য অর্থাৎ ভালরূপে থাকা প্রধানস্য অর্থাৎ ব্রহ্মের নিয়ম নহে।

অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় একেবারে বৃহৎ সমাধিতে থাকা ব্রহ্মের নিয়ম নহে। একের পর এক অবস্থা নহে অর্থাৎ ক্রমশঃ ঐ অবস্থায় পরিপক্ক হওয়া উচিত। তাৎপর্য্য অধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিবে না। ৬অ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

সত্ত্বাদীনাম্ তদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥২॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণেতেও ব্রহ্মেরি ধর্ম্মত্ব আছে কারণ সেই ব্রহ্মেরি রূপ ত্রিগুণ যখন সমস্ত এক হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই জ্ঞান হইল তখখ সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণেতেও তিনি আছেন তখন সকল প্রকারের কর্ম্ম করিয়াও কিছু করিতেছেন না, যেমত ব্রহ্ম কিছুই করিতেছেন না অথচ ব্রহ্মধারে আপনাপনি সমস্ত কার্য্য হইতেছে। ৭অ ২৮। ৬অ ৭। ৮। ৯।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥৩॥

কর্ম্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ইহাই করিতে করিতে আপনাপনি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়াছি অনুভব করে পরে অনুভব পদে থাকিতে থাকিতে বিচিত্র অনুভব সকল বোধ হয়, বিচিত্র অর্থাৎ বিগত চিত্র যাহার, চিত্র অর্থাৎ কোন বস্তুর নকল, বিগত অর্থাৎ সেখানে একেবারে নাই, কোন বস্তুর নকল, লক্ষ্য করিয়া দেখা ও তদ্রূপ অনুকরণ করা তাহা সেখানে একেবারে নাই অর্থাৎ চিন্তা করিলে কোন বিষয় লক্ষ্য হয় না যখন হয় তখন আপনাপনি হয়, তন্নিমিত্ত সেই অনুভব বিচিত্র, সেই বিচিত্রতা হেতু সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি তাহাও না দেখিয়া না শুনিয়া বোধ হয় অসাধারণ হইলেই বিচিত্র অর্থাৎ বিচিত্র কর্ম্মের দ্বারায় বিচিত্র ফলের উৎপত্তি, এই বিচিত্রতা স্থির পদে না যাইলে হয় না সে স্থিরপদ বিচিত্র এবং তাহার ফলও বিচিত্র ঐ স্থির পদ নিয়ম মত ক্রিয়া করিলে হয় অতএব ক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৬অ ২০। ২১। ২২।

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ ॥৪॥

সাম্য অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, বৈষম্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকা।

সাম্য ব্রহ্মেতে লয়, বৈষম্য নেশাতে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করা অভ্যাস করিতে করিতে হয় ক্রিয়া করিলে এই দুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনাপনি হইয়া উঠে। ১৪অ ২৬। ২৭।

বিমুক্তিবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥৫॥

বিমুক্তি=বিশেষরূপে মুক্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি সর্ব্বদাই যাঁহার আছে তাহার আর অনুভবও হয় না, সৃষ্টি অর্থাৎ মন হইতে উৎপন্ন অথবা কোন বস্তুতে লক্ষ্য হয় না, মন নয়ন ব্রহ্মের কারণ তখন সকলি ব্রহ্ম হইয়াছে, মন ও নয়ন লক্ষিত ব্রহ্মেতে লীন হইয়াছে, যখন অলৌকিক গেল তখন লোকের ন্যায় মিথ্যা সৃষ্টি করে না, যখন সৃষ্টি ও ব্রহ্ম হইল তখন আর লোকের ন্যায় সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে, গুণের কর্ম্ম গুণ, যখন ত্রিগুণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, ক্রিয়ার দ্বারায় রহিত হইল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমো আর থাকিল না তখন আর সৃষ্টি কোথায়? লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে—গুণসাম্যে লয়স্তেষাং বৈষম্য সৃষ্টিঃ উচ্যতে। তিন গুণ এক হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় তাহারি উল্টাতে থাকার নাম সৃষ্টি ক্রিয়াবান্ ব্যতিরেকে সকলেই সৃষ্টিতে থাকিয়া একটা একটা সৃষ্টিতে মন, যদ্যপি কিছু না থাকেও মনে মনে চিন্তার সৃষ্টি মনের দ্বারায় করে, এমন যে মন তাহাকে উল্টাইয়া ফেলা অর্থাৎ স্থির করা এই ক্রিয়ার দ্বারায় হয়, স্থির হইলেই আপন ঘরে গেল, সুতরাং ঘরের দ্রব্য সমস্ত দেখিতে লাগিল, দেখিয়া শুনিয়া স্থির হইয়া আপন ঘরে থাকিতে লাগিল। ৬অ ২০।২১।২২।

নান্যোপসর্পণেঽপি বিমুক্তোপভোগো-
নিমিত্তাভাবাৎ ॥৬॥

অন্যত্রে গমন না করিয়া আপন ঘরে আপনি থাকিলেই

বিমুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে থাকিয়া যে উপভোগ অর্থাৎ যে ভোগ মনের সহিত নহে, মন আছে কিন্তু আসক্তি পূর্ব্বক নহে তাহা হইলেই মন থাকিয়াও নাই, কারণ নিমিত্তা-ভাব অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ করিতেছে না লোক সংগ্রহেব নিমিত্ত, তন্নিমিত্ত করিতেছে অতএব মুক্ত ব্যক্তিদিগের সমুদয় বিষয় করা ও না করা উভয়ই তুল্য সাম্যেতে মন থাকায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় সব সমান হইয়াছে সুতরাং দুই সমান কিন্তু যতদিন এক না হইতেছে তত দিবস দুই সমান বলিলে হইবে না, কাযে হইলে হইবে যখন সন্তান হইলে সুখ ও মৃত্যুতে দুঃখ বোধ হইবে না তখন এক হইবে। ৬অ ৩১ ৩০। ৫অ ১৯।২০।২১।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥৭॥

এক হইলে অনেক পুরুষের বিশেষরূপে অবস্থিতি। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইলে সমস্ত এক হইল তো যত পুরুষ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ সর্ব্ব ঘটে, সমস্ত স্থির ও এক হইল কেবল উপাধি ভেদমাত্র মিথ্যা নাম, এবং মিথ্যাবুদ্ধির দ্বারায় স্থির করিয়া 'ওয়া এই ব্রাহ্মণ এই ক্ষত্রিয় কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত এক। ৬অ ২৯।৩১।৩২।

উপাধিশ্চেত্তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥৮॥

এক ব্রহ্ম আবার উপাধি এই দুই হইল, কিন্তু সেই উপাধিও ব্রহ্ম তবে এক ব্রহ্ম, এবং উপাধি ব্রহ্ম এই দুয়েতেই ব্রহ্ম

ইহা সিদ্ধি হইলেও আবার দ্বৈত হইল কারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম আর মানিয়া লওয়া ব্রহ্ম কিন্তু আত্মা ব্রহ্ম তিনি এক সর্ব্বত্রে অর্থাৎ চর ও অচরেতে সমানরূপে বিরাজমান এই সমানরূপ ক্রিয়া না করিলে হইবে না। ৬অ ১৫। ৫। ৪ অ ৪১। ৩অ ১৭। ২অ ৫০।

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ।।৯।।

অর্থাৎ ব্রহ্ম ও উপাধি ব্রহ্ম অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েরি প্রকৃষ্টরূপে থাকা, বিরোধ=বিশেষরূপে রোধ অর্থাৎ নাই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে প্রকৃতের লয় পুরুষেতে হয়, ব্রহ্ম পুরুষেই ব্রহ্মাণ্ডে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুতে জীব শিব ব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বর স্বরূপ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে— যোসৌ গবিচাশ্বেচ স এক, যে আত্মা গোরুতে আছেন তিনিই ঘোড়াতে আছেন তিনি এক কিন্তু সে এক বলিতে গেলেই তিনি আমি নাই সুতরাং কিছুই নাই। ৬অ ২০।২১।২২।

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরঞ্চ
সাধকাভাবাৎ ॥১০।।

প্রকৃতি পুরুষ দুই এক হইলেই অবরোধ হইল, এক হইলেই পূর্ব্ব উত্তর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ থাকিল না, কারণ সাধক না থাকিলে সাধ্য বস্তুর সিদ্ধি কোথায়? যখন সাধক ও সাধ্য দুইই নাই তখন কিছুই না। ৬অ ২০।২১।২২।

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥১১॥

উপরের লিখিত প্রকাশ অর্থাৎ কিছু নয় ব্রহ্ম প্রকাশ হওয়াতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় তখন কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া, কর্ত্তৃ=কর্ত্তা ক্রিয়া করিবার কর্ত্তৃত্ব পদ ক্রিয়া করিতে করিতে স্থির হইয়া বিশেষরূপে রোধ হইয়া যায় তখন আর কিছুই থাকে না। ৬অ ২০।২১।২২।

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥১২॥

জড় যে প্রকৃতি তাহার বিশেষরূপে ব্যাবৃত্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মা-বৃত্ত হইয়া জড় যে শরীর তাহাতে ক্রিয়াব পব অবস্থা প্রকাশ হয়, চিদ্রূপে অর্থাৎ স্বরূপে তখন চিৎ রূপমাত্র অন্য কিছুই নাই আমিও নাই নিজেও নাই তখন কিছু কিরূপে থাকিবে। ৬অ ২০।২১।২২।

ন শ্রুতিবিরোধোরাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥১৩॥

যাহা চিবদিন শুনিয়া আইসা যাইতেছে যে, বিশেষরূপে রোধ হইলেই সিদ্ধি কিন্তু তাহা নহে, ইচ্ছা রোধ করিলেও অসিদ্ধি কারণ তাহা হইলে ইচ্ছা রহিত হইল না, কেবল কর্ম্মের দ্বারায় ইচ্ছারহিত হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং হওয়ায় সিদ্ধি। ১২অ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।১৭। ১১অ ৫৫। ৯অ ২২।৯।৪। ৬অ ২৯। ৩অ ৪২।৪৩।

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ ॥১৪॥

জগৎ সত্য ভ্রম হইতেছে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যে ব্রহ্ম তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায়,কারণ ও জন্যত্বই এই দেখিতে না পাওয়ায় বাধক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কাইয়া না থাকায়। ৬অ ২০।২১।২২।

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ তদুৎপত্তি ॥১৫॥

প্রকারান্তরা=অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অন্য প্রকার।

এই জগতের উৎপত্তি প্রকারান্তরা অর্থাৎ এখানে সকলে যেরূপ করে সেরূপ নহে, সে অণুস্বরূপে আপনাপনি হইতেছে এইরূপ আপনাপনি হওয়াতে জগতের উৎপত্তি। ৯অ ১০। ৭অ ৭।৪।৫।৬৭

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥১৬॥

সমস্ত কর্ম্মের উপর উত্তম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব, সকলি আপনা হইতে হইতেছে, আমি কর্ত্তা আমি করিতেছি এরূপ নহে। ১৩অ ৩০।

চিদবসানা ভুক্তিস্তৎ কর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥১৭॥

চিৎ অবসানে অর্থাৎ কূটস্থের অবসান হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া খাইয়াও খায় না, এইরূপে সমস্ত কর্ম্ম করে ক্রিয়া করিয়া উপার্জ্জন হইয়াছে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা

তাহারি দ্বারায় ঐ রূপ কর্ম্ম সকল করিতেছেন অথচ ব্রহ্ম কিছুই করিতেছেন না। ১৩অ ৩২।৩৩।২৪।

চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তিনিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥১৮॥

চন্দ্রাদি লোকেরও আবৃত্তি আছে ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া থাকা প্রযুক্ত অর্থাৎ চন্দ্রাদি দেখা যায় না আবার দেখা যায়। ৬অ ২৭।২০।২১।২২।

লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥১৯॥

লোকেতে উপদেশ পাইলেই যে সিদ্ধি হইবে তাহা নহে অর্থাৎ মন ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া না রাখিলে পুনরাবৃত্তি তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে অর্থাৎ এক ব্রহ্ম না হইলে সিদ্ধি হয় না। ৬অ ৪৭।২৮।২৬।২০।২১।২২।

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥২০॥

এক সিদ্ধের নিকট যিনি উপদেশ পাইয়াছেন তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলে সব ব্রহ্মময় হয় ও ভালরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে এই শুনিতে পাওয়া যায়। ৪অ ২।৩৪। ৬অ ২০। ২১।২২।

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপি উপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভোব্যোমবৎ ॥২১॥

শুনিতে পাওয়া যায় যে এক ব্রহ্ম যদি হইল তবে উপাধি

যোগে অর্থাৎ প্রকৃতি যোগে ব্যাপকত্বের গতি রহিল ব্যোমের দেশ কাল ভোগ লাভের ন্যায় অর্থাৎ ব্যোম যদিও এক তথাপি ঘটাকাশ, মটাকাশ ইত্যাদি ভেদ জন্য গতি। ৬অ ২১।

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥২২॥

সদাসর্ব্বদা যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকে অর্থাৎ একবার থাকিল আবার থাকিল না ইহা হইলে পূতিভাব প্রসঙ্গ-হেতু সে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় না। ৬ অ ২০। ৫ অ ১৭। ৮ অ ২১।

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বদ্ধস্য তদসম্ভবা-
কুল দিবদঙ্কুরে ॥ ২৩ ॥

একবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আর না থাকা এ তোমার কি উপদেশের দোষ? যেমত বীজ পচা হইলে লাঙ্গলের কি বীজের দোষ? ৬ অ ৩৬।

নির্গুণত্বাত্তদসম্ভবাদহঙ্কার ধর্ম্মাহ্যেতে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব হেতু ক্রিয়ার পর অবস্থা কিছুক্ষণ থাকে এবং থাকে না কেবল অহঙ্কার হেতু হয় এরূপ হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সর্ব্বদা থাকিলে অন্য বস্তুতে মনের যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্য বস্তুতে মন যাওয়া অহঙ্কারের ধর্ম্ম হইতেছে এই নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা উচিত। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥২৫॥

বিশিষ্ট লোকেরা উপর্য্যুক্ত দুয়েতেই থাকে না, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিবার চেষ্টা করে না কারণ সেতো আপনাপনি হয় ও অন্য বস্তুতে না থাকিবার চেষ্টা করে না। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ইচ্ছা রহিত অভ্যাস হইয়া যায় সেই অভ্যাস প্রযুক্ত কোন বিষয়ে আসক্তি পূর্ব্বক চেষ্টা করে না মন দিয়া চেষ্টা না করিলে করা না করা দুই সমান, যদ্যপি কোন বস্তুতে থাকা না থাকা দুই সমান হইল তখন না থাকিবারও চেষ্টা করে না, অতএব সে বিশেষ-রূপে শিষ্ট যে উভয়েতেই থাকিতে ইচ্ছা করে না সে যাহাতে থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাতে তাতেই সন্তুষ্ট এবং যাহা তাহা না থাকিলেও সন্তুষ্ট, বাটীতে ও মরুতে সমানরূপে অনাসক্ত যখন শক্তির দ্বারায় শক্তির চালন করিল তখন আর কোন কিছুতেই আসক্তি থাকিল না তখন বিশিষ্ট আর এখনকার বিশিষ্ট, টাকা কাপড় ও জনেতে যাহারা কেহই সঙ্গে যাইবে না। ৯ অ ২৮। ৬ অ ২০। ১২ অ ১৪।

অহঙ্কার কর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিনৈশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥২৬॥

অহঙ্কার কর্ত্তার অধীন আর কার্য্যসিদ্ধি ঈশ্বরের অধীন নয় যে যেমন করিবে তাহার সেইরূপ হইবে প্রমাণ অভাব জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকার জন্য এইরূপ ভাব হইতেছে।

অহঙ্কারের দ্বারায় আশ্রয় না থাকাতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিল না,এই নিমিত্ত অহংকর্ত্তা মেনে লয়, কার্য্য=ক্রিয়া করা, সিদ্ধি=যখন ক্রিয়া করা ও না করা দুই সমান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তন্নিমিত্ত কর্ত্তার অধীন অহঙ্কার, যেমন তেমন ঈশ্বর অর্থাৎ তুমি যেমন মনে কর আর মনটী আর নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ক্রিয়া করা ও না করা দুই সমান হওয়াতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অধীন নয় ক্রিয়া করার (অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ক্রিয়া করিবার কর্ত্তা যে আমি তাহা থাকে না, আর যখন আমি নাই তখন ক্রিয়া না করা বলে কে?) অর্থাৎ দুই এক হওয়াতে এক অধীন নয় দুয়ের, যেমন সমুদ্র অধীন নয় সমুদ্র-জলের ও গঙ্গা অধীন নহে গঙ্গা-জলের কিন্তু সমুদ্রের জল ও জল গঙ্গাজল ও জল কিন্তু যত নদী সব নীচগামী তন্নিমিত্ত সমুদ্রে সমস্ত নদী যাইয়া স্থির হয় তদ্বৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সকল চঞ্চলত্ব যায় তন্নিমিত্ত স্থিরত্ব চঞ্চলত্বের অধীন নয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা (ঈশ্বর) অধীন নয় ক্রিয়ার, কারণ তখন স্থির ও অস্থির দুই এক হইল তখন আর কোন প্রমাণ থাকিল না ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই না থাকায় তবে কেবল ব্রহ্ম হইল ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তু থাকিল না সুতরাং অন্য বস্তু থাকার দরুণ তাহাতে ভাবের অভাব হইল। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বং ॥ ২৭ ॥

যে ব্রহ্ম দেখা যাইতেছে নাঁও যাঁহার দ্বারায় সমস্ত হইতেছে

অতএব ব্রহ্মে থাকা ও না থাকা দুই সমান, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে সমানরূপে, সে কেমন যেমত যাহা দেখা যাইতেছে না তাহা হইতে যত কিছু হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে না তবে যাহা তাহা এ দুই সমান এইরূপ সমানত্ব যথা ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা দেখিতেছে আসক্তি পূর্ব্বক না দেখায় দেখিয়াও দেখিতেছে না যেমত অন্যমনস্ক লোকেরা দেখে এই দেখা আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখিতেছে না এ দুই সমান, কারণ মন যিনি দেখিবেন তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনাপনি কিছুতে আছেন, যাহা বলিতে পারা যায় না অথচ পরে অনুভব হয় এই অবস্থাই ব্রহ্ম এক্ষণে এক হইল, এক হইলে আর অন্য নাই সুতরাং একমেবাদ্বিতীয়ং হইল (ব্রহ্ম)। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ২৮। ২ অ ২৯।

মহতোঽন্যৎ ॥ ২৮ ॥

মহৎ যে ব্রহ্ম সে ভিন্ন সে অহঙ্কারের সহিত করার ন্যায় নহে সে আশ্চর্য্য ও ভিন্ন অর্থাৎ সকলের মধ্যে অদৃশ্যরূপে আছেন তাঁহার গুণ ও অব্যক্ত কারণ এত সূক্ষ্ম যে তাহা বুদ্ধির অগম্য তন্নিমিত্ত অনুভব পদ ব্যক্ত হয় না ফলের দ্বারায় কেবল মহিমা প্রকাশমাত্র স্থূল পদার্থে দৃষ্টিগোচর হয়, দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য, দৃশ্য বস্তুর গোচর হয় যখন দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দ্রষ্টা প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ হইল তখন আর দৃশ্য কিছুই থাকিল না তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই এক হইল এক হইলেই অন্য কিছুই থাকিল না তখন সর্ব্বং ব্রহ্ম মহৎ যোনিতে গেল সে মহৎ এখানকার মহ-

তের মত নহে অর্থাৎ মানসম্ভ্রমবিশিষ্ট নহে সে মহল্লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমস্তই আছে বীজস্বরূপে অথচ দৃষ্টিগোচর হয় না যেমত বট বীজের মধ্যে বটবৃক্ষটী আছে অথচ দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্রূপ সকল বস্তু আছে অথচ দেখা যায় না অত্যন্ত সূক্ষ্মহেতু অবিজ্ঞেয়। ৩ অ ১৬।

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপি অনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ২৯ ॥

কর্ম্ম=অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ক্রিয়া করার জন্য এই শরীরেতে আপন স্বামীর ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কাইয়া থাকায় অনাদি কারণ যখন ঐ অবস্থা আরম্ভ হইল তাহা লক্ষ্য হয় না সুতরাং অনাদি বীজ অঙ্কুরের ন্যায় বীজ হইতে অঙ্কুর যখন হইল তাহার আরম্ভ এত সূক্ষ্মরূপে হইল যে তাহাতে কোন প্রকারে লক্ষ্য করিবার উপায় নাই,লক্ষ্যভেদিবানের ক্রিয়া দ্বারায় লক্ষ্য যে ব্রহ্ম তাহা ভেদ হইল, ভেদ হইলেই প্রকাশ, সেই স্বপ্রকাশ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আরম্ভ এবং কখন যে অনুভব পদস্বরূপ ফল হইল তাহার বোধ ঐরূপ লক্ষ্য হয় না, অনুভব হঠাৎ ও বিনা প্রয়াসে হয়। ৮ অ ৯। ৪ অ ৪।

অবিবেকনিমিত্তোবা পঞ্চশিখঃ ॥ ৩০ ॥

পঞ্চশিখ নামে ঋষি বলিয়াছেন যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা এক হইয়া না থাকায় অলক্ষ্য লক্ষ্য হয় না কারণ মৃত্তিকার অণুতে জলের অণু, জলের অণুতে তেজের অণু, তেজের অণুতে বায়ুর

অণু, বায়ুর অণুতে ব্যোমের অণু, আর ব্যোমের অণুতে ব্রহ্মের অণু, আর ব্রহ্মের অণুর একাংশে জগৎ (তিন লোক) এই তিন লোকেরই মধ্যে কাশী সেই পঞ্চ ক্রোশাত্মকা কাশীর মধ্যে ব্রহ্ম স্বরূপ তুমি, সেই তুমি কত সূক্ষ্ম তাহা বুদ্ধির দ্বারায় স্থির করিবার উপায় নাই, সেই অলিক্ষিত লক্ষ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আপনাপনি ক্রিয়া দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অনুভব পদের প্রকাশ, প্রকাশ হইলেই অলক্ষিত লক্ষ্য হইল অর্থাৎ যাহা কিছু নয় তাহা লক্ষ্য হইল অর্থাৎ ব্রহ্ম, এখানে লক্ষ্য করিবার লোক কেহ থাকিল না এই নিমিত্ত লোক অলোক হইল সুতরাং সব অলৌকিক হইল এক না হওয়াতে অনেক লোক এক পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম অলৌকিক সব এক হইলেই সব ব্রহ্ম তখন আর কিছুই নাই অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিকেতে ব্রহ্ম। ৬ অ ২০। ২১। ২২।

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তে
পুরুষার্থঃ ॥ ৩১ ॥

যাহা তাহার উচ্ছেদ পুরুষার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার অবস্থা উপরের লিখিত যাহা অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকা বা না থাকা অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া তাহার লক্ষ্য করা, বা না করে, এ দুয়ের উচ্ছেদ অর্থাৎ থাকা। ক্রিয়া করিয়া করিয়া ক্রিয়ারপর অবস্থায় সর্ব্বদাই থাকা এই পুরুষার্থ। ৬ অ ২০। ২১। ২২। ১৮। ৫ অ ১৯। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৪। ৬ অ ৪৭।

সম্পূর্ণ।